মাস্কের বিরুদ্ধে মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থার মামলা পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 16 January 2025, 8th Year, Issue 409, 40 Pages

টিউলিপের পদে নিয়োগ পেলেন এমা রেনল্ডস পৃষ্ঠা ২৮

বৃহস্পতিবার, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫, ২ মাঘ ১৪৩১, ১৬ রজব ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০৯, পৃষ্ঠা: ৪০

সবাই তাকিয়ে ২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথের দিকে

সংস্কার, নির্বাচন, ঘোষণাপত্র নিয়ে উত্তাল বাংলাদেশ

পট পরিবর্তন

পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ নেওয়াকে বাংলাদেশে ক্ষমতার অংশীজনেরা নিজের মতো করে দেখছেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

নির্বাচন কবে হবে, নির্বাচনের আগে সংস্কার হবে কি-না; হলেও কতটা–এসব প্রশ্ন ঢাকা রাজনৈতিক ও ক্ষমতার মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রশ্ন আছে কিন্তু যথাযথ উত্তর নেই। এরই মধ্যে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো জুটেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র। রাজনৈতিক দলগুলো ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থী সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তাকে স্বস্তিতে না থাকতে দেওয়ার নীতি নিয়েছে।

এরই মধ্যে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ নেওয়াকে বাংলাদেশে ক্ষমতার অংশীজনেরা যার যার নিজের মতো করে দেখছেন। ক্ষমতা হারানোরা ভাবছেন, ২০ জানুয়ারি পর সব ম্যাজিকের মতো বদলে যাবে। আর তারাও ক্ষমতায় না যেতে পারলেও হয়তো সম্মানজনক জায়গায় থাকতে পারবেন। তারচেয়ে বড় কথা, তাদের জন্য ক্ষমতা থেকে হটিয়েছে তাদের অন্তত বিদায় করা যাবে। নিদেন পক্ষে, এটাও কম কী! অন্যদিকে ঢাকার ক্ষমতাসীনদের বদ্ধমূল

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ অন্য তিনটি সংস্কার কমিশনের প্রধানরা। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, দেশের সাংবিধানিক নাম বদল

সংবিধান সংস্কারে সুপারিশ

ঢাকা ডেস্ক

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়তে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি সংবিধানের সংস্কারে গঠিত কমিশন যে প্রতিবেদন দিয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, দেশের সাংবিধানিক নাম এবং সংসদীয় কাঠামোয় পরিবর্তনের মতো সুপারিশ রয়েছে।

গতকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে ওই প্রতিবেদন জমা দেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ। পরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে তাদের সুপারিশগুলোর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

আলী রীয়াজ বলেন, ‘১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান আদর্শ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের যে জনআকাঙ্ক্ষা, তার প্রতিফলন হিসেবে আমরা রাষ্ট্রের পাঁচটি মূলনীতি সুপারিশ করছি। সেগুলো হচ্ছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র।’

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

কেন ধনকুবেরদের নিয়ে সতর্ক করলেন বাইডেন

নিউজ ডেস্ক

জো বাইডেন

আনুষ্ঠানিক বিদায়ের আগে ১৫ জানুয়ারী বুধবার মার্কিনিদের উদ্দেশ্যে শেষবারের মতো ভাষণ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আর সেই ভাষণে তিনি ধনকুবের বা অলিগার্কদের নিয়ে মার্কিনিদের সর্তক করেছেন। শেষ ভাষণে কেন ধনকুবেরদের নিয়ে মার্কিনিদের সতর্ক করলেন বাইডেন; তা নিয়ে রয়েছে নানা মহলে কৌতূহল। তবে বাইডেনের এমন সতর্কতার পেছনে যে যথেষ্ট কারণ রয়েছে তা পরিষ্কার হয় সবশেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে তাকালেই।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

১৭ বছর পর বাবরের মুক্তি

ঢাকা ডেস্ক

লুৎফুজ্জামান বাবর

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ১৭ বছর পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা ২টার দিকে তিনি কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। কারা ফটকে তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

বাবরের মতো চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

সম্পদ, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা বিপদ হয়েছে টিউলিপের

দ্য টাইমস

যুক্তরাজ্য সরকারের দুর্নীতির তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন নিজ উদ্যোগে তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন টিউলিপ সিদ্দিক জানতেন, তদন্তে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেলেই যুক্তরাজ্যে তাঁর মন্ত্রিত্ব টিকে যাবে। গত মঙ্গলবার স্যার লাউরি ম্যাগনাস (টিউলিপকে নিয়ে তদন্তের বিষয়ে মন্ত্রিত্বের মানদণ্ডবিষয়ক স্বাধীন উপদেষ্টা) এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি (স্যার লাউরি ম্যাগনাস) উপসংহার টেনেছেন, যুক্তরাজ্যে লেবার পার্টির সরকারের অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রী (ইকোনমিক সেক্রেটারি) টিউলিপ সিদ্দিকের মন্ত্রিত্বের মানদণ্ড লঙ্ঘনের কোনো প্রমাণ মেলেনি। তবে টিউলিপ একেবারে

টিউলিপ সিদ্দিক

নিষ্কলুষ—এ কথাও বলেননি তিনি।

সরকারের জ্যেষ্ঠ এক সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারকে প্রতিবেদন দিয়েছেন স্যার লাউরি ম্যাগনাস। ভোটারদের কাছে ‘নৈতিক সরকার’ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাস ছয়েক আগে ক্ষমতায় বসেছেন

লেবার পার্টির নেতা কিয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

অনিয়ম করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পদ নেন পুতুল

অনুসন্ধানে দুদক

ঢাকা ডেস্ক

অনিয়ম, দুর্নীতির মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালকের পদ পাওয়ার অভিযোগে ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অনুসন্ধানের বিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি দল গঠন করা হয়েছে। বুধবার সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব

সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

তিনি বলেন, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল নানা দুর্নীতির মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

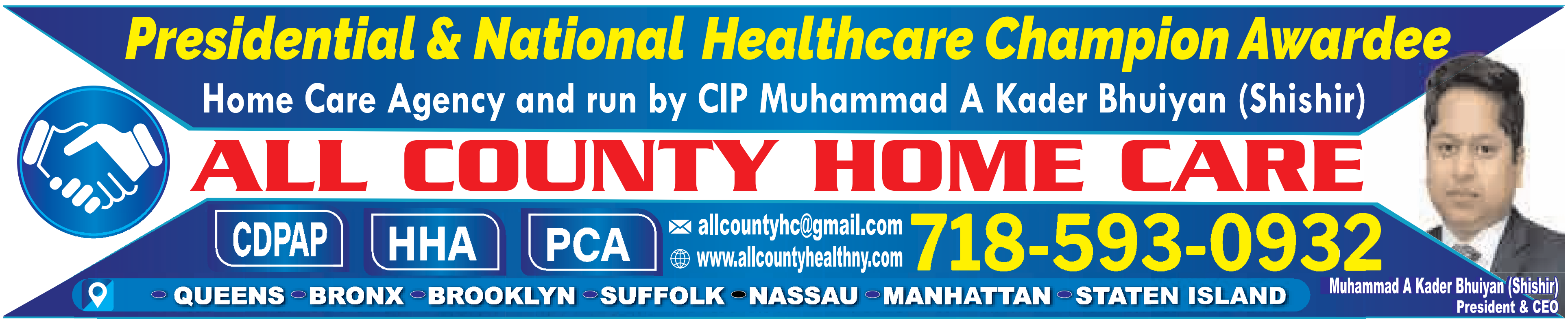

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যরাম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের পদে এমদাদুল হক ভূঁইয়া (রাজু): প্রবাসে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির অঙ্গীকার

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক ভূঁইয়া: নেত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রবাসে সংগঠনকে গতিশীল করার অঙ্গীকার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এমদাদুল হক ভূঁইয়া (রাজু)। এ পদে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার মতো একজন দীর্ঘদিনের সাধারণ কর্মীকে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তার জন্য আমি সম্মানিত ও বিনম্র। এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" নিউ ইয়র্ক সিটির একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং কন্ট্রাক্টর হিসেবে এমদাদুল হক ভূঁইয়া গত ১৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসে বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। তিনি বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে তিনি এই পদে মনোনীত হয়েছেন। পদ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ এবং প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক নাফিকুর রহমান তুরান। তিনি সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মীবৃন্দ এবং সমর্থকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমার এই যাত্রা সম্ভব হতো না।" দলের কার্যক্রম শক্তিশালী করতে এবং প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি সকল নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রবাসে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং সুসংগঠিত করতে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

১ ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের সকল শাখায় **CDPAP** ছাড়াও **PCA** এবং **HHA** সার্ভিস চালু হচ্ছে।

BANGLA CDPAP SERVICES

বাঙলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
President & CEO
646-769-0966, 718-290-82409
netlake111@gmail.com

- Weekly Pay
- Direct Deposit
- Health Benefit
- Flexible Schedule

CDPAP SERVICES

HHA/PCA SERVICES

SKILLED **NURSING**

আমরা মানবতার সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকি

LOCATIONS

Corporate Office
72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966

Jamaica Office
15338 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
888-228-5803

Jackson Heights Office
72-28 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

Brooklyn Office
544 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
888-209-7805, 718-310-8586
718- 500-2388, 646-769-0966

Buffalo Office
Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Ozone Park Office
1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park),
NY 11208
888-486-0764, 347-673-5525
929- 434- 5618, 646-769-0966

Bronx Office
1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
888-420-0168, 646-769-0966
718-290-8249

Albany Office
Suite 2009, 150 State Street
Albany, NY 12207
646-769-0966

BANGLA CDPAP SERVICES
ALEGRA HOME CARE

সম্পাদকীয়

ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল: প্রকৃতির প্রতি অবিচারের নির্মম পরিণতি

ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মুকুট, এখন ধ্বংসস্তূপের আকার ধারণ করছে। আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, গাছপালা পুড়ে কালো হয়ে গেছে, এবং হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছে। প্রকৃতির প্রতি আমাদের অবিচার যে কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে, ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল তার এক মর্মান্তিক উদাহরণ।

প্রতিবছর, ক্যালিফোর্নিয়ার বনাঞ্চলে দাবানলের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। একদিকে মানুষ সৃষ্ট সমস্যাগুলো, যেমন বনাঞ্চলের অব্যবস্থাপনা এবং বেপরোয়া নগরায়ণ, আর অন্যদিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মিলে এই সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে।

দাবানলের পেছনে প্রকৃতির কিছু প্রক্রিয়া দায়ী হলেও, এর মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে মানবজাতির কর্মকাণ্ড। উদাহরণস্বরূপ, বনের মধ্যে বিদ্যুতের লাইন এবং অপরিকল্পিত আবাসন নির্মাণ আগুনের ঝুঁকি বাড়ায়। তদুপরি, বনাঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় অবহেলা, যেমন শুকনো গাছপালা অপসারণ না করা, দাবানলের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তোলে।

জলবায়ু পরিবর্তন এ সংকটকে আরও জটিল করেছে। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বাড়ার কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রীষ্ম এখন দীর্ঘতর এবং শুষ্কতর। এই শুষ্কতা বনের গাছপালাকে আগুনের জন্য জ্বালানিতে পরিণত করে। তদুপরি, ঝড়ো বাতাস দাবানলকে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

লস অ্যাঞ্জেলেসে কাউন্টি মেডিকেল এক্সামিনার স্থানীয় সময় রোববার দাবনলের আগুনে ২৪ জন মারা যাওয়ার তালিকা দিয়েছে। এছাড়া ১৬ জনের নিখোঁজের কথা জানিয়েছে। বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসে চারটি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। এর মধ্যে প্যালিসেইডস দাবানল আরও এক হাজার একর এলাকায় ছড়িয়েছে। আগেই এই দাবানলে পুড়েছে ২২ হাজার একর এলাকা

ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশকেই ধ্বংস করছে না, এটি মানুষকেও বিপন্ন করছে। ২০২০ সালের দাবানল মৌসুমে প্রায় ৪.২ মিলিয়ন একর জমি পুড়ে যায়, যা ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ। হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছে, এবং অনেকেই শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগে ভুগছে।

এ ছাড়া, এই দাবানল বায়ু দূষণ বাড়িয়ে তোলে। ধোঁয়া এবং ক্ষুদ্র কণাগুলি বাতাসে ভেসে থেকে মানুষের শ্বাসতন্ত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই সংকট আরও বেশি প্রভাব ফেলছে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর, যাদের পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট সম্পদ নেই।

এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই পরিকল্পনা। প্রথমত, বনাঞ্চলের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। শুকনো গাছপালা এবং পাতা পরিষ্কার করার পাশাপাশি, নিয়ন্ত্রিত পুড়িয়ে দেওয়ার (controlled burns) মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার মতো রাজ্যগুলোকে আরও বেশি সৌর ও বায়ু শক্তি ব্যবহার করতে হবে, যাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমে। তৃতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্যারিস চুক্তির শর্তগুলো পূরণ করা এবং কার্বন নির্গমন হ্রাসে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

প্রকৃতি বারবার আমাদের সতর্ক করছে। ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল তার এক ভয়াবহ উদাহরণ। এটি শুধু ক্যালিফোর্নিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা নয়; এটি একটি বৈশ্বিক সংকট। আমরা যদি এখনই সক্রিয় না হই, তবে এর চেয়েও বড় বিপর্যয় আমাদের অপেক্ষা করছে।

প্রকৃতির রূঢ়তা কখনো দাবানলের আকারে ধেয়ে আসে, কখনো আসে খরা, বন্যা, তুষারপাত বা অতিবৃষ্টির মাধ্যমে। এই দুর্যোগগুলো কেবল প্রাকৃতিক নয়; এগুলো মানবতার সংকটের প্রতিচ্ছবি। পৃথিবীর প্রতি আমাদের অবিবেচক আচরণ এই সংকটগুলোকে আরও ঘনীভূত করছে। প্রকৃতি বিপন্ন হলে ধনী-গরীবের ভেদাভেদ থাকে না। কার্বন নিঃসরণে অগ্রগণ্য ধনী দেশগুলো যেমন এর ভুক্তভোগী, তেমনি ভুগছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সম্পদে পিছিয়ে থাকা দরিদ্র দেশগুলো। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের জীবন বিপন্ন হয়।

তাই এই সংকট মোকাবিলায় প্রকৃতির সন্তানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের চাহিদা সীমিত করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এখনই সময় সচেতনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার। প্রকৃতিকে ভালোবেসে, তার প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দিতে পারি।

বিশ্ব এখন এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে, এবং তারই ফলশ্রুতিতে বিশ্বের মানচিত্র পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। এক সময়ের জলবায়ু পরিবর্তন ছিলো এক গবেষণার বিষয়, এখন তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বহু দেশ সাগরের তলায় তলিয়ে যেতে পারে।

এই বিপর্যয়ের মোকাবিলায় বিশ্বনেতাদের একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। দ্রুততম সময়ে কার্বন নিঃসরণ কমানো, পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার আগে, আমাদের বুঝতে হবে যে, শুধু দূষণ কমানোই যথেষ্ট নয়, আমাদের বসবাসের জায়গাগুলোর পরিবর্তনও জরুরি হয়ে পড়বে।

বিশ্ব মানচিত্রের এই পরিবর্তন মানবজাতির জন্য একটি কঠিন শিক্ষা হতে পারে। কিন্তু যদি আমরা এখনই ব্যবস্থা না নিই, তবে আগামী প্রজন্মের জন্য এটি একটি অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই সংকটকে কেন্দ্র করে সচেতনতা বাড়ানো, বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারি।

দেশে-বিদেশে এত ওলট-পালট শেষে স্থিতিশীলতা ফিরল কী?

ফজলুল কবির

দেশ তো বটেই, গেল বছর বলা যায় গোটা দুনিয়াতেই একটা ওলট-পালট হয়েছে। এমনিতে নির্বাচনের বছর হিসেবে ২০২৪ সালের দিকে সবার নজর ছিল। বিশ্বের ৬০টির বেশি দেশে হওয়া নির্বাচনে অনেক দেশেই ক্ষমতার বদল হবে একটা ধারণাও ছিল। কিন্তু নির্বাচন, পুনর্নির্বাচন, ঝুলন্ত পার্লামেন্ট, দীর্ঘদিনের ক্ষমতাধর কর্তৃত্ববাদী একাধিক সরকারের জনরোষে পতন, নানা দেশ ঘিরে বৈশ্বিক পরাশক্তিদের ভাগ-বাটোয়ারা, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মধ্যে নয়া ব্যবস্থা–সব মিলিয়ে ২০২৪ যেন এখনো শেষই হচ্ছে না।

বিগত বছরে আগেই বলা হয়েছে, ৬০টির বেশি দেশে নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ যেমন ছিল, তেমনি বিশ্বের জনবহুল গণতন্ত্রিক দেশ ভারত এবং গোটা বিশ্বের মুরুব্বি আমেরিকার নির্বাচনও ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের নির্বাচন। আর যুদ্ধ তো ছিলই, যা এখনো আছে, এখনো মরছে মানুষ।

বছর পেরিয়ে ২৪-এর প্রলম্বন যেন টিকে আছে ২৫-এও। সেটা কীভাবে? গত বছরে হওয়া নির্বাচনগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদের ফের ক্ষমতায় আসাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছিল। যারা তারপরও আসতে পেরেছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আসতে হয়েছিল নানা কারিকুরি করে। আবার এই ফিরে আসাদের কাউকে কাউকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়েছে জনতা।

বিশ্বজুড়ে শুধু ২০২৪ নয়, আরও আগে থেকেই এক ধরনের অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। এর মূলে যেমন আছে দুটি যুদ্ধ, তেমনি আছে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে দেশে দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট। রয়েছে মুদ্রা রাজনীতি। কিন্তু এই যে দেশে দেশে ক্ষমতার এত ওলট-পালট, তাতে এই দশার কি কোনো বদল হলো বা অদূরভবিষ্যতে বদলের কোনো ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে?

উত্তর এখন পর্যন্ত, না। সাধারণ মানুষ তার অর্থনৈতিক দৈন্য নিয়ে আগে যেমন হতাশ ছিল, এখনো হতাশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই হতাশার মাত্রা বরং বেশি।

বিগত বছরের নির্বাচনগুলোর একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হলো–অধিকাংশ হেভিওয়েট নির্বাচনেই ক্ষমতাসীনদের পক্ষে ক্ষমতা ধরে রাখাটা কঠিন হয়ে পড়েছিল। শুরুতেই এ ক্ষেত্রে বলতে হয় আমেরিকার কথা। দেশটির নির্বাচনে শত চেষ্টাতেও শেষ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটদের বিজয় অধরা থেকে গেছে। মসনদে এসেছেন ঘটন-অঘটনপটিয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এই মসনদে ফেরায় তিনি সাথে পেয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট–উভয় কক্ষেই নিজ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ফলে ঘটন ও অঘটন–দুইই এবার জমে যেতে পারে।

বদল এসেছে যুক্তরাজ্যেও। সেখানে আবার কনজারভেটিভদের হটিয়ে গদিতে এসেছে লিবারেলরা। অবসান হয়েছে ১৪ বছরের একটানা কনজারভেটিভ শাসন। কিন্তু নতুন আসা লিবারেলদের গদিও বড় নড়বড়ে। নতুন বছরে নতুন প্রধানমন্ত্রী স্টারমারও বেশ টলমল।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি তো নতুন করে কিছু বলবার নেই। যেনতেন প্রকারে একটা নির্বাচন করে ক্ষমতায় ফের আওয়ামী লীগ এলেও এবার আর শেষ রক্ষা হলো না। জনরোষে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তার পতন হয়। ক্ষমতায় আসে অন্তর্বর্তী সরকার, যা পোশাকে অরাজনৈতিক। তবে রক্ষণশীল ও ধর্মবাদী দলগুলোর প্রতি এর পক্ষপাত নিয়ে জনপরিসরে সমালোচনা দিন দিন প্রকট হচ্ছে।

পাশের দেশ ভারতে নরেন্দ্র মোদি ফের গদিতে বসতে পারলেও এ জন্য তাঁকে জোট শরিকদের তুষ্ট করতে হয়েছে। বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তাঁকে পুরো মেয়াদেই কিছুটা নড়বড়ে দশায় থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বাংলাদেশ পরিস্থিতি তাঁর জন্য সহায় হয়েছে। একে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদি নিজের পায়ের তলার মাটি ফের শক্ত করার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় মোদির হাতকে শক্ত করছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বেশ একটা হল্লা হয়ে গেল। একবার সামরিক শাসন জারি, তার প্রতিক্রিয়ায় খোদ প্রেসিডেন্টকেই বাতিলের খাতায় ঠেলে দেওয়া পার্লামেন্ট–সব মিলিয়ে দেশটির রাজনীতির ময়দান এখনো বেশ উত্তপ্ত। সহসা তা ঠান্ডা হওয়ারও তেমন কোনো চিহ্ন নেই।

আলোচনায় নিশ্চিতভাবেই আসবে সিরিয়া। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত আসাদ সরকারের পতন হয়েছে সেখানে। দেশটির একনায়ক বাশার আল-আসাদ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। বলা যায় ২০১১ সালে শুরু হওয়া এই দীর্ঘ লড়াইয়ে সেখানে শেষতক আমেরিকা-ইসরায়েল-তুরস্ক এই ত্রয়ীই বিজয়ী হয়েছে। পিছু হটেছে বৈশ্বিক পরাশক্তির মর্যাদা পুনরুদ্ধারে রত রাশিয়া এবং নয়া পরাশক্তি হতে চাওয়া চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক শক্তি ইরান। এর মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ব্লকই যে আরও অনেক দিন ছড়ি ঘোরাবে, তা এক রকম নিশ্চিত হলো।

আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানায়ও এসেছে বদল। সেখানে ৬০ বছরের শাসনের অবসান হয়েছে দেশটির ডেমোক্রেটিক পার্টির।

একইভাবে গত বছরের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, পানামা, পর্তুগাল ও উরুগুয়েতে। ফ্রান্সে ইমানুয়েল মাখোঁকে সরে যেতে হয়েছে আগাম নির্বাচন দিয়ে। জাপানও আছে এ তালিকায়।

মোটাদাগে ক্ষমতার সমীকরণে প্রথাসিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলো এক রকম প্রান্তবাসী হতে হচ্ছে। ক্ষমতাসীন যে দলগুলো ফের ক্ষমতায় ফিরতে পেরেছে, তারা কেউ স্বস্তিতে নেই। তাদের বিরোধী মত ও দল শক্তির খেলায় ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ, নির্বাচন সুষ্ঠু হোক, কিংবা জালিয়াতিপূর্ণ হোক–ক্ষমতায় বদল হোক বা না হোক–ভোটার ও নাগরিকেরা ক্ষমতাধরদের নিয়ে ঠিক সন্তুষ্ট নয়। বিরাট হল্লা করে বদল এনেও দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘশ্বাস থামছে না। হতাশা কমছে না। ফের গুজগুজ, চাপা ক্ষোভ, এমনকি কোথাও কোথাও অসন্তোষ দানা বাঁধছে। যেন, ক্ষমতায় কেউ থাকুক, সেটাই চাইছে না সাধারণ মানুষ।

এমন হওয়ার কারণ কী? পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট স্ট্যাটিস্টা এক প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, মুখ্য কারণ অর্থনীতি। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল নয়, গোটা বিশ্বই এক প্রলম্বিত অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্ট্যাটিস্টা এ নিয়ে ৩৪টি দেশের নাগরিকদের ওপর একটি জরিপ চালিয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬৪ শতাংশই মনে করে তার দেশের অর্থনীতির অবস্থা বেশ নাজুক। আর নির্বাচন হয়েছে এমন দেশগুলোতে এই নৈরাশ্যের হার আরও বেশি। ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাজ্যের মতো যেসব দেশে নির্বাচন হয়েছে সম্প্রতি, সেখানকার মানুষদের ৭০ শতাংশের বেশি নিজ দেশের অর্থনীতি নিয়ে হতাশ। আমেরিকার ক্ষেত্রেও নানাভাবে সমালোচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিরে আসার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে অর্থনৈতিক সংকট এবং তা নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর ওপর মানুষের হতাশা ও ক্ষোভ।

সারা দুনিয়ায় মুদ্রাস্ফীতির লাগাম পরানো কঠিন হয়ে পড়েছে। নিত্যপণ্যের দাম ক্রমেই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আগের দুই দশকের মহামন্দা, কোভিড-১৯ মহামারি, দুটি বড় ও চলমান যুদ্ধ, দেশে দেশে সরকারগুলোর গরিবশোষণ ও ধনীতোষণ নীতি এবং সেই সূত্রে আয় বৈষম্যের ক্রমবৃদ্ধি ইত্যাদি মিলিয়ে এই ধারা এক প্রায় সমাধান অযোগ্য দশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার শেষ প্রান্তে সাধারণ মানুষের জন্য আছে এক গভীর খাদ।

সেই খাদের দিকে যেতে বাধ্য হওয়া মানুষ আবার তার সামনে আশারও তেমন কিছু দেখছে না। কারণ, তার কথাই কেউ শুনছে না। একটা ভীষণ মেরুকরণের দুনিয়ায় সে নিজেকে আবিষ্কার করছে। চোখের সামনে সে দেখছে, গণতন্ত্র নামক বস্তুটি তামাদি হয়ে গেছে। যে তাকে ফেরানোর গল্প ফেঁদে আসছে, সেও একই রকম তস্কর। ফলে এই এক অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের প্রশ্নেই বিভাজন বাড়ছে সমাজে। বাড়ছে মেরুকরণ। ৩১টি দেশের নাগরিকদের ওপর জরিপ চালিয়ে স্ট্যাটিস্টা জানাচ্ছে, গণতন্ত্র নিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের ৫৪ শতাংশই হতাশা প্রকাশ করেছে। তাদের একটা সাধারণ বোধ হচ্ছে–তারা আর ব্যক্তি মানুষ হিসেবে রাজনীতিক ও নীতিপ্রণেতাদের কাছে গ্রাহ্য হচ্ছে না। বরং তাদের আর দশটা জড় উপকরণের মতো করেই দেখা হচ্ছে।

গণতন্ত্র ও অর্থনীতির এই দৈন্যের ফাঁক গলে বিশ্বমঞ্চে বেশ পোক্ত অবস্থান নিয়েছে ডানপন্থা, যা ক্রমেই অতি ডানের দিকে ধাবমান। ভারত তো বটেই, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে ইউরোপ ও আমেরিকায়, আফ্রিকায় ডানপন্থাই আসছে সামনে, ক্ষমতায়। দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী জিগির বেশ উচ্চকিত এখন। ফলে ক্ষমতায় যদি নাও থাকে, ডানপন্থী দলগুলো পায়ের নিচে এতটাই শক্ত ভিত পেয়েছে যে, ক্ষমতা ও শাসনের অনেক কিছুই আর তাকে এড়িয়ে করা যাচ্ছে না।

অস্ট্রিয়া, রোমানিয়া, পর্তুগাল, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্যসহ (অতি ডান) বহু দেশে ডানপন্থার দিকে ঝোঁক বাড়ছে। অর্থাৎ, আবারও সারা বিশ্বে জনতুষ্টিবাদী রাজনীতি হালে পানি পাচ্ছে। অবশ্য এটা মনে করার কারণ নেই যে, জনতুষ্টিবাদের সিঁড়ি বেয়ে শুধু ডানপন্থাই মোক্ষ পাচ্ছে। না, তালিকায় বামপন্থাও আছে। এ ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা, মেক্সিকোর কথা বলতেই হবে।

অবশ্য জনতুষ্টিবাদের এই নববিজয়রথের বিষয়টি বুঝতে এত দেশের তথ্যের দিকে না তাকালেও চলে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র, বা ওয়াশিংটনের দিকে তাকালেই হয়। সেখানে আবারও ট্রাম্প ফিরেছেন। অর্থাৎ, উগ্র জাতীয়তাবাদী জনতুষ্টিবাদের বিজয় হয়েছে।

প্রশ্ন হলো কেন? এই কয় বছর আগেই না ট্রাম্পকে বিরক্ত হয়ে ত্যাগ করেছিল আমেরিকানরা? তাহলে? কারণ, মানুষ আসলে একটা নিদান খুঁজছে। ২০১৬ সালে তারা ভেবেছিল ট্রাম্প প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিকদের থেকে আলাদা। সুতরাং হয়তো তিনি এই নিদান দিতে পারবেন। ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। চার বছর কোনোভাবে দাঁতমুখ খিঁচে সহ্য করে প্রথায় ফিরল মানুষ বাইডেনকে নির্বাচিত করে। কী পেল? একাধিক যুদ্ধ, মৃত্যু, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, মেরুর লড়াইয়ে নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদের অপব্যয়, ধনীতোষণ, আন্দোলনে লাঠিপেটা ইত্যাদি। ফলে ফের আবার তার সামনে রাখা বিকল্পের দিকে গেল মানুষ। যদিও সে জানে, প্রতারিত হওয়াই তার নিয়তি।

আর এই যে জনতুষ্টিবাদ এবং সেই সূত্রে মধ্যপন্থার পরাজয়, এর মধ্য দিয়ে দেশে দেশে বাড়ছে মেরুকরণ। মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ফারাক তৈরি হচ্ছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ বিচারে মেরুকরণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

একটু চোখ বোলানো যাক। পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্যমতে, আমেরিকায় পরিবর্তনের পক্ষে (উদার) মত দিয়েছে জরিপে অংশ নেওয়া ৯১ শতাংশ ব্যক্তি। আর প্রথাগত পথে (রক্ষণশীল) চলতে ইচ্ছুকদের হার ২৮ শতাংশ। ফলে উদার নাকি রক্ষণশীল পন্থার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রে দুই মেরুর দূরত্ব ৬৩ শতাংশ পয়েন্ট। একই প্রশ্নে এই ব্যবধান অস্ট্রেলিয়ায় ৩৮, ইসরায়েলে ৩৫, পোল্যান্ডে ৩২, হাঙ্গেরিতে ৩২, নেদারল্যান্ডসে ৩০, কানাডায় ৩০, স্পেন ৩০, গ্রিস ২৯, যুক্তরাজ্যে ২৫, সুইডেন ২৫, জার্মানি ২৪, ইতালিতে ২৩, ফ্রান্সে ২৩ ও বেলজিয়ামে ৮ শতাংশ পয়েন্ট। অর্থাৎ, সর্বোচ্চ মেরুকরণ আমেরিকায়। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে শুধু বেলজিয়ামেই এ ব্যবধান দুই অঙ্কের নিচে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়া বা এশিয়ার দেশগুলোর দশা সম্পর্কে জানার কোনো উপায় নেই। তবে, নিত্যকার ঘটনাপ্রবাহ সাক্ষ্য দিচ্ছে, এসব অঞ্চলে বাম ও ডান ধারার মধ্যকার বা উদার ও রক্ষণশীল ধারার মধ্যে এই অঞ্চলে মতাদর্শিক ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে। ফলে সবচেয়ে বিপাকে রয়েছে মধ্যপন্থা, যা মানুষকে স্বস্তিহারা করে ফেলছে।

এই অস্বস্তিই আসলে সেই ঘর, যেখানে আগে থেকেই বাস করে হতাশা নামক বস্তুটি। এই হতাশা অর্থনৈতিক শোষণ, মতপ্রকাশে বাধা, নিজ নিজ আচারে বাধা, ট্যাগিং সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নিজেকে খুঁজে না পাওয়া থেকে উদ্ভূত। ফলে ঘরটিতে প্রবেশের পর অস্বস্তি ও হতাশার শুভদৃষ্টি বিনিময় আর শুভ থাকছে না শাসকদের জন্য। জন্ম হচ্ছে ক্ষোভের। সেই ক্ষোভকে প্রশমিত করে নিজের দিকে আনতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শাসক ও রাজনীতিকেরা নেমেছেন উগ্র জাতীয়তাবাদী জনতুষ্টিবাদের আবাদে। এর ফলও অবশ্য তাকেই ভোগ করতে হচ্ছে। শুধু জনতাকে একবার এ মুখ থেকে, ও মুখে যেতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকটের ভুক্তভোগী হলেও এর কোনো নিদান যেহেতু সে জানে না, সেহেতু কথিত উচ্চকণ্ঠ নিদানদাতাদের ওপরই তাকে আস্থা রাখতে হচ্ছে। এই আস্থার প্রতিদান কেউ তাকে দিতে পারছে না। কারণ, গালভরা কথা বলা যত সহজ, করা ততই কঠিন। ফলে শাসকমাত্রই বিরোধ ও অসন্তোষের মুখে পড়ছে, যা এক নিরন্তর অস্থিতিশীলতার পাঁকে আটকে ফেলেছে দেশে দেশে একটু স্বস্তি খোঁজা মানুষদের। এটা এক চক্রের নির্মাণ করছে। এই চক্রে আজকের বিজয়ীই পরিণত হচ্ছে কালকের বিজিততে। অবশ্য জনতার জন্য আজ ও কাল–দুইই সমান। তার কোনো বিজয়ের দিন যেন আর নেই।

ঠিক দাওয়াইয়ে বাপ বাপ ডাকবে!

মাহবুবুর রহমান

সৌরভ গাঙ্গুলীর প্রশ্ন ছিল, ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত কোন দেশের সাথে? টিভির রিয়েলিটি শো'র হোস্ট ক্রিকেট লিজেন্ড গাঙ্গুলী। আমার মনে হলো, প্রশ্নটা সহজ। উত্তরটাও সবার জানা! ভারতের সাথে সীমান্ত আছে চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, মিয়ানমার ও ভূটানের। প্রথমে ভাবনায় এলো পাকিস্তানের নাম। পরক্ষণে মনে হলো, পাকিস্তান নয়, চীনের সাথের সীমান্তই হবে দীর্ঘ। সবই ভুল। সৌরভ গাঙ্গুলী জানালেন সঠিক উত্তর– বাংলাদেশ। ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্তটি আছে বাংলাদেশের সাথে। যার দৈর্ঘ ৪১৫৬ কিলোমিটার বা ২৫৮২ মাইল। লজ্জা পেলাম, জ্ঞানের স্বল্পতায়। আমাদের চারপাশ এখনও অজানা।

আমার লেখার বিষয় 'বর্ডার' নয়। ভিন্ন কিছু। তবুও দুটো তথ্য দিয়ে রাখি। শক্তিতে বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে তিন ধাপ। এখন অবস্থান ৩৭তম। অস্ত্র কেনায় ২৮। চীন প্রধান উৎস হলেও এখন তুরস্ক থেকেও অস্ত্র কেনা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান খবর কোনটি ? এই ডালিম কি সেই ডালিম? তাহসান-রোজার বিয়ে? খালেদা জিয়ার দেশত্যাগ? বিদেশে ট্রুডোর পদত্যাগ, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ, আগুনে পুড়ে ছাই লস এঞ্জেলেস, ইসরাইল-তুরস্ক যুদ্ধের কানাঘুষা। সবকিছু ছাপিয়ে ট্রাম্পই হবেন প্রধান শিরোনাম। এর উত্তাপ মিলছে। ২০ জানুয়ারীর পর প্রতিটা দিনই হবে ইতিহাস।

'গলার আওয়াজ নামান, নামান, আরও নামান।' সত্যি সত্যি নামল। আগের তেজ নেই। তাঁর এক ভক্ত লিখেছেন: 'নূরুল কবিরের সঙ্গে ড. ইউনূসের ইন্টারভিউটা জাতিকে হতাশ করেছে। এতও ম্রিয়মান কণ্ঠ কেন? যে পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন তা দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পন্ন করুন।'

দৃঢ়তা? কোথায় সে? এতো 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। প্রথমে ৫ বছর, পরে ৪, ৩, এখন ২ এর নীচেও রাজি। নির্বাচন নিন। তাঁর বেলুনে ফুটো হয়েছে। আয়ু কমছে। কখন জানি ধপাস হয়। নিয়োগকর্তাদের সাথে এক দফা হয়ে গেছে। ১৫ জানুয়ারী আরেক ডেড লাইন।

দেশে নতুন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হচ্ছে। বিএনপির রিজভী বলেছেন, গোয়েন্দা সংস্থার তত্বাবধানে হচ্ছে। অস্বীকার করেছে গোয়েন্দা সংস্থাটি। কিছু একটা যে হচ্ছে, অনুমান করা যায়। দৃশ্যত দুই ভাগে বিভক্ত মাঠের খেলোয়াড়রা। এক পক্ষ চান, আগে জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচার, সংস্কার, তারপর নির্বাচন। অপর পক্ষের মতে, নির্বাচন ও সংস্কার চলুক পাশাপাশি। সংস্কারের নামে অনির্দিষ্টকাল নির্বাচন আটকে রাখা যাবে না।

প্রশ্ন আরও আছে। সংস্কার প্রস্তাবনা পাশ করবে কে? আইনে রূপ হবে কি করে? এটা তো বিপ্লবী সরকার নয়। বর্তমান সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে শপথ নেওয়া সরকার। তা হলে? অল্প সাংবিধানিক জ্ঞান। কেউ কেউ বলছেন, আগে গণপরিষদ নির্বাচন করতে হবে। তারা সংস্কার অনুমোদন করবেন। আইনের এতো জটিলতা আমার মাথায় ঢুকে না। যেমন ঢুকে না, দেশের ৫০ ভাগ মানুষকে মাইনাস করে কীভাবে নির্বাচন হবে, কি করে গণতন্ত্র থাকবে? এটা কি মগের মুল্লুক?

এদিকে পাকিস্তানি মন্ত্রী বলেছেন, আমদের হারিয়ে যাওয়া ভাইকে ফিরে পেয়েছি। সে ভাইকে আমরা সব সাহায্য করব। সে দেশেরই এক নাগরিক বলছেন, আমরাই ঠিকমতো খেতে পাই না, কি সাহায্য করব? উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে স্বচ্ছল। তবে বাংলাদেশের জেহাদীরা হয়তো আশা করছেন, পাকিস্তান জঙ্গী রফতানি করবে, তাঁরা স্বাগত জানাবেন। জঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জেল খালি করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার ও আশপাশের দু'চার 'বেতমিজ' বালকের (!) বেয়াদবী এখনো চলছে। ভাবখানা 'মুই কি হনুরে'! ধরাকে শরা জ্ঞান আর ক'দিন? বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মন্তব্যের আগে তাদের উচিত আপন বাপ-চাচার কাছে জেনে নেওয়া। সে বাপ-চাচা যদি অবাঙালীও হয়, অসুবিধে নেই। অন্তত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এতো মিথ্যাচার করবেন না। আমার মতে, দাওয়াই ঠিকমতো পড়েনি, তাই এতো দুরাচার। ঠিক দাওয়াই পড়লে ভূত পালাবার পথ পাবে না। 'জয় বাংলা'র জনতা সময়মতোই তা দিবে, আমি নিশ্চিত।

নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

অর্থ আত্মসাৎকারীদের শাস্তি হোক কঠিন

ড. আর এম দেবনাথ

কয়েক দিন আগে অর্থ আত্মসাতের একটি খবর পাঠ করলাম। অবশ্য তা আমাদের দেশের নয়। দেশের অর্থ আত্মসাতের খবর প্রতিদিন কাগজে ছাপা হয়, পড়ি আর বিস্মিত হই। ক্ষুব্ধ হই। অসহায়ত্ব প্রকাশ করি। এই প্রেক্ষাপটে যখন ভিন্ন দেশের খবর পড়ি, তখনো কিছুটা অবাকই হই। অবশ্য প্রতিবেশী ভারতের আত্মসাতের খবর হলে এত বিস্মিত হতাম না। কারণ, ওদের খবরও আমাদের মতোই বরাবর পড়ি। বলাই বাহুল্য, খবরটি আমার প্রিয় একটি দেশের। দেশটির নাম ভিয়েতনাম। আজকের প্রজন্মের যুবকেরা হয়তো জিনিসটা এতটা জানে না। প্রাক্-স্বাধীনতাকালে আমাদের প্রজন্মের কাছে ভিয়েতনাম ছিল আদর্শ দেশ। কেন? কারণ, তারা লড়াকু দেশ। লড়াই করছে একমাত্র শক্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। লোমহর্ষক সব খবর। হাজার হাজার লোক বাংকারে থেকে লড়াই করছে। মার্কিনরা বিমান থেকে বোমা ফেলছে। হাজার হাজার লোক প্রাণ দিচ্ছে। লোকের বাড়িঘর নেই। সমাজ নেই। অর্থনীতি নেই। এসব দৈনন্দিন খবর ছিল আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। নেতা হো চি মিন, যাঁর নামে এখন রাজধানী শহর। হো চি মিন আমাদের নেতা। কাস্ত্রো, সুকর্ণ, সাদ্দাম—এঁরা আমাদের নেতা। তাঁদের নামে আমরা বামপন্থীরা স্লোগান দিই, সমাজতন্ত্রের কথা বলি। কী আদর্শরে বাবা! নিম্নমধ্যবিত্তের স্বপ্নের আদর্শ—সবার ভাত-কাপড়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসের জায়গা। অসম্ভব কল্পনা! সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়ছি আমরা। নিজ দেশেও চলছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। ৬ দফা থেকে ১১ দফা আন্দোলন।

সেই ভিয়েতনাম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা লাভ করে। উন্নয়নের পথ ধরে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। দারুণ খবর! তার সফলতায় খুশি হই। ব্যর্থতায় ব্যথিত হই। এখনকার দিনে ভিয়েতনাম একটি নাম। এশিয়ায় আরও ছিল জাপানের আধিপত্য। আমাদের বাজারে ছিল শুধুই জাপানি মাল। ঢাকার বাজারে আজকের দিনে চীনা মাল। তখন ছিল জাপানি মাল। জাপান আজ নেই। আজ ভিয়েতনাম আমাদের অঞ্চলে নয় শুধু, সারা বিশ্বে উদীয়মান উন্নয়নের দেশ। তৈরি পোশাকে এবার তারা আমাদের পেছনে ফেলে দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা প্রচুর। চাল রপ্তানি করে তারা। আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তাদের। তাদের জিডিপি বাড়ছে ৭ শতাংশ হারে। অর্থনীতির আকার প্রায় ৫০০ বিলিয়ন (এক বিলিয়ন=শত কোটি) ডলার। প্রতিবছর রপ্তানি করে প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলারের মাল। পিপিপি (পারচেইজিং পাওয়ার প্যারিটি) হারে মাথাপিছু আয় প্রায় ১৫ হাজার ডলার। তারা প্রাধান্য দিচ্ছে উৎপাদন ও সেবা শিল্পকে। শিক্ষার হার থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। দেশে দারিদ্র্য নেই বললেই চলে।

যে খবরটির কথা বলছিলাম, তা ওই দেশটির। কী খবর? খবরটি হচ্ছে টাকা আত্মসাতের। বলে কী! এমন একটি দেশে টাকা আত্মসাতের ঘটনা? যে দেশ ছিল সারা বিশ্বের অনুকরণীয় একটি দেশ। দেখা যাচ্ছে, ভিয়েতনামের শীর্ষ একজন নারী ব্যবসায়ী, যাঁর নাম ট্রুয়ং মাই লান। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা একটি ব্যাংক থেকে মাত্র ৪৪ বিলিয়ন ডলার মেরে দিয়েছেন, মাত্র ১২ বছরে! এর মধ্যে ১২ বিলিয়ন ডলারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে আদালতে। এ জন্য তাঁর ফাঁসির দণ্ডাদেশ হয়েছে। অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি হয়েছে। তবে মজার ঘটনা এই যে আদালত বলেছেন যদি তিনি আত্মসাৎকৃত ডলারের তিন ভাগের দুই ভাগ ফেরত দেন তাহলে তাঁর শাস্তি মৃত্যু থেকে যাবজ্জীবনে পর্যবসিত হবে। এদিকে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত সম্পত্তি বিক্রি করতে গিয়ে ব্যাংকের বারোটা বাজার উপক্রম! কোনো ক্রেতা নেই।

> বর্তমান ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের ঘটনাটি থেকে কী শিক্ষা? আমাদের এখানে যা ঘটছে, ওখানেও তা-ই ঘটছে। আবার বিচার-আচারও হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশেও চোরাদের বিচার-আচার শুরু হয়েছে। প্রাথমিক কাজ হিসেবে অর্থ পাচারের এবার রিপোর্ট তৈরি হয়েছে।

খবরটি ভালো করে পড়ে একটু ভাবলাম রাশিয়া, ভারত, চীনসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশের কথা। দেখলাম সর্বত্র একই চিত্র। বাজার অর্থনীতির সব দেশে একই চিত্র। রাশিয়া এ ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী। দেখলাম আমাদের ব্যাংকে দেশে যেমন চুরিচামারি, অর্থ পাচারের বিশাল বিশাল ঘটনা, ওইসব দেশেও একই ঘটনা। এই ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের এক নারী ব্যবসায়ী আবাসন ব্যবসা করে শুধু একটি ব্যাংক থেকেই ৪৪ বিলিয়ন ডলার মেরে দিয়েছেন! ভাবা যায়! আমাদের বাংলাদেশে কয়জন ব্যবসায়ী এককভাবে ৪৪ বিলিয়ন ডলার ব্যাংক থেকে মেরে দিয়েছেন? নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। তবে সরকারের একটি কমিটি রিপোর্ট থেকে কত টাকা দেশ থেকে গত ১৫ বছরে পাচার হয়েছে, তার হিসাব পাওয়া যায়। সেই হিসাবে দেখা যায়, ১৫ বছরে সবাই মিলে দেশ থেকে পাচার করেছে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবছর দেশ থেকে পাচার হয়েছে ১৬ বিলিয়ন ডলার। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে ওই অর্থ কোথায় কোথায় গিয়েছে। এখন প্রশ্ন একটি। আর সেটি হচ্ছে, আমাদের দেশে যা ঘটছে, দেখা যাচ্ছে লড়াকু দেশ ভিয়েতনামেও তা ঘটছে। বস্তুত চীন, রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিলের মতো যত দেশ আছে, সব দেশেই একই ঘটনা ঘটছে। ধনীরা 'মারুপার্টিরা' কেউ নিজ দেশে টাকা রাখতে চায় না। টাকা রাখা নিরাপদ মনে করে না। তারা অর্থ লুট করে দেশে। ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দেয় বিদেশে। সেখানে বাড়িঘর করে, সম্পত্তি-সম্পদ করে, ভোগের জীবন যাপন করে। এটা কি আজকের ঘটনা? আমার মনে হয় না। বহুদিন ধরে চলে আসছে। পাকিস্তান আমলেও (১৯৪৭-১৯৭১) একই কথা শুনেছি। তখন যুক্তি হিসেবে আমাদের শিক্ষকেরা বলতেন 'বর্ডারের' কথা। তাঁরা বলতেন, যত দিন দেশে চুরির ব্যবস্থা আছে, ঘুষ-দুর্নীতির ব্যবস্থা আছে, তত দিন চোরেরা চুরির টাকা বিদেশে রাখতে আগ্রহী হবে। আর বিদেশিরাও ওইসব টাকা আদরে গ্রহণ করবে। 'বর্ডার' এর কারণ। বর্ডার মানে আলাদা দেশ। আলাদা আইন। একেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান একেক রকমের। একেকজনের প্রয়োজন একেক রকমের। তাই একেকজনের অর্থনৈতিক নীতিও ভিন্ন রকমের। বিদেশিরা পছন্দ করে বিনিয়োগ-ব্যবসা। ডলার কোত্থেকে এল, তা নিয়ে তারা ভাবে না।

বর্তমান ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের ঘটনাটি থেকে কী শিক্ষা? আমাদের এখানে যা ঘটছে, ওখানেও তা-ই ঘটছে। আবার বিচার-আচারও হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশেও চোরাদের বিচার-আচার শুরু হয়েছে। প্রাথমিক কাজ হিসেবে অর্থ পাচারের এবার রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। এই সম্পর্কে অর্থ উপদেষ্টা স্বয়ং বলেছেন, তিনি রিপোর্টটি দেখেছেন। তবে এতে খুব বেশি কিছু নেই। যা-ই আছে, তা-ই আমাদের কাছে অবাক করা বিষয় অবশ্যই। আমরা আশা করি, ভিয়েতনামের মতো আমাদের দেশেও 'টপ চোরাদের' বিচার সম্পন্ন হবে। দেশে এমন একটা ব্যবস্থা দরকার, যাতে চোরাদের, অর্থ পাচারকারীদের ছেলেমেয়েরা ওই ধনসম্পদ ভোগ করতে না পারে। এটা হলে চুরি বন্ধে একটি বড় কাজ হবে। যদি চোরাদের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজনেরা দেখে চুরির টাকা ভোগ করা যাবে না, তাহলে চুরি করার প্রবণতা কমবে। আরেকটি কথা, ভালো কথা বলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, অর্থ পাচারকারীদের ঘুম-শান্তি তিনি বিনষ্ট করে দেবেন। খুবই ভালো অঙ্গীকার। তিনি যখন বলেছেন, কাজেই নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করে বলেছেন। আমরাও আসলে চাই, চোরারা বুক ফুলিয়ে কথা বলতে না পারুক। এটা কঠিন কিছু বিষয় নয়। টাকা চোরাদের বা অর্থ পাচারকারীদের যদি শাস্তি ফাঁসি হয়, আর দুই-একটাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মানুষ বুঝবে দেশের বিচারব্যবস্থা কাজ করছে। আমরা এখন এটাই চাই। তবে শর্ত, কলকারখানা যাতে চালু থাকে।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

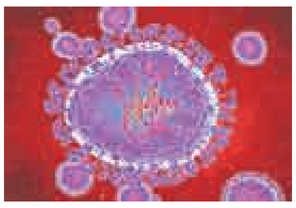

ঢাকায় এইচএমপিভি আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক

দেশে হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস (এইচএমপিভি) আক্রান্ত এক নারী মারা গেছেন। তবে তিনি এইচএমপিভিতেই মারা গেছেন কিনা তা নিশ্চিত নন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকেরা বলছেন, ওই নারী আরও নানা জটিলতায় আক্রান্ত ছিলেন।

মৃত নারীর নাম সানজিদা আক্তার (৩০)। বুধবার সন্ধ্যার দিকে মহাখালী সংক্রামক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ভুক্তভোগী নারী যে এইচএমপিভি ভাইরাসের জন্যই মারা গেছেন, এমনটি বলা যাবে না। তাঁর অন্য আরও শারীরিক জটিলতা ছিল, যার জন্য হঠাৎ করেই শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

এরআগে, করোনার মতো লক্ষণ থাকায় এইচএমপিভি নিয়ে সতর্কতা জারি করে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। গত সোমবার বিভিন্ন এয়ারলাইনস, স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্টদের এই সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

সংস্কার, নির্বাচন, ঘোষণাপত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধারনা, আমেরিকা তাদের পাশে ছিল, আছে, থাকবে। ক্ষমতার পালা বদলে বাংলাদেশ নিয়ে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তনের কোনো আশঙ্কা তারা করছেন না।

গত বুধবার চারটি সংস্কার কমিশনের প্রধানেরা তাদের সুপারিশ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে তুলে দিয়েছেন। এরা হলো সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশ সংস্কার কমিশন। সংবিধান সংস্কার কমিশন বর্তমান সংবিধানের চারটি মূল স্তম্ভের তিনটিই বাদ দিয়েছে। শুধু বহাল রাখা হয়েছে গণতন্ত্র। এর সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন আরও চারটি মূলনীতির সুপারিশ করেছে কমিশন। প্রস্তাবিত নতুন পাঁচ মূলনীতির মধ্যে বর্তমানের চার মূলনীতির মধ্যে শুধু গণতন্ত্র রাখা হয়েছে। সুপারিশ করা নতুন পাঁচটি মূলনীতি হলো– সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র।

বর্তমানে সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার যে চার মূলনীতি রয়েছে সেগুলো হলো– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাহাত্তরে যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল, তাতে রাষ্ট্র পরিচালনার এই চার মূলনীতি গৃহীত হয়েছিল।

এছাড়া বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বদলে জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ করার সুপারিশ করা হয়েছে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, সংসদের মেয়াদ চার বছর, ২১ বছরে হলেই সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতাসহ একাধিক বদলের সুপারিশ করা হয়েছে। সব সুপারিশ কার্যকর হলে আমূল বদলে যাবে দেশের বর্তমান সংবিধান।

এদিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন নিয়ে মাঠ গরম হতে শুরু করেছে। প্রধান উপদেষ্টা এ বছরের ডিসেম্বর অথবা পরের বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে এ বছরের মাঝামাঝি নির্বাচনের দাবি জানান হয়েছে। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জুলাই-আগস্টের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘নির্বাচিত সরকারের কোনো বিকল্প নেই। এটা গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা মনে করি, এ বছরের মাঝামাঝি, অর্থাৎ জুলাই-আগস্টের মধ্যেই নির্বাচন সম্ভব। এ কারণে আমরা সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারি।’

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন মনে করে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার ছাড়া তড়িঘড়ি নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে আত্মঘাতী। এর মধ্য দিয়ে আগের ফ্যাসিবাদী শাসন ফেরার পথ সুগম করবে। জাতীয় নাগরিক কমিটি বলেছে, তারাও দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচন চায়। কিন্তু সেটা হতে হবে গণপরিষদ নির্বাচন।

নির্বাচন নিয়ে বিলম্ব করার করার বিষয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, ‘এ রকম ক্রিটিক্যাল সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া অন্য নির্বাচন করার চিন্তাটা আসে কোত্থেকে? নির্বাচন পেছানোর চিন্তাটাই বা আসে কোত্থেকে? কারণ, এটা তো আপনার (প্রধান উপদেষ্টা) প্রথম কাজ।’

এদিকে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র নিয়ে সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নেতা-কর্মীরা। গত ৩১ ডিসেম্বর জাতীয় শহীদ মিনার থেকে এ ঘোষণা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকারের অনুরোধে তারা পিছিয়ে আসে। সরকার আশ্বস্ত করেছিল, সবার সাথে আলোচনা করে তারাই এ বিষয়ে ঘোষণাপত্র তৈরি করবে। কিন্তু এখনো এ ব্যাপারে লক্ষণীয় কোনো পদক্ষেপ না থাকায় ছাত্রনেতারা ক্ষুব্ধ। সরকার এখন বিষয়টি সামাল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় ডেকেছে।

তবে বাংলাদেশের ক্ষমতার রাজনীতিতে এই মুহূর্তে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ২০ জানুয়ারি সোমবার তিনি আমেরিকার দায়িত্ব নেওয়ার পর কী করবেন এ নিয়ে নানা জল্পনা চলছে। ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণ স্বাগত জানিয়ে কেউ কেউ মিছিল করতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। ক্ষমতার অংশীজনরা নানাভাবে নিজেদের মতো করে ট্রাম্প ও তার প্রশাসনকে আপন করে নিয়ে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন।

কেন ধনকুবেরদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বুধবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে অলিগার্কদের নিয়ে বাইডেন বলেন, ‘আজ, আমেরিকায় একটি ব্যাপক সম্পদ, ক্ষমতা এবং প্রভাবের অধিকারী অলিগার্ক আবির্ভূত হচ্ছে। যেটা আক্ষরিক অর্থে আমাদের গোটা গণতন্ত্র, আমাদের মৌলিক অধিকার, আমাদের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।’

অলিগার্কদের উত্থান মার্কিনিদের জন্য হুমকির বলেও জানান বাইডেন। বলেন, ‘আমি সমানভাবে প্রযুক্তি-শিল্প কমপ্লেক্সের সম্ভাব্য উত্থান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, যেটা আমাদের দেশের জন্য প্রকৃত হুমকি হতে পারে।’

অলিগার্কদের নিয়ে বাইডেনের এমন কথা যে নিছক কথার কথা নয় সেটা পরিষ্কার হয় সবশেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে তাকালে। সবশেষ নির্বাচনে কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর ট্রাম্পের এই সাফল্যের পেছনে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে এই অলিগার্ক শ্রেণি।

সবশেষ নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন অলিগার্ক শ্রেণির ইলন মাস্ক, মার্ক জাকারবার্গ ও জেফ বেযস। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইলন মাস্ক সবশেষ নির্বাচনে ট্রাম্পের হয়ে সরাসরি প্রচারণা চালিয়েছেন। শুধু তাই নয় এই ধনকুবের ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় ১০ কোটি ডলার ব্যয় করেছেন। সেই সঙ্গে তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সকে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার কাজে লাগিয়েছেন।

মেটার মালিক মার্ক জাকারবার্গও ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণায় মেটাকে কাজে লাগিয়েছেন। সেই সঙ্গে ট্রাম্পকে ক্ষমতার চেয়ারে বসাতে বিশাল অনুদান দিয়েছেন। এর বাইরে ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ক্লাবে গিয়ে প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত রিপাবলিকানের সাথে দেখা করেছেন। একই কাজ করেছেন অ্যামাজনের মালিক জেস বেযস। যা কমলাকে নির্বাচনে হারের পথে নিয়ে গেছে।

এই অবস্থায় মার্কিন নির্বাচনে এই ধনকুবেরদের প্রভাব নিয়ে তাই উদ্বিগ্ন জো বাইডেন। ভবিষ্যতেও যে এর প্রভাব থাকবে সে বিষয়ে মার্কিনিদের সতর্ক করেছেন তিনি। বাইডেন বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে যা করেছি, তার প্রভাব বুঝতে সময় লাগবে। কিন্তু এর বীজ রোপণ করা হয়েছে এবং সেগুলো বড় হবে এবং দশকের পর দশক ধরে বিকশিত হবে।’

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বর্তমান বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ‘জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা’ রয়েছে।

সেই মূলনীতির আলোকে ‘গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত’ করাকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করা থাকবে সংবিধানে।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ পরিবর্তন করে ‘জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ’-এর সুপারিশ করার কথা তুলে ধরেন সংস্কার কমিশনের প্রধান। তিনি বলেন, “বাংলাদেশকে যেভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলা হয়, তার মধ্যে আসলে যে প্রজাতন্ত্রের কথা হয়, সেটায় আমরা দ্বিমত পোষণ করেছি। আমরা বলেছি, বাংলাদেশের পরিচিত হওয়া উচিত ‘জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ’।”

মৌলিক অধিকারের আওতা সম্প্রসারণের বিষয়ে সুপারিশ করার কথা তুলে ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের শিক্ষক আলী রীয়াজ বলেন, ‘শুধু তাই নয়, আমরা সাংবিধানিকভাবে তার সুরক্ষা এবং তা যেন বলবতযোগ্য হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য একটা সমন্বিত একক সনদের কথা বলেছি।’ সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রায় এক লাখ মানুষের মতামত নেয়ার কথা জানান আলী রীয়াজ। কমিশনের সদস্যদের পাশাপাশি ৩২ গবেষক এতে কাজ করেছেন।

তিনি বলেন, ‘এই প্রতিবেদনের পেছনে আছে প্রায় এক লাখ লোকের মতামত, রাজনৈতিক দলগুলোর অবদান, আছে নাগরিক সমাজের অবদান এবং আছে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মত। ‘আমাদের লক্ষ্য ছিল সুস্পষ্ট কার্যকর গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার সুনিশ্চিতকরণ ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা। সেদিক থেকে বিবেচনা করে আমরা সংবিধানের যে ধারাগুলোর, যে বিষয়গুলোর সংস্কার করা দরকার, সেগুলো আমরা বলেছি।’ সুপারিশগুলোর বিষয়ে রাজনৈতিক ঐক্যের আশা করে তিনি বলেন, ‘একটা ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় আজকে আসলে কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা এই প্রস্তাবগুলো, সুপারিশগুলো রাখছি। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এক ধরনের ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারবে।’

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা সুপারিশে তুলে ধরার কথা বলেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালুর প্রস্তাব করার কথা তুলে ধরে আলী রীয়াজ বলেন, ‘এ দুকক্ষ মিলে যাতে সবার প্রতিনিধিত্ব থাকে, সেজন্য একইসঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ, কিন্তু সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে উচ্চকক্ষ তৈরি করার জন্য সুপারিশ করেছি।’

আলী রীয়াজ বলেন, গত ১৬ বছর বাংলাদেশ যে ‘একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র মোকাবেলা করেছে,’ তার একটা বড় কারণ ছিল ক্ষমতার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য ছিল না। ‘সেই কারণে যাতে কোনো এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে না পারে, সেজন্য রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ এবং নির্বাহী বিভাগের দুটি পদ, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের বিষয় হিসাবে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল নামে একটি সাংবিধানিক সংস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছি।’

রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা এবং সংসদের দুকক্ষের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারদের পাশাপাশি অন্যান্য দলের প্রতিনিধিত্বকারী একজনকে এই কাউন্সিলে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে পারবে বলে মন্তব্য করে আলী রীয়াজ বলেন, ‘এটা খুব সুস্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রী পদের একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস করার জন্যই এবং যাতে করে তিনি একক ইচ্ছায় নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করতে না পারেন, সেজন্য আমরা এগুলো জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের কাছে অর্পণ করার সুপারিশ করেছি।’ প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে সংসদে অনাস্থা ভোটের সুযোগ ফেরানোর অংশ হিসেবে ৭০ অনুচ্ছেদকেন্দ্রিক কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করার কথা বলেন তিনি।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেন, ‘আমরা মনে করি, প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে অনাস্থা ভোটের মুখোমুখি হওয়া দরকার, সে ব্যবস্থা করা দরকার। সে কারণে ৭০ অনুচ্ছেদ দ্বারা যাতে প্রধানমন্ত্রী কেবলমাত্র সুরক্ষিত না হন, সেজন্য আমরা তার কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করেছি।’

নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুপারিশ করার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে, তাতে ব্যক্তির ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় বলে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছি। এক ধরনের নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে যেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, আমরা সেই সুপারিশ করেছি।’

নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের বিষয়ে ‘সুস্পষ্ট কাঠামোর’ পরামর্শ প্রতিবেদনে দেয়ার কথা তুলে ধরে আলী রীয়াজ বলেন, ‘আমরা মনে করি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে বাছাইয়ের দায়িত্বভার কোনো ব্যক্তি বা একক প্রতিষ্ঠানের ওপর থাকা ঠিক নয়। ‘সে কারণে আমরা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের কাছে এই বাছাই প্রক্রিয়া অর্পণ করেছি বা সুপারিশ করেছি। আমরা আশা করছি, সেটা সম্ভব হবে।’ বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের এখতিয়ার ও মর্যাদাসম্পন্ন আদালত স্থাপনের প্রস্তাব দেয়ার কথা বলেন তিনি। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান বলেন, ‘ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে সুগম এবং যথাসাধ্য মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে, কমিশন মনে করে, বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার।

‘আমরা সুপ্রিম কোর্টের একক চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখেই দেশের সব বিভাগীয় শহরে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার ও মর্যাদাসম্পন্ন একটি স্থায়ী আসনের সুপারিশ করেছি।’

‘শক্তিশালী’ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ে ‘সমন্বয় কাউন্সিল’ গঠনের সুপারিশ করার কথা জানান তিনি। আলী রীয়াজ বলেন, ‘শুধু কমিশনের সদস্যরাই নন, অংশীজন যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের সবাই প্রায় জোর দিয়ে বলেছেন, শক্তিশালীভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ‘সেজন্য আমরা স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছি। আমরা জেলা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ে সমন্বয় কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করেছি।’

সম্পদ, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা বিপদ হয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্টারমার। তাই সরকার থেকে একজন সহকর্মীকে ছেঁটে ফেলা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। তা–ও এটা এমন একজন ব্যক্তির (টিউলিপ) সঙ্গে ঘটেছে, যাঁকে কিনা প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে মনে করা হয়।

পরিবার

টিউলিপ সিদ্দিক সাধারণ কোনো রাজনীতিবিদ নন। তাঁর খালা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গত বছর শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছেড়েছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর কোটি কোটি পাউন্ড বিদেশে পাচার করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গত ডিসেম্বরে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে। ওই তদন্তে টিউলিপ সিদ্দিকের নামও এসেছে।

স্যার লাউরি ম্যাগনাস বলেন, ‘বাংলাদেশের শাসনকাঠামোয় সম্পৃক্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর নিজের ও সরকারের (যুক্তরাজ্য) সুনাম ঝুঁকিতে ফেলতে পারে—এ বিষয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের আরও সতর্ক না থাকাটা খুবই দুঃখজনক।’

তবে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দুর্নীতি দমনবিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা টিউলিপের বিরুদ্ধে যেসব দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তার সপক্ষে টেকসই কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সম্পত্তি

টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর মূলে রয়েছে, তিনি এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে একাধিক সম্পত্তি পেয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে তাঁর খালার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

লন্ডনের কিংস ক্রস এলাকায় টিউলিপ সিদ্দিককে একটি ফ্ল্যাট বিনা মূল্যে দেওয়া হয়েছিল। আরেকটি ফ্ল্যাট টিউলিপের বোন উপহার পেয়েছিলেন। হ্যাম্পস্টিড এলাকার ওই ফ্ল্যাটে একসময় টিউলিপ বসবাস করতেন। পরে ফিঞ্চলে এলাকায় ২১ লাখ পাউন্ডের যেই বাড়িতে টিউলিপ থাকতেন, সেটিও তাঁর খালার (শেখ হাসিনা) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বাংলাদেশি এক ব্যবসায়ীর মালিকানায় ছিল।

কিংস ক্রস এলাকায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নিয়ে তদন্তে মনোযোগ দিয়েছিলেন স্যার লাউরি ম্যাগনাস। টিউলিপের দাবি, ওই ফ্ল্যাট তাঁর মা-বাবা তাঁকে দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, একজন আবাসন ব্যবসায়ী এবং আওয়ামী লীগের কিছু ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তি ওই ফ্ল্যাটের মূল্য পরিশোধ করেছিলেন।

দুই শয়নকক্ষের ওই ফ্ল্যাটের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড। ২০০১ সালে সেটি ১ লাখ ৯৫ হাজার পাউন্ডে কিনেছিলেন আবদুল মোতালিফ নামের এক ব্যক্তি। পরবর্তী সময়ে সেটি টিউলিপকে দেওয়া হয়।

টিউলিপ দাবি করেন, ওই সম্পত্তি তাঁর মা–বাবা তাঁকে দিয়েছিলেন। তবে মোতালিফের সঙ্গে লেনদেনের বিবরণ প্রকাশ পাওয়ায় মন্ত্রী হওয়ার পর পুরোনো নথি সংশোধন করতে বাধ্য হন তিনি।

স্যার লাউরি ম্যাগনাস বলছেন, সম্পত্তিটি হাতবদলের ২০ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় এটা নিশ্চিত করা যায়নি যে ওই সময় এই প্রক্রিয়ায় সব আর্থিক ও করবিধি অনুসরণ করা হয়েছিল কি না। এটাকে ‘দুঃখজনক’ বলেছেন স্যার লাউরি ম্যাগনাস। যদিও সঙ্গে যুক্ত করেছেন, ‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।’

স্যার লাউরি ম্যাগনাস উল্লেখ করেন, ২০২২ সালে সংবাদমাধ্যম দ্য মেইল অন সানডের পক্ষ থেকে টিউলিপকে কিংস ক্রসের ওই ফ্ল্যাটের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। টিউলিপ জোর দিয়ে বলেছিলেন, সেটি তাঁর মা–বাবা তাঁকে দিয়েছেন।

ওই সময়ে উপহারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ভূমি স্থানান্তর নিবন্ধন ফরমে সই করার পরও এমন দাবি করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন স্যার লাউরি ম্যাগনাস। তিনি বলেন, এটা টিউলিপের পক্ষ থেকে দুঃখজনক ভুল–বোঝাবুঝি। মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি মালিকানার উৎস সম্পর্কে ওই সরকারি নথি সংশোধন করিয়েছেন।

রাশিয়া সফর

২০১৩ সালে তোলা একটি আলোকচিত্র নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। ওই আলোকচিত্রে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রয়েছেন। মা শেখ রেহানার সঙ্গে আছেন টিউলিপও। রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের শতকোটি ডলারের অস্ত্র চুক্তি ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি সইয়ের সময় সেটি তোলা হয়েছিল।

রাশিয়ার সঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তির মধ্যস্থতায় টিউলিপ সিদ্দিক সহায়তা করেছিলেন কি না, সেটি তদন্ত করে দেখছে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ। এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে টিউলিপের পরিবারের সদস্যদের প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের সম্ভাব্যতাও তদন্ত করা হচ্ছে।

যদিও তদন্তকারী স্যার লাউরি ম্যাগনাসকে টিউলিপ বলেন, তাঁর ওই (রাশিয়া) সফরের উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগ দেওয়া আর শহরটির (মস্কো) পর্যটনকেন্দ্রগুলোকে ভ্রমণের মাধ্যমে উপভোগ করা।

টিউলিপ জোর দিয়ে বলেছেন, ওই সফরে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে আন্তসরকারি কোনো আলোচনায় তিনি যোগ দেননি। এ বিষয়ে স্যার লাউরি ম্যাগনাসের যুক্তি, তিনি টিউলিপের যুক্তি মেনে নিয়েছেন। এটাকে ‘ফেসভ্যালু’ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, বিষয়টি বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের তদন্তের অংশ হতে পারে।

ম্যাগনাসের উপসংহার

তদন্তে স্যার লাউরি ম্যাগনাস মূলত যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীদের জন্য বেধে দেওয়া নিয়মশৃঙ্খলার ওপর জোর দিয়েছেন। টিউলিপের মন্ত্রিত্বের মানদণ্ড লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় খুঁজে পাননি তিনি। তবে প্রকৃতিগতভাবে এই তদন্ত ছিল সীমিত। তদন্তের সময়সীমা মাত্র আট দিন হওয়ায় টিউলিপের সম্পত্তির কর ব্যবস্থাপনা এবং তহবিলের উৎস নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পাননি।

এসব তথ্য-উপাত্ত না পাওয়াকে ‘দুঃখজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন স্যার লাউরি ম্যাগনাস। পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ না থাকায় তিনি মস্কো সফর ও পুতিনের সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে টিউলিপের যুক্তি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। তবে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের তদন্তে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত প্রমাণ বেরিয়ে আসতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের উদ্দেশে তাঁর (স্যার লাউরি ম্যাগনাস) চূড়ান্ত পারমর্শ—প্রধানমন্ত্রীর সামনে আর বিকল্প নেই।

স্যার লাউরি ম্যাগনাস লিখেছেন, ‘আমি এটা বলব না যে এই বিচ্যুতি মন্ত্রিত্বের মানদণ্ড লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা উচিত। তবে আপনি চাইলে এর আলোকে তাঁর (টিউলিপ) চলমান দায়িত্বগুলো বিবেচনা করতে পারেন।’

আটলান্টা ফোবানার কীক অফ মিটিং ১৯ জানুয়ারী

জুয়েল সাদত

আটলান্টায় আগামী আগষ্ট মাসের ২৯ থেকে ৩১ তারিখ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৯ তম ফোবানার আসর। এরই মধ্যই ৮২ সদস্যের হোষ্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ৩৯ তম আটলান্টা ফোবানার কীক অফ পার্টি আগামী ১৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। আটলান্টার গ্লোবাল মলের আশিয়ানা ব্যাংকুয়েট হলে এ পার্টি অনুষ্ঠিত হবে।

কীক অফ পার্টিতে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন শহরের ফোবানার ডেলিগেট, হোষ্ট কমিটি এবং স্পন্সররা। কীক অফে হোস্ট কমিটি ফোবানার ডেলিগেটদের আসন্ন ফোবানার নানা বিষয় অবহিত করবেন এবং ভেন্যু পরিদর্শন করাবেন। কীক অফ গালা পার্টি ফোবানার একটি প্রাক প্রস্তুতির সভা। হোষ্ট কমিটি একটি আগাম ধারনা দিবেন ৩৯ তম ফোবানায় কি কি থাকবে এবং কেমন হবে আগস্টের ফোবানা।

আটলান্টা ফোবানার মেম্বার সেক্রেটারী মাহবুব ভুইয়া জানান, কীক অফ পার্টিকে ঘিরে ব্যাপক আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। কীক অফ পার্টিটা আটলান্টার গ্লোবাল মলের আশিয়ানা ব্যাংকুয়েট হলেই হচ্ছে। বিভিন্ন শহর থেকে ফোবাবার দায়িত্বশীলরা আসছেন। আমরা একটা পুর্নাঙ্গ ধারণা দিব, অনেক কিছুই থাকছে আটলান্টা ফোবানায়।

কনভেনর ও আটলান্টার অন্যতম কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব নাহিদুল খান সাহেল জানান, আটলান্টা সবগুলো ফোবানায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আটলান্টার হোম টাউনে ৩৯ তম ফোবাবায় নতুনত্ব থাকবে। সবাইকে কীক অব মিটিংএ আহবান জানাচ্ছি।

হোষ্ট প্রেসিডেন্ট ডিউক খান জানান, আটলান্টা ফোবানা নিয়ে কমিউনিটিতে ব্যাপক আগ্রহ আছে, আমরা কীক অব মিটিংএ বিস্তারিত জানাব।

হোষ্ট কমিটির কো কনভেনর কাজী নাহিদ জানান, আটলান্টা ফোবানার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ চলছে, আটলান্টার প্রবাসীরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। আমরা একটি মানসম্পন্ন ফোবানা উপহার দিব।

ফোবানার ভেটারান সদস্য এবং আটলান্টার কমিউনিটি লিডার দিলু মওলা জানান, আটলান্টার দর্শনীয় স্থান ও ফোবানা একসাথে উপভোগের সুযোগ রয়েছে।

১৭ বছর পর বাবরের মুক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অস্ত্র চোরাচালানের ঘটনায় করা মামলায় উচ্চ আদালতের রায়ে ১৪ জানুয়ারি খালাস পাওয়া আরও পাঁচজন গতকাল কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার সুরাইয়া আক্তার বলেন, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরের জামিননামার কাগজপত্র কারাগারে পৌঁছানোর পর যাচাই-বাছাই শেষে বেলা ২টার দিকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কারা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, একই মামলা থেকে খালাস পাওয়া বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডার (অব.) সাহাবুদ্দিন আহম্মদ কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১, এনএসআইয়ের সাবেক ফিল্ড অফিসার আকবর হোসেন খান, চিটাগং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহসিন উদ্দিন তালুকদার, ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এবং মেজর (অব.) এম লিয়াকত হোসেন কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

আদালত ও কারাগার সূত্র জানায়, ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানের ঘটনায় অস্ত্র আইনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা থেকে হাইকোর্টে বাবরের খালাস পাওয়ার চিঠি সকাল ৯টার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছায়। এই মামলায় তিনি ১৪ জানুয়ারি খালাস পান। এর আগে ১৮ ডিসেম্বর একই ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা থেকে খালাস পান তিনি। গত ২৩ অক্টোবর দুর্নীতির মামলায় আট বছরের দণ্ড থেকে এবং ১ ডিসেম্বর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পান বাবর। এ ছাড়া দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আটটি মামলা থেকে ইতিমধ্যে তিনি জামিন পেয়েছেন। কারাগারের কার্যক্রম শেষে বেলা ২টার দিকে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। তিনি ২০০৭ সাল থেকে কারাগারে ছিলেন।

১০ ট্রাক অস্ত্র আটকের ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে চোরাচালান ও অস্ত্র আইনে করা দুই মামলায় চট্টগ্রামের বিচারিক আদালতে রায় হয় ২০১৪ সালের ৩০ জানুয়ারি। রায়ে অস্ত্র চোরাচালান মামলায় সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী (মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ফাঁসি কার্যকর), সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর, ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলফার সামরিক কমান্ডার পরেশ বড়ুয়া এবং দেশের দুটি গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ১৪ জনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। অস্ত্র আইনের মামলায় এই ১৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

লুৎফুজ্জামান বাবর ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনা-৪ (মদন-মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরি) আসন থেকে নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

বাবর মুক্তি পাচ্ছেন, এই খবরে ভোর থেকে তাঁর নির্বাচনী এলাকার কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক কারাফটকে ভিড় করেন। তাঁদের ভিড় সামলাতে না পেরে কারাগারের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অনিয়ম করে বিশ্ব স্বাস্থ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আঞ্চলিক পরিচালক পদে নিয়োগ পান। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মেয়ে পুতুলকে ডব্লিউএইচও-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিক পরিচালক বানাতে তার ক্ষমতাকে অনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, তার স্ত্রী ও এক মেয়ে এবং শেখ রেহানার দুই মেয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি করে তারা জমি আত্মসাৎ, অর্থ পাচার এবং দেশে-বিদেশে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ অনুসন্ধান করবে দুদক।

তারিক আহমেদ সিদ্দিকের স্ত্রী শাহিন সিদ্দিক, মেয়ে বুশরা সিদ্দিক এবং শেখ রেহানার দুই মেয়ে হলেন- টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিক (রূপন্তী)। টিউলিপ ও আজমিনা তারিক আহমেদের ভাতিজি।

গত ২২শে অক্টোবর তারিক আহমেদ সিদ্দিক ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠায়।

সিলেটে জমজমাট ছড়া উৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি

'ছড়া হউক সময়ের বাণী, মুছে দিক সমাজের গ্লানি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভাগীয় ছড়া উৎসব- ২০২৫। এতে প্রায় অর্ধশত মেধাবী ছড়াকার অংশ নেন।

শুক্রবার (১০ জানুয়ারী) বিকেলে সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করে ছড়াকেন্দ্র সিলেট।

সিলেটের জনপ্রিয় উপস্থাপক কামাল আহমদের উপস্থাপনায় বিশিষ্ট ছড়াকার, সংগঠক ও ছড়ার ছোটোকাগজ ছড়ালোকের সম্পাদক শাহাদত বখত শাহেদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী ও আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লেখক ইশতিয়াক রুপু। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি পুলিন রায়, কবি হাবীব ফয়েজী, লিয়াকত শাহ ফরিদী এবং কবি ও সাংবাদিক দুলাল শর্মা চৌধুরী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় বিভাগীয় ছড়া উৎসবের অন্যতম অংশ ছড়াকারদের পাঠ পর্ব। কবি দুলাল শর্মা চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই পর্বের প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক প্রবাসী কবি সোনিয়া কাদির।

‘সিলেট অঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয় ও সামাজিক অভিঘাত’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সিলেট

ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) সিলেটের উদ্যোগে “সিলেট অঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয় ও সামাজিক অভিঘাত” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১২ জানুয়ারি) বিকালে সিলেট সিটি করপোরেশনের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।

ধরা সিলেটের আহ্বায়ক মোস্তফা শাহজামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ। অতিথি ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ‘ধরা’র আহ্বায়ক রাশেদা কে. চৌধুরী, উপদেষ্টা জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার। প্রধান আলোচক ছিলেন ধরা’র সদস্য সচিব শরীফ জামিল।

ধরা সিলেটের সদস্য সচিব আব্দুল করিম কিমের সঞ্চালায় সভায় সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর মোহাম্মদ জহিরুল হক, ভ্রমণ লেখক মঈনুস সুলতান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন কামাল আহমেদ চৌধুরী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান কামাল আহমেদ চৌধুরী, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর নাজিয়া চৌধুরী ও সমাজকর্ম বিভাগের প্রফেসর আলি ওয়াক্কাস, দৈনিক সিলেটের ডাকের ভিজিটিং এডিটর নজরুল ইসলাম বাসন, মানবাধিকার কর্মী ফাদার জোসেফ গোমেজ, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির, পরিবেশ অধিদপ্তর সিলেটের পরিচালক মো. ফেরদৌস আনোয়ার, সিলেট জেলা সমাজসেবা দপ্তরের উপ-পরিচালক মো. আব্দুর রফিক, খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল, সারী নদী বাঁচাও আন্দোলনের আব্দুল হাই আল হাদী, পাত্র সমাজ কল্যাণ পরিষদের (পাসকপ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গৌরাঙ্গ পাত্র।

সভায় শারমিন মুরশিদ বলেন, ‘পরিবেশ অবক্ষয় দেশব্যাপী এখন চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে। যেভাবে নদ-নদী, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে নির্ঘাত পরিবেশ সংরক্ষণে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় এসেছে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

কর্নেল অলি

দ্রুত নির্বাচন না দিলে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

ঢাকা ডেস্ক

অলি আহমদ

দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ। আজ সোমবার রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মলেনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

এলডিপি সভাপতি অলি আহমদ বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্রুত জাতীয় নির্বাচন দেওয়া না হলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে।'

এলডিপি সভাপতি আরও বলেন, 'এভাবে চলতে থাকলে বর্তমান সরকার জনরোষে পড়বে। বর্তমান সরকারের উপদেষ্টারা ঠিকমত তাদের দ্বায়িত্ব পালন করছে না। রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা চলছে।'

নানা কর্মসূচিতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হচ্ছে মন্তব্য করে তিনি এর পেছনে অর্থের জোগান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক তৈরি না করতেও আহ্বান জানান এলডিপি সভাপতি।

ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট পতন হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের। এর পর ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠন করা হয় অন্তর্বর্তী সরকার।

এরই মধ্যে নানা পক্ষ থেকে জাতীয় নির্বাচনের দাবি উঠেছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার বলছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে হবে নির্বাচন। সর্বশেষ গত ৭ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, রাজনৈতিক দলগুলো বেশি সংস্কার না চাইলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন হবে।

বাংলাদেশে দ্রুত নির্বাচন দেখতে চায় আমেরিকা–ভারত

দিল্লির বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত

ভারতীয় ইংরেজি ভাষার একটি নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন তিনি।

এরিক গারসেটি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকা ও ভারত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন ভারতে আমেরিকার বিদায়ী রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ইংরেজি ভাষার টেলিভিশন উইঅন নিউজকে (ওয়ার্ল্ড ইন ওয়ান নিউজ) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও ভারতের ভূমিকা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে এরিক গারসেটি বলেন, 'আমরা দুই রাষ্ট্রই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। এটি বাংলাদেশকে তার পরবর্তী অধ্যায় খুলতে সাহায্য করতে পারে।'

সাংবাদিক সিদ্ধান্ত সিবাল বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো– বাংলাদেশ সম্ভবত ভারত ও মার্কিন সম্পর্কের জন্য একটি সমস্যা ছিল। আমরা (শেখ) হাসিনাকে চলে যেতে দেখেছি, যা ভারতের জন্য একটি ধাক্কা হিসাবে দেখা হয়। সেখানে জামায়াতের (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী) উত্থানের পাশাপাশি চীনাদের দৌড়ঝাঁপ বেড়েছে। আপনারা কীভাবে দেখছেন?'

জবাবে এরিক গারসেটি বলেন, 'আমি মনে করি, আমরা উভয়েই (আমেরিকা ও ভারত) একটি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক দক্ষিণ এশিয়া দেখতে চাই। আমরা সেই নীতিগুলো ভাগ করি। আমরা এটি একসঙ্গে সমন্বয় করছি। আমরা স্পষ্টভাবে বলেছি, বাংলাদেশ হোক বা যেকোনো দেশ, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা উচিত নয়। এবং আমি মনে করি আমাদের একটি সুযোগ আছে। আমরা দুই রাষ্ট্রই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। এটি বাংলাদেশকে তার পরবর্তী অধ্যায় খুলতে সাহায্য করতে পারে। এটি অতীত সম্পর্কে নয়, আমরা একসঙ্গে কী করতে পারি তা নিয়ে।'

জি নিউজ নেটওয়ার্কের মালিকানাধীন উইঅন নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতে বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি আশ্বস্ত করেন, ২০০৮ সালের (ভারতে) মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান ব্যবসায়ী তাহওয়ার হুসেন রানাকে প্রত্যর্পণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'ন্যায়বিচার করা হবে'। রানাকে ২০১১ সালে আমেরিকায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বাকে (এলইটি) বস্তুগত সহায়তা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ভারত ২৬/১১ সন্ত্রাসী হামলার মামলায় তাঁর প্রত্যর্পণ চেয়েছিল।

রাষ্ট্রদূত গারসেটি ভারতের খালিস্তানি উদ্বেগ, ভারত রাশিয়ার জ্বালানি (তেল) আমদানি ও প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে কথা বলেছেন। ভারতের খালিস্তানি উদ্বেগ, বিশেষ করে সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা ভারতীয় কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে যেকোনো হুমকিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি। আমরা অগ্রগতি, গভীর তদন্ত ও হামলার বিষয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাজ করেছি।'

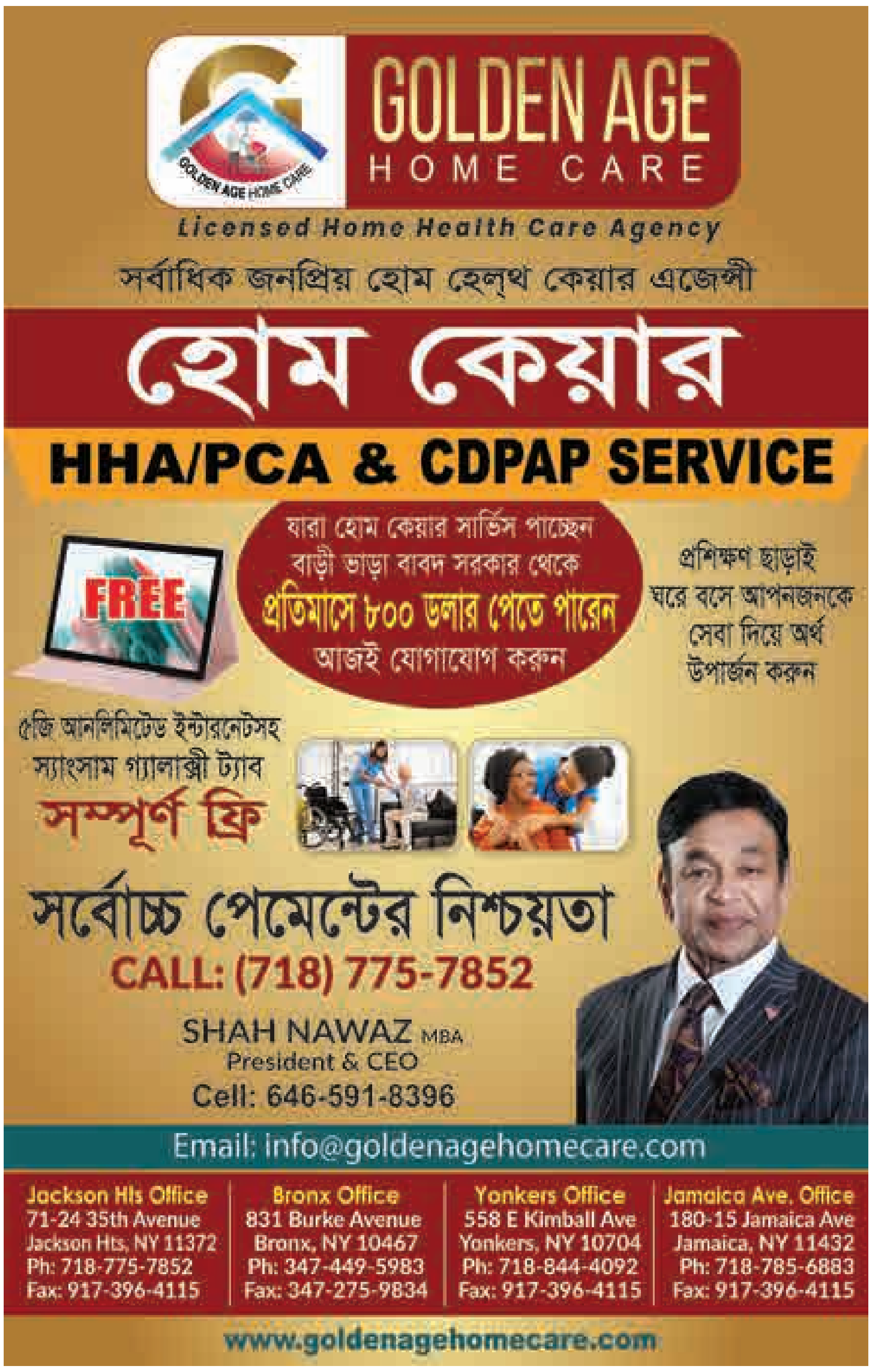

লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আ.লীগ নেতার সাক্ষাত

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের ভ্রুকুটি

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, খুন, গুম ও সহিংসতার ব্যাপক অভিযোগ থাকার পরও দলটির নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত দল আওয়ামী লীগের নেতা আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর গত ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়ে সাক্ষাতের বিষয়ে আপত্তি তুলে ধরেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমস।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, খুন, গুম ও সহিংসতার ব্যাপক অভিযোগ থাকার পরও দলটির নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। গ্লাসগোর ক্রাউন প্লাজা হোটেলে লেবার পার্টির এক ডিনারে তাঁদের মধ্যে দেখা হয়। একটি ছবিতে দুজনকে কথা বলতেও দেখা যায়।

এই সাক্ষাতকে লেবার পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দশকের ‘সেতুবন্ধনের চূড়ান্ত উদাহরণ’ হিসেবে তুলে ধরেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ আসনে জয় এবং ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে লেবার পার্টির ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে এই সম্পর্ক। এর ফলে শেষ পর্যন্ত ভোটের রাজনীতিতে লেবার পার্টি সুবিধা পেয়েছে।

তবে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লেবার পার্টির মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিককে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে এবং এই দুই দলের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কনটেন্ট বিশ্লেষণ করে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস দেখতে পেয়েছে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে লেবার পার্টির সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। লেবার পার্টি নির্বাচিত বাংলাদেশি রাজনীতিবিদদের সমর্থন নিয়েছে। এমনকি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তির কাছ থেকে স্টারমারকে একটি চেক গ্রহণ করতেও দেখা গেছে।

লেবার পার্টির নেতা ও লন্ডনের মেয়র সাদিক খান এবং কিয়ার স্টারমার উভয়কেই আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর মতো নেতাদের সঙ্গে দেখা গেছে। গত মে মাসে চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের একটি ছবি পোস্ট করে সাদিক খান লিখেছিলেন, এটি তাঁর জন্য এক ‘বিশাল সম্মান’।

নির্বাচনী তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত জুলাইয়ে অন্তত ১৭টি পার্লামেন্টারি আসনে ভোটারদের বাংলাদেশি জনসংখ্যা লেবার পার্টির জয়ের ব্যবধানের চেয়ে বেশি ছিল। স্টারমারের নিজের আসন হোলবর্ন অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাসেও বাংলাদেশি ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি।

গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা যুক্তরাজ্যজুড়ে লেবার পার্টির জন্য প্রচারণা চালায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, তারা ল্যাঙ্কাশায়ার ও গ্রেটার ম্যানচেস্টারে বিভিন্ন প্রচারণায় অংশ নেয় এবং টিউলিপ সিদ্দিকের সঙ্গে প্রচারণায়ও যোগ দেয়।

মন্ত্রিত্ব হারাতে পারেন টিউলিপ, বিকল্প ভাবছে লেবার পার্টিমন্ত্রিত্ব হারাতে পারেন টিউলিপ, বিকল্প ভাবছে লেবার পার্টি লেবার পার্টির এক কর্মকর্তা ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে জানান, সিদ্দিক ও তাঁর পরিবারের বাংলাদেশি রাজনৈতিক ইতিহাস লেবার পার্টির বাংলাদেশি কমিউনিটিতে প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন লেবার পার্টির প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এবার টিউলিপকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান দুর্নীতিবিরোধী জোটেরএবার টিউলিপকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান দুর্নীতিবিরোধী জোটের

তবে, সংগঠনটির আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিয়ে সমালোচনা করেছেন বিএনপির সাবেক সদস্য ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ওহিদ আহমেদ। তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচারণার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।’

শেখ হাসিনার জন্য ভারত অস্থির হয়ে গেছে: রিজভী

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে ভারত কোনোভাবেই স্থির হতে পারছে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তারা (ভারত) ক্রমাগতভাবে অপপ্রচার, মিথ্যাচার, অপতথ্য দিয়ে কলঙ্কলেপন করে যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ এটা করছে না। তারা (ভারত) শেখ হাসিনার জন্য অস্থির হয়ে গেছে।’

বৃহস্পতিবার রাজধানীর মধ্যবাড্ডায় বাড্ডা-রামপুরা-বনশ্রীতে শহীদ হওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ নামক একটি সংগঠন এই আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে রিজভী বলেন, ‘এ দেশের তরুণ ছাত্র-জনতার এই আত্মদানের ঢেউ যেন গোটা বিশ্বজনতাকে একধরনের চমক দিয়েছে। অথচ পাশের দেশ অপতথ্য দিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশে নাকি সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। কোথায় অত্যাচার হচ্ছে? অত্যাচার তো করছেন আপনারা। দিল্লিতে জুমার নামাজ আদায়ের সময় পুলিশ দিয়ে মুসল্লিদের আঘাত করা হয়েছে। তাঁদের লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।’

জ্যাকসন হাইটসে সিপিএ শ্রাবনীর ট্যাক্স রিটার্ণ সেবা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে ট্যাক্স মৌসুম উপলক্ষে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন সিপিএ শ্রাবনী। জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নওশাদ কামাল।

সভায় বাংলাদেশী আমেরিকান শ্রাবনী কমিউনিটির মানুষদের ট্যাক্স রিটার্ণ সহজতর করতে জ্যাকসন হাইটসে সেবা প্রদানের ঘোষণা দেন। এসময় তিনি সিপিএ শ্রাবনী নামের জ্যাকসন হাইটস শাখা পরিচালনায় কমিউনিটির সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ শাখায় সাপ্তাহে ৭ দিন সেবা মিলবে বলেও উল্লেখ করেন শ্রাবনী।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এটর্নী খাইরুল বাশার, চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, মিরসরাই এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মনিরুল ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট খান শওকত ও আব্দুর রহিম।

সভা শেষে প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী নিজেই দুর্নীতিবাজ, টিউলিপকে নিয়ে মাস্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিবিষয়ক মিনিস্টারের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন টিউলিপ সিদ্দিক। পদত্যাগের পরও সমালোচনা পিছু ছাড়েনি তাঁর।

মন্ত্রী হিসেবে যুক্তরাজ্যের আর্থিক খাতে দুর্নীতি দমনের দায়িত্বে ছিলেন টিউলিপ সিদ্দিক। তাই দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর পদত্যাগের খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনা–সমালোচনার সৃষ্টি করেছে। টিউলিপের পদত্যাগবিষয়ক একটি এক্স পোস্ট শেয়ার করেছেন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক ইলন মাস্ক।

পোস্ট শেয়ার করে মাস্ক লিখেছেন, ‘যুক্তরাজ্যের শিশুকল্যাণের দায়িত্বে থাকা লেবার পার্টির মন্ত্রী নির্যাতনকারীদের সুরক্ষা দেন। আর তাদের দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী নিজেই একজন দুর্নীতিবাজ।’

যুক্তরাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতিবিষয়ক সিটি মিনিস্টার ছিলেন টিউলিপ সিদ্দিক। তিনি বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে। মন্ত্রী হিসেবে দেশটির আর্থিক খাতে দুর্নীতি দমনের দায়িত্বে ছিলেন টিউলিপ সিদ্দিক। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধেই শেষে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। টিউলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ এবং লন্ডনে একটি ফ্ল্যাট উপহার নিয়েছেন তিনি। এর ধারাবাহিকতায় অর্থনীতিবিষয়ক সিটি মিনিস্টারের পদ থেকে সরে দাঁড়ান টিউলিপ।

মানুষ রক্তের বিনিময়ে হাসিনাকে বিতাড়িত করেছে: জিল্লু

নিউজ ডেস্ক

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেছেন, দীর্ঘ ১৫ বছরের টানা আন্দোলন সংগ্রামে পর ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আমরা নিজেদের সাধ্য মতো বহির্বিশ্বে দেশের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য কাজ করলেও মূলত দেশের মানুষ রক্তের বিনিময়ে স্বৈরাচার হাসিনাকে বিতাড়িত করেছে। এখন আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন করে দেশকে পুনর্গঠন করতে হবে।

বুধবার সিলেট এমএজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লুর দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর স্বদেশে প্রত্যাবর্তান উপলক্ষে তাকে বিমানবন্দরে দেওয়া তাৎক্ষণিক সংবর্ধনার জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি

> বুধবার সিলেট এমএজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জিল্লুর রহমান জিল্লুর দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বিমান-বন্দরে দেওয়া তাৎক্ষণিক সংবর্ধনার জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবুল কাহের চৌধুরী শামীম, নাসিম হোসাইন, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী প্রমুখ।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের প্রবাসীদের অসামান্য ভূমিকা ছিল। আমাদের নেতাকর্মীরা দেশে আসতে পারেননি। নির্যাতনের চূড়ান্তসীমা অতিক্রম হওয়ার পরও বিএনপির নেতাকর্মীরা মাঠ ছাড়েননি।

সভাপতির বক্তব্যে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানরত নেতাকর্মীরা জাতিসংঘ ও বহির্বিশ্বের মজলুম জনতার পক্ষে জনমত গঠন করেছেন। প্রবাসীরা জাতিসংঘের অধিবেশনসহ যেখানেই ফ্যাসিস্ট হাসিনা গেছে, সেখানেই তাকে প্রতিহত করেছেন। তাই এই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের ভূমিকা জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন নাজমুল হোসেন পুতুল, আমির হুসেন, সাদিকুর রহমান, আব্দুল কাদির সমছু, জসিম উদ্দিন, আজিজুর রহমান আজিজ, আল মামুন, শাকিল মুর্শেদ, আব্দুস সামাদ তুহেল, সাইফুর খাঁন হারুন, শাহ কামাল উদ্দিন, মাহবুব আলম, মনিরুল ইসলাম তুরন, তোফায়েল সুহেল, মোতাহির হোসেন জুনেদ, আকবর আলী, পাবেল রহমান, আব্দুল হাশিম জাকারিয়া, সাহেদ আহমদ, হাসান আহমদ, শাহবাজ আহমেদ, আব্দুল মোতাকাব্বির সাকি প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক লেবেম ফাউন্ডেশন ও ব্লিং লেদার প্রোডাক্টসের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

উত্তরবঙ্গের নীলফামারী ও রংপুর জেলার শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দাতব্য সংস্থা লেবেম ফাউন্ডেশন ইনক. ও বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস।

গত ২৩ জানুয়ারি শুরু হওয়া এই কর্মসূচি পরিচালিত হয় তরাপগঞ্জ, নীলফামারী ও মিঠাপুকুর, রংপুর এলাকায়। লেবেম ফাউন্ডেশন ইনকের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ লেবেম ও ব্লিং লেদার প্রোডাক্টসের শীর্ষ কর্মকর্তারা শীতবস্ত্র বিতরণে অংশ নেন। এই কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হানুজ্জামান হান্নান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহাম্মদ লেবেম বলেন, আমরা চাই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা শীতার্ত মানুষের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করবে।

এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন ব্লিং লেদার প্রোডাক্টসের জেনারেল ম্যানেজার এম এম সাবেদ আহমেদ, ফাইন্যান্স হেড মারুফ চৌধুরী, এবং এইচআর ম্যানেজার মোঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক। এছাড়া তরাপগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় অঙ্কুর সিড সেন্টারের সমন্বয়কারী ফারুক রহমান ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা কার্যক্রমে সহায়তা করেন।

আ. লীগের পুনর্বাসন চাওয়া জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বেঈমানি: হাসনাত

ঢাকা ডেস্ক

যারা ভোটের রাজনীতির জন্য আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন চায় তারা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বেঈমানি করছে বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমিল্লার দেবিদ্বারে উপজেলার আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদরাসার আলেম–ওলামাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবিদ্বার ইসলামীয়া ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মো. আলউদ্দিন সরকার।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'ভোটের রাজনীতির জন্য যারা মনে করছেন যে, আওয়ামী লীগ আসলে আমার কাছে ভোটগুলো চলে আসবে, যারা ভোটের জন্য- আওয়ামী লীগ পুনর্বাসনের জন্য তৎপরতা দেখাচ্ছেন- আপনারা জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বেঈমানি করছেন।

১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ পরিবারের নাম বাদ

ঢাকা ডেস্ক

শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর ফেরিফায়েড ফেসবুকে এই তথ্য জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম পরিবর্তন করে নতুন যে নাম দেওয়া হয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন উপদেষ্টা।

নেত্রকোনার শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়; কিশোরগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়; নওগাঁর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়; মেহেরপুরের মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নতুন করে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে।

এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশ ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি; জামালপুরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; পিরোজপুরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; নারায়ণগঞ্জের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নারায়ণগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির নাম মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আসিফ মাহমুদ।

ফেলানী দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত বাংলাদেশী কিশোরী ফেলানী খাতুনের ১৪তম মৃত্যু দিবস ছিল ৭ জানুয়ারি (মঙ্গলবার)। ১৫ বছর বয়সী ফেলানী ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ-ভারত কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ফেলানীর দেহ সীমান্তরেখা বরাবর কাটাতারের বেড়ায় চার ঘন্টা ধরে ঝুলে থাকলেও বিএসএফ তাকে উদ্ধার করেনি। দিনটি বাংলাদেশে ফেলানী দিবস হিসেবে পরিচিত ও পালিত হয়ে আসছে।

'ফেলানী দিবস' উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সংগঠন 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ' বুধবার (৮ জানুয়ারি) বিকালে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সামনে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন করেছে। ওই কর্মসূচিতে বিএসএপের নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করার তীব্র নিন্দা ও ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সামনের রাস্তার নামটির নাম 'ফেলানী সড়ক' করার দাবী জানানো হয়।

এ সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি বাংলাদেশ কনস্যুলেটকে দেয়া হয়। কন্যুলেটের পক্ষ থেকে মিনিস্টার মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান স্মারকলিপিটি নেন এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছে দেওয়া হবে বলে জানান।

মানববন্ধনে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুস সবুর, 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'-এর প্রধান সমন্বয়কারী আবদুল কাদের, সদস্য জুয়েল জাকির, সাংবাদিক চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল, মুশফিকুর রহমান, মোহাম্মদ তারিফ ও রাসেল খান বক্তব্য দেন।

সমাবেশে আবদুল কাদের বলেন, 'ভারত যদিও আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। কিন্তু ভারতীয়রা যেভাবে সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যা করছে, এটা সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ হতে পারে না। এটা মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আমরা আশা করব, ভারত সরকার বিএসএফ-কে সংযত হতে নির্দেশ দেবে।'

তিনি আরো বলেন 'এত দিন ভারতের তাবেদার 'আওয়ামী লীগ সরকার' ফেলানী হত্যার বিচার দাবী করেনি। এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের সরকার জোরালো ভাষায় ফেলানী হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করবে বলে আমরা আশা করছি।'

আবদুস সবুর বলেন, 'ফেলানীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী অপরাধ।'

ফেলানী হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করে তিনি বলেন, 'ফেলানীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাকে চার ঘন্টা কাটাতারের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন তার শরীর থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছিল। বিএসএফ তাকে উদ্ধার করেনি। মৃত্যুর ১৪ বছর পরও ফেলানী হত্যার বিচার হয়নি।'

জুয়েল জাকির বলেন, 'বিএসএফ-কে আরও সংযত ও মানবিক হতে হবে। এটা কোন সভ্য বাহিনীর আচরণ হতে পারেনা। একটি ১৫ বছরের কিশোরী নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। কিন্তু বিচার পায়নি। আমরা ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সামনের রাস্তাটির নাম ফেলানীর নামে নামকরনের দাবী জানাচ্ছি। এই রাস্তাটির নাম হোক 'ফেলানী সড়ক' বা 'ফেলানী স্ট্রিট'। তাহলে হয়ত তার পরিবার কিছুটা শান্তনা পাবে। বাংলাদেশী হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকে আমরা দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ এই দাবী জানাচ্ছি।'

সমাবেশ শেষে চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল সংগঠনের পক্ষ থেকে দূতাবাস কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। এ সময় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কাউন্সিলর ইশরাত জাহান উপস্থিত ছিলেন।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ
- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হক্কসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়ঃ
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050

EXIT

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

EXIT REALTY PRIME

Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

MIJAN Real Estate
Reg.No.C-187784

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

রমজানের পূর্বে কর্ণফুলী ট্রাভেলসের ওমরাহ হজ্বের এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র মাহে রমজানের পূর্বে ওমরাহ হজ্বের এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ নিয়ে আসছে উত্তর আমেরিকার স্বনামধন্য ট্রাভেল্‌স এজেন্সি ‘কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স’। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দশ দিনের এই ওমরা প্যাকেজের সমস্ত প্রক্রিয়া এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার (১১ জানুয়ারি) অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে জ্যাকসন

হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটস্থ কর্ণফুলি ট্রাভেলসের কার্যালয়ে আয়োজিত ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে এসব কথা জানান প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মুহাম্মদ সেলিম (হারুন) ও সিইও রেহেনা আক্তার (মিনু)।

সেমিনারে ওমরাহ হজ্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ওমরাহ হজ্বে আগ্রহীদের ধারণা দেয়া হয়।

মুহাম্মদ সেলিম (হারুন) জানিয়েছেন, এই প্যাকেজের মধ্যে বিশেষ কিছু সার্ভিস যোগ করা হয়েছে। হাজীদের সন্তুষ্টির জন্য যে সব সার্ভিস দেয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে এয়ার লাইন্স টিকেট, ৫ তারকা হোটেল (মক্কা মোবাম্পিক এবং মদিনা মোবাম্পিক), ভিসা, ফুল ট্রান্সপোর্টেশান (জেদ্দা টু মক্কা,মক্কা টু মদিনা, মদিনা টু এয়ারপোর্ট), প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে হাজীদেরকে পিকআপ করেন। ওমরাহ গাইড, সাইড সিয়িং, ব্রেকফাস্ট, তায়েফ ট্যুর ও জিন পাহাড় ইত্যাদি।

এছাড়াও এই প্যাকেজে মক্কা-মদিনায় দুইটি জুম্মা এবং পবিত্র শবেবরাত যাতে পালন করতে পারেন এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে প্যাকেজ তৈরী করা হয়েছে। এই প্যাকেজের মূল্য ধরা হয়েছে জনপ্রতি ২,৬০০ ডলার।

তিনি আরো জানান, ওমরাহ হাজীদের জন্য সৌদি সরকার ম্যানিনজাইটিস এবং পলিমিটিস ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করেছেন। হজ্বে যাবার পূর্বে হাজিগণ যেন তাদের প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র এয়ারর্পোটে নিয়ে যান।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দুই দশক ধরে ওমরাহ হজ্বের জন্য বিখ্যাত এবং সৌদি হজ্ব মন্ত্রনালয় অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলি ট্রাভেল্‌স। ওমরাহ হজ্বের জন্যে গত এক বছরে প্রায় ১৫টি হজ্ব টিম প্রেরণ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়াবহ দাবানলের হুমকিতে ৬০ লাখ মানুষ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শক্তিশালী বাতাসের কারণে দাবানলের গুরুতর হুমকিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ৬০ লাখের বেশি মানুষ। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির বাইরে আনাহেইম, রিভারসাইড, সান বার্নার্ডিনো ও অক্সনার্ডসহ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার আরও কয়েকটি কাউন্টিতে মারাত্মক দাবানলের ঝুঁকিতে রয়েছে এই লাখ লাখ মানুষ।

লস অ্যাঞ্জেলেসে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা দাবানলে মৃতের সংখ্যা এরই মধ্যে ২৫ জনে দাঁড়িয়েছে। ইটন ফায়ারেই বেশিরভাগ মানুষ মারা গেছে। এই দাবানলে শহরের উত্তরে ১৪ হাজার একরেরও বেশি পুড়ে গেছে। শক্তিশালী বাতাসের কারণে দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম অবস্থা অগ্নিনির্বাপণকর্মীদের।

Immigrant Elder Home Care LLC.

Home Care

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
VRF
HEATING & COOLING
914-222-9477 / 917-459-9483
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
Halal Live Chicken

বিশাল মূল্যছাড়!

যে কোন ধরনের ৭টি বেবি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি!

১0টি কিনলে ৪টি ফ্রি!!

আমরা হালাল উপায়ে জবাই করে আপনার পছন্দমত মাংস সরবরাহ করে থাকি

এ ছাড়া ডেলিভারিও করা হয়

অফারটি জানুয়ারি ১৫ থেকে ফেব্রুয়ারির ১৫ পর্যন্ত চলবে

HALAL

You Can Buy Any 7 Baby Chicken 2 Free,
Buy 10 Chicken 4 Free

This offer starts January 15 & Ends February 15

Also We deliver your order

আজই যোগাযোগ করুন

150-24 Beaver Road,
Jamaica, New York 11433
Phone 718-526-3333

ZAMZAM TRAVEL US

www.zamzamtravelus.com

zamzamtravelus

লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$১১৯৯৯	$১০৯৯৯	$১০৫০০

মক্কা (০ মিটার)
মদিনা (০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(১৭ দিন) ২৮ মে- ১৩ জুন ২০২৫

মক্কা: ২৮মে - ৩১ মে, ৫ স্টার হোটেল মক্কার সন্নিকটে মক্কা টাওয়ার, ক্লক টাওয়ার বা সিমিলার
আজিজিয়া: ৩১ মে - ৯ জুন, ৫ স্টার হোটেল হলিডে ইন / সিমিলার

মদিনা: ৯ জুন-১৩ জুন, ৫ স্টার হোটেল মিলেনিয়াম আল আকিক / সিমিলার

প্যাকেজ ডিটেইলস

টিকেট	: সৌদি এয়ারলাইন্স (ঢাকা টু জেদ্দা টু মদিনা/জেদ্দা টু ঢাকা)
বাস সার্ভিস	: মক্কা টু মিনা টু আরাফাত টু মুজদালিফা টু জুনারাত হোটেল
ফুড	: ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং লাঞ্চ (ইন্টারন্যাশনাল বুফে)
সাইটসিইং	: মক্কা মদিনা গাইড সহ
তাবু	: ভিআইপি
অন্যান্য	: মক্কা-মদিনা-মদিনা এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট (জিএমসি/বুলেট ট্রেন, ভিসা)

ডকুমেন্টস
১. বাংলাদেশী পাসপোর্ট
২. পাসপোর্ট সাইজ ফটো
৩. ব্লাড গ্রুপ
৪. কন্টাক্ট নাম্বার

গিফটস
মহিলাদের জন্য স্কার্ফ
ট্রাভেল ব্যাগ
পাসপোর্ট ব্যাগ

থ্রি স্টার

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৮৫৯৯	$৭০৯৯	$৬৫৯৯

মক্কা (৫০০-৭০০ মিটার)
মদিনা (৩০০-৫০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(২৮-৩২ দিন)
২৩/২৪ মে- ১৯/২০ জুন ২০২৫

মক্কা: ৩ স্টার হোটেল তাওহীদ আল মনসিয়া/ আবদুল্লাহ আল-গামাস / হানি আলমাস হোটেল

মদিনা: ৩ স্টার হোটেল কারাম আল . হিজাজ/কারাম গোল্ডেন হোটেল

ইকোনমি

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৫৯০০	$৪৯০০	$৪১০০

মক্কা (১০০০ মিটার)
মদিনা (১০০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(৪০-৪২ দিন)
৫/৬ মে - ১৪/১৬ জুন ২০২৫

স্পেশাল লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার

উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$২৩৯৯	$২২৯৯৯	$২১৯৯

Departure: Jan 22nd, 2025	JFK - JED	Return: Jan 29th, 2025	MED - JFK
Departure: Jan 29nd, 2025	JFK - JED	Return: Feb 06th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 12th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 18th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 26th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 25th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025	JFK - JED	Return: Mar 3rd, 2025	MED - JFK

রমাদান উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

1st Group

কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল
$৩,৬৯৯	$৩,৮৯৯	$৪,০৯৯

Departs Feb 27, 2025 — Return Mar 10, 2025
মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন

2nd Group

কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল
$৩,৭৯৯	$৩,৯৯৯	$৪,১৯৯

Departs Mar 08, 2025 — Return Mar 19, 2025
মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন

3rd Group

কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল
$৫,৮৯৯	$৬,৩৯৯	$৬,৮৯৯

Departs Mar 19, 2025 — Return Apr 01, 2025
মদিনা - ৩ দিন মক্কা ৯ দিন

Special

কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল
$৪,৩৯৯	$৪,৬৯৯	$৫,৩৯৯

Departs Mar 14, 2025 — Return Mar 24, 2025
মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৪ দিন

ওয়ার্ল্ডওয়াইড ভিসা-সার্ভিস

- এক্সপার্ট টিম
- ভ্যারিফাইড ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সাপোর্ট
- পারফেক্ট ভিসা এপ্লিকেশন সার্ভিস

সৌদি আরব ১০ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

- স্টে আপ টু ১৮০ ডেইজ
- আনলিমিটেড উমরাহ
- ফ্যামিলি ভিজিট
- বিজনেস ট্রাভেল এন্ড এক্সপ্লোরেশন
- এক্সপ্লোর এডুকেশনাল অপরচুনিটিজ
- ট্রাভেল টু এনি সিটি

৩০ দিনের ভিসা, ২ বছরের ভিসা, ৫ বছরের ভিসা, ১০ বছরের ভিসা

ইউ.এ.ই - দুবাই | ফুল প্যাকেজ ভিসা প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, সাইটসিইং, গাইডেন্স সার্ভিস

৩ স্টার ৫ স্টার
উমরাহ | ফুল প্যাকেজ প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, জিয়ারাত, গাইডেন্স সার্ভিস

বাংলাদেশ প্লাজা
৩৭-১৫, ৭৩ স্ট্রীট, সুট # ২০৭
জ্যাকসন হাইটস, নিউ-ইয়র্ক ১১৩৭২

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

INJURED

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

ATTORNEY CHANDA THAPA

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয় কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

মাস্কের বিরুদ্ধে মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থার মামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে, মাস্ক টুইটারের শেয়ার কেনার বিষয়ে সময়মতো তথ্য প্রকাশ করেননি এবং পরে ‘কৃত্রিমভাবে কম দামে’ শেয়ার কিনে অন্য শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসির এক ফেডারেল আদালতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এই মামলা করে। অভিযোগে বলা হয়েছে, মাস্ক ৫ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণের বিষয়টি যথাসময়ে প্রকাশ না করায় অন্তত ১৫০ মিলিয়ন ডলার কম দামে শেয়ার কিনতে পেরেছেন।

মাস্ক ২০২২ সালে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে টুইটার কিনে সেটির নাম পরিবর্তন করে ‘এক্স’ রাখেন। এর আগে তিনি ৫ শতাংশ শেয়ার কিনেছিলেন। আইন অনুসারে, এই ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য জনসাধারণকে জানানো বাধ্যতামূলক। এসইসি দাবি করেছে, মাস্ক ১১ দিন পর এটি প্রকাশ করেন, যা নির্ধারিত সময়ের অনেক পর।

মাস্কের আইনজীবী অ্যালেক্স স্পাইরো এক ই-মেইল বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এসইসির মামলা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের কোনো মজবুত ভিত্তি নেই।’

এসইসি এর আগেও মাস্কের টুইটার কেনার বিষয়ে তদন্ত করেছিল। ২০২১ সালে মাস্ক ও তাঁর ভাই কিমবাল মাস্কের বিরুদ্ধে টেসলার শেয়ার বিক্রির সময় তথাকথিত অভ্যন্তরীণ লেনদেনের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। ইলন মাস্ক টেসলার সিইও এবং তাঁর ভাই কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদে রয়েছেন। স্পাইরো আরও বলেন, ‘এসইসির অভিযোগ শুধু একটি ফরম জমা না দেওয়া নিয়ে।’ তাঁর মতে, ‘মাস্কের বিরুদ্ধে এসইসির বছরের পর বছর ধরে চলা হয়রানির ফল এটি।’

ইলন মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। তিনি ট্রাম্পের নির্বাচনর প্রচারে কয়েক মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন, পুনর্নির্বাচিত হলে তিনি মাস্ককে একটি পরামর্শক দলের প্রধান করবেন। এই বিভাগের নাম হবে ‘ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিসিয়েন্সি।’

এসইসির অভিযোগে বলা হয়েছে, টুইটারে নিজের মালিকানার তথ্য প্রকাশের আগে মাস্ক ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের শেয়ার কেনেন এবং অসতর্ক সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কৃত্রিমভাবে কম দামে শেয়ার কিনতে সক্ষম হন।

www.BanglaBosoti.com
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
এ প্লটি আমার, এ জমিন আমার...
টাউন হোম
TW-2275
১,২৯৫ বর্গফুট জমি +
২,২৭৫ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ৩১,৫২৫ US$ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র ৫০৯ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
টেরেস হোম
TR-1900
৯৯০ বর্গফুট জমি +
১,৯০০ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ২৪,০৫৩ US$ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র ৩৮৮ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
গার্ডেন হোম
RX-5 (I)
৩,৬০০ বর্গফুট জমি +
৩,২৯২ বর্গফুট ৩-তলা বাড়ী
মাত্র ৭৮,৬৫০ US$ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল বুঝে নিন, মাসিক কিস্তি মাত্র ১,২৭০ US$, ৬০ মাস পর ভাড়া দিয়ে কিস্তি পরিশোধ
৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে বুকিং দিলেই পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়! সেই সাথে সর্বনিম্ন ২৪,০৫৩ US$ ডাউনপেমেন্ট দিয়েই বুঝে নিন জমির সাফ-কবলা মালিকানা দলিল।
পরিবেশ ছাড়পত্র নং- পরিবেশ/ঢাবি/৯৫২৫/৪১০৮
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই অফারটি সীমিত সংখ্যক বাড়ী/লট এর জন্য "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে প্রযোজ্য এবং জুলাই-আগষ্ট ২০২৪ বিপ্লবের অগ্রনায়ক, রেমিটেন্স যোদ্ধা প্রবাসীগন অগ্রাধিকার পাবেন।
• এই স্কিমের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট গ্রাহকগনের দায় আনুপাতিক সম্পত্তি বন্ধকের ব্যবস্থা থাকবে।
• এই সুযোগটি গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রবাসী ভাই-বোনকে যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে কোম্পানীর নির্দিষ্টব্যাংক একাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ পাঠাতে হবে।
ব্যাকিং পার্টনার:
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি. | শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত
Bangla Bosoti
বাংলা বসতি
Hotline +88 09644100800
For Details Please Call
+88 01321100800, +88 01708152444-9
Corporate Office: 49, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1205, Sales Office: Axis Delvista (3rd Floor), 7/1, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. E-mail : info@banglabosoti.com

সাইদকে মারধরের নিন্দা ও প্রতিবাদ গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের

নুরুল ইসলাম, বৃটেন

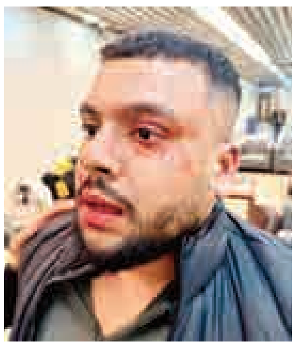

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বুধবার (৮ জানুয়ারি) রেমিটেন্স যোদ্ধা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নরওয়ের নাগরিক সাইদ উদ্দিনকে মারধর করে রক্তাক্ত করা এবং তার বাবা গিয়াস উদ্দিন, মা বেগম মনোয়ারা, ভাই মোহাম্মদ মহি উদ্দিন ও গিয়াস উদ্দিনের পুত্রবধূ ইপসা জান্নাতুল নাঈমকে হেনস্তা করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বৃটেনের সামাজিক ও কমিউনিটি সংগঠন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে।

সংগঠনের কনভেনার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনার মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব মুজিবুর রহমান ও অর্থ সচিব এম আসরাফ মিয়াসহ ১২টি রিজিওনাল ও বিভিন্ন শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ যুক্ত বিবৃতিতে এ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, 'শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমানবাহিনীর কুইক রেসপন্স ফোর্স (কিউআরএফ) ও আনসার বাহিনীর সদস্য কর্তৃক একজন যাত্রীকে নির্মমভাবে মারধর করে রক্তাক্ত করায় সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী প্রবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।'

এটা কেন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না, সাইদ উদ্দিন যদি অন্যায় করে থাকেন তাহলে তাকে আইনের নিজস্ব ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কর্তব্য পালন করা উচিত ছিল বলে উল্লেখ করে শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রবাসীর ওপর বর্বরোচিত হামলা ও রক্তে রঞ্জিত করা এবং নির্যাতনের ঘটনায় সঠিক তদন্তের মাধ্যমে এর সাথে জড়িত দুষ্কৃতিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি জানান প্রবাসী নেতারা।

প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তারা পরিশ্রমের ঘাম ঝরিয়ে, নানা কষ্ট সহ্য করে বাংলাদেশের জন্য রেমিট্যান্স পাঠান, অথচ প্রবাসীদের সঙ্গে বার বার এসব আচরণ কোন অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না বলে উল্লেখ করে মোহাম্মদ মকিস মনসুরসহ প্রবাসী নেতৃবৃন্দ বলেন, 'এ ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কিউআরএফ ও আনসারের ১০-১২ জনের মত সদস্য চারদিক থেকে ঘিরে ধরে সাইদ উদ্দিনকে মারধর করছে। এ সময় একজন নারী চিৎকার করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। অপর একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মারধরে সাইদের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়েছে। মুখের নিচে ও বাঁ চোখের পাশে রক্ত লেগে আছে।'

দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বিমানবন্দরে নিরাপত্তা কর্মীর পিটুনিতে রক্তাক্ত সেই প্রবাসী ভিক্টিমেক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে- এটা খুবই দুঃখজনক বলে উল্লেখ করে মকিস মনসুর আরও বলেন 'বিমানবন্দরে কিউআরএফ ও আনসারের পোশাক পরা যারা এ ঘটনার সাথে জড়িত, এসব স্টুপিডদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত আইনের আওতায় এনে দুষ্কৃতিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।'

বিয়ানীবাজার সমিতির বিজয় দিবস পালন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সভার পাশাপাশি বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস পালন করেছে।

গেল ২৯ ডিসেম্বর ওজনপার্কের আব্দুল্লাহ পার্টি হলে এ সভায় সদস্যদের দীর্ঘ দিনের দাবী সমিতি ভবন সমিতির নামে রেজিস্ট্রেশন হওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালে সভাপতি বুরহান উদ্দীন কপিল, সাধারণ সম্পাদক আহমদ এ হাকিম ও কোষাধ্যক্ষ সফিক আহমদ থাকাকালীন সমিতির ভবন কেনা হয়। ২০২১ সালে মকবুল রহিম চুনই সভাপতি ও মুহিবুর রহমান রুহুল সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন ঘর ঋণ মুক্ত হয়। সেই থেকে ক্রয়কৃত সমিতির ভবন সমিতির নামে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য সাধারণ সভাসহ বিভিন্ন আলোচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উঠে আসে। সভায় সম্পাদকীয় রিপোর্টে বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনায় সমিতির ঘর নিয়ে সাবেক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয় এবং সমিতির নামে ঘর রেজিস্ট্রেশনের উপর আলোচনা প্রাধান্য পায়। সভায় তৎকালীন সভাপতি বুরহান উদ্দীন কপিল ছাড়া বাকি দুইজন উপস্থিত ছিলেন না। সভায় বুরহান উদ্দীন কপিল উপস্থিত থেকে সমিতির ভবন সমিতির নামে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে অনেকের আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি ভবন ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বাকি দুইজনসহ কমিটির বর্তমান উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক করে সংগঠনের ভবন সমিতির নামে রেজিস্ট্রেশন করার প্রক্রিয়ায় ঐক্যমতে পৌঁছান বলে জানালে সভায় উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল বিজয় দিবস পালন, আর দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাধারণ সভা। উভয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু। সমিতির উপদেষ্টা মোজাহিদুল ইসলাম, হারুন মিয়া, ফখর উদ্দীন, বেলাল উদ্দীন ফখরুল ও গহর চৌধুরী কিনু, সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই ও মস্তফা কামাল মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শহীদ ও বিয়ানীবাজার সমিতির প্রয়াত সকলের রুহের মাগফেরাত কামনা করে কুরআন তেলওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন ওজনপার্ক মসজিদের ইমাম আমিনুল। পরে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শেয় হয়।

দ্বিতীয় পর্বের সাধারণ সভায় সম্পাদকীয় রিপোর্ট ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু ও কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান দুখু। সম্পাদকীয় রিপোর্টে সংগঠনের নামে সমিতির নিজস্ব ভবন, বার্ষিক বনভোজন, বেক টু স্কুল প্রোগ্রাম, ভিলেজ কাপ ফুটবল, সমিতি ভবন সংস্কার, ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে নির্যাতিত ফিলিস্তিনীদের মানবিক সাহায্য, সমিতির বর্তমান ৬১৭ টি কবরের উল্লেখ, বন্যায় বিয়ানীবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মানবিক সাহায্যে, আজীবন সদস্য সংগ্রহ, বিয়ানীবাজার সমিতির ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টসহ বিস্তারিত কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়।

কোষাধ্যেক্ষর রিপোর্টে আব্দুল হান্নান দুখু জানান, বর্তমানে সমিতির ফান্ডে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৪২৩ ডলার রয়েছে।

সম্পাদকীয় রিপোর্ট ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পাশ হওয়ার পর অন্য আলোচনায় বিয়ানীবাজার সমিতির নিজস্ব ফিউনারেল হোম করার জন্য আব্দুল হান্নান দুখু প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সমিতি যখনই মনে করবে কারো সাহায্য ছাড়া ফিউনারেল করতে পারবে, তখনই ফিউনারেল করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি 'সহজ ছিল না': বাইডেন

নিউজ ডেস্ক

হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে নিজের জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজের একটি বলে মন্তব্য করেছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

তিনি বলেন, হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে এই যুদ্ধবিরতি চুক্তির পথ সহজ ছিল না। এটি আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আলোচনার মধ্যে একটি।

১৫ জানুয়ারি বুধবার রাতে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজে দেয়া ভাষণে এ কথা বলেন বাইডেন।

তিনি বলেন, এই চুক্তি গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করবে, ফিলিস্তিনের বেসামরিক নাগরিকদের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি করবে এবং ১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্দী থাকার পর জিম্মিদের সঙ্গে তাদের পরিবারের পুনর্মিলন ঘটাবে।

বাইডেন বলেন, এই পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা আমি ২০২৪ সালের ৩১ মে (জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে) তুলে ধরে ছিলাম। উপস্থাপনের পর তা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছিল।

তিনি বলেন, লেবাননে যুদ্ধবিরতি ও ইরান দুর্বল হওয়ার পরে হামাস যে ব্যাপক চাপে ছিল এবং আঞ্চলিক সমীকরণ যেভাবে বদলে গিয়েছিল, এই যুদ্ধবিরতি কেবল সেটারই ফলাফলই নয়। বরং আমেরিকার দৃঢ় ও কষ্টসাধ্য কূটনীতিরও ফলাফল। এটা সম্পন্ন করার জন্য তাদের (কূটনীতিকদের) প্রচেষ্টায় আমার কূটনীতি কখনো থেমে থাকেনি।

তিন ধাপে এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হবে জানিয়ে বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রথম ধাপ ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হবে। দ্বিতীয় ধাপে যুদ্ধের স্থায়ী সমাপ্তি নিয়ে আলোচনা এবং তৃতীয় ধাপে গাজার পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা চলবে।

বারাণসীতে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি স্টিভ জবসের স্ত্রীকে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের চলমান মহাকুম্ভ মেলায় এসে বারাণসীর কাশি বিশ্বনাথ মন্দির পরিদর্শন করেছেন অ্যাপলের সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জবস। বর্তমানে তিনি প্রয়াগরাজে নিরঞ্জনী আখড়ার শিবিরে অবস্থান করছেন এবং ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানেই থাকবেন। এরপরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

এনডিটিভি জানিয়েছে, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির পরিদর্শনের সময় লরেনকে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি।

এই বিষয়ে নিরঞ্জনী আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী কৈলাসানন্দ গিরি বলেছেন, 'তিনি (লরেন) অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও আধ্যাত্মিক। তিনি আমার কন্যার মতো। মহর্ষি ব্যাসানন্দও তখন উপস্থিত ছিলেন। আমাদের পুরো পরিবার মিলে অভিষেক ও পূজা করেছে। তাঁকে প্রসাদ ও মালা দেওয়া হয়েছিল। তবে একটি প্রথা অনুসারে, একজন হিন্দু ছাড়া অন্য কেউ কাশী বিশ্বনাথের শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন না। আমি যদি এই প্রথা বজায় না রাখি, তবে তা ভেঙে যাবে।'

লরেন পাওয়েল জবসের আধ্যাত্মিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে স্বামী কৈলাসানন্দ গিরি তাঁকে 'কমলা' নামে অভিহিত করেছেন। এই নাম তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পৃক্ততার প্রতীক। প্রয়াগরাজে পৌঁছানোর পর ভারতীয় ঐতিহ্যের সালোয়ার-কামিজ পরিহিত অবস্থায় লরেনকে ঢোল-তাসার মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয় এবং মাটির পাত্রে চা পরিবেশন করা হয়।

লরেন প্রয়াগরাজে গঙ্গাস্নান করারও পরিকল্পনা করেছেন। সম্প্রতি তিনি ব্যাসানন্দ গিরি মহারাজের পট্টাভিষেক (অভিষেক) অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

মহাকুম্ভ মেলা ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এবং এতে ৪৫ কোটির বেশি ভক্ত অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই মেলার প্রধান স্নানগুলো (পবিত্র স্নান) অনুষ্ঠিত হবে ১৪ জানুয়ারি (মকরসংক্রান্তি), ২৯ জানুয়ারি (মৌনি অমাবস্যা) এবং ৩ ফেব্রুয়ারি (বসন্ত পঞ্চমী)।

যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে কিউবা আর 'সন্ত্রাসে মদতদাতা' দেশ নয়!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অবশেষে কিউবাকে 'সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা রাষ্ট্রে'র তালিকা থেকে বাদ দিতে চলেছে আমেরিকা। ফিদেল কাস্ত্রোর প্রয়াণের ন'বছর পরে। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন প্রথম কিউবাকে এই তালিকাভুক্ত করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই তা বাতিল করেন।

বুধবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ওভাল অফিস থেকে বিদায়ী ভাষণ দেবেন বাইডেন। তার আগে তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘটনাচক্রে, তিনি 'কিউবা-বিরোধী' হিসেবে পরিচিত।

ওয়াশিংটনের তরফে ওই ঘোষণার কিছু ক্ষণ পরেই হাভানা সে দেশে নানা অপরাধে আটক ৫৫৩ বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এঁদের অনেককেই 'আমেরিকাপন্থী' এবং 'সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী' হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

নতুন একটি বছরের শুভেচ্ছা

রুপা খানম

দেখতে দেখতে আরও একটা বছর শেষ হয়ে গেল। আরও একটা নতুন বছরের শুরু। নতুন বছর নিয়ে আসুক, নতুন আশা, সংগ্রামের মধ্যে সুন্দরভাবে বাঁচা, সেই সাথে প্রিয়জনদের ভালোবাসা। নতুন বছর নিয়ে ইতিবাচক ভাবনাগুলো কীভাবে প্রতিফলিত করা যায় সেটার প্রচেষ্টা করা। অতীতের শিক্ষা থেকে বর্তমানকে নিয়ে বাঁচার শক্তি অর্জন করতে হবে। কি কি ভুল গত বছর হয়েছে তা থেকে নিজেকে শুধরে চলা। আগের বছর পরিকল্পনা পূর্ণ হয়নি, তাই বলে নতুন বছরে হবে না সেটা দূর করতে হবে। মানুষ তার বর্তমান নিয়ে কাজ করে। অতীত পিছনে থাকে। বছরের প্রথম মাস জানুয়ারি এলেই সকলের মনে অজানা খুশী একটা নতুন স্বপ্ন সংগ্রাম করার প্রত্যয় জাগে। এটি শুধুমাত্র একটি দিন নয়, পৃথিবীর বহু মানুষের কাছে এটি নতুন কিছু স্বপ্ন পূরণের আশা।

ক্যালান্ডারের পাতায় জানুয়ারি প্রথম মাস। তাই এই মাসকে স্বাগতম জানানো হয় সারাবিশ্বে। আমরা তাই ছোট বেলা থেকেই ইংরেজি নতুন বছরকে সব ভাষার মানুষরা আনন্দের সাথে উদযাপন করি থাকি। ২০২৪ সালে যা হারিয়েছে, তা সবকিছু পেছনে ফেলে দিয়ে নতুন বছরে সেজে উঠুক জীবন। নতুন বছরে পুরনো সব কষ্ট পিছনে ঠেলে দিয়ে আরও একবার বাঁচার স্বপ্ন দেখেন বহু মানুষ।

এই নিউ ইয়ার দিনটি সকলের কাছেই ভীষণ স্পেশাল হয়ে যায় এই কারণে। নিউ ইয়ার উপলক্ষে তাই প্রিয় মানুষগুলিকে দিন উপহার, একগুচ্ছ ফুল ও ভালোবাসা। যারা কাছের মানুষ, বন্ধু কিংবা পরিচিতজন- নতুন বছরে তাদের জানাতে পারেন শুভ কামনা। হতাশা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে সামনে এগিয়ে চলার পরিকল্পনা করা। হিংসা, বিদ্বেষমূলক আচরণে নিজেরই ক্ষতি হয় তাকে এড়িয়ে চলা। সবাই মিলে আনন্দে গা ভাসিয়ে দিন। বছর বদলালেও বন্ধুত্ব, আত্নীয় সম্পর্ক বদলায় না। সব অপ্রাপ্তি, হতাশা, না পাওয়া, দুঃখ ও বেদনাকে পাশ কাটিয়ে নতুন বছরকে একটি শক্তিতে পরিণত করতে হবে।

আমাদের জীবন খুব ছোট। কাজকে সহজ ভেবে কাজে ডুবে থাকি। যার যে যোগ্যতা তাকে কাজে লাগাই। নতুন কিছু ভাবনাকে সামনে নিয়ে আসার সাহস রাখি। উত্থান পতন অনিবার্য। আগামী বছরেকে কিভাবে কোথায় থাকব আমরা কেউ জানি না। নতুন বছরের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা যেন ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং ভাল থাকি। নতুন বছরে নতুন কিছু হোক। হোক সুন্দরের সূচনা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা আমার।

১ হাজার অত্যাধুনিক ড্রোন হাতে পেয়েছে ইরান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এক হাজার নতুন অত্যাধুনিক ড্রোন হাতে পেয়েছে ইরানের সেনাবাহিনী। সোমবার দেশটির আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানায়, আগামীতে চিরশত্রু ইসরায়েল ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন নতুন মার্কিন প্রশাসনের কাছ থেকে বাড়তি চাপ মোকাবিলায় এই ড্রোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। ড্রোনগুলো ইরানের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

তাসনিমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ড্রোনগুলোর অনন্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে, দুই হাজারেরও বেশি পাল্লা, উচ্চ পর্যায়ের ধ্বংসাত্মক সক্ষমতা, রাডার ফাঁকি দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অকার্যকর করা। এছাড়া রয়েছে নিজে উড়ে গিয়ে লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারার সক্ষমতাও।

আইআরজিসির নজরদারী ও গোয়েন্দাগিরির সক্ষমতা বাড়ানোসহ দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ড্রোনগুলো। গত সপ্তাহে ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন একটি আত্মঘাতি ড্রোন উন্মোচন করেছে। এর নাম দ্য রাজওয়ান। এর আগে, এ মাসের শুরু থেকে দুই মাস ব্যাপী সামরিক মহড়া শুরু করেছে ইরান। এ মাসের শুরু থেকে দুই মাসব্যাপী সামরিক মহড়া শুরু করেছে ইরান। নাতাঞ্জে গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনাকে হামলা থেকে সুরক্ষিত করতেও মহড়া চালায় ইরান।

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail: jibonsongi2024.com
Phone: 281-912-7812
713-900-6023

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432
যোগাযোগ-718 790 7593

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/ স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেষ্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইস্ট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইস্ট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে স্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বৃহস্পতিবার, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

১৮ জানুয়ারি ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

বহিবিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ জানুয়ারি।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স থিয়েটার অডিটরিয়ামে ওই দিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শুরু হবে এবারের আসর। ২৩ বারের মত এ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার প্রেজেন্টস এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে আসছেন ছোট পর্দা ও সিনেমার এক ঝাঁক তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রী।

অনুষ্ঠানে থাকবেন জনপ্রিয় অভিনেতা অপূর্ব, পলাশ, অভিনেত্রী সাফা কবির, সাবিলা নূর, স্পর্শিয়া, লামিয়া লাম, খল অভিনেতা মিশা সওদাগর, অমিত হাসান, নায়ক ইমন, ঢাকাই চলচ্চিত্রের শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রী শবনম বুবলি, প্রিয়দর্শিনী মৌসুমী, তরুণ প্রজন্মের হার্ট থ্রব অভিনেত্রী দিঘী, গায়ক সেলিম চৌধুরী, প্রতিক হাসান, বিন্দুকনা, রানো নেওয়াজ, লালন কন্যা লায়লা, অংকন, জনপ্রিয় উপস্থাপিকা নীল হুরেরজান। অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত থাকবেন।

টিউলিপের পদে নিয়োগ পেলেন এমা রেনল্ডস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিবিষয়ক মিনিস্টারের পদ থেকে টিউলিপ সিদ্দিকের ইস্তফার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন লেবার পার্টির এমপি এমা রেনল্ডস। গতকাল মঙ্গলবার তাঁকে নিয়োগ দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতিবিষয়ক মিনিস্টার (ইকোনমিক সেক্রেটারি) ছিলেন টিউলিপ সিদ্দিক। তিনি বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে। মন্ত্রী হিসেবে দেশটির আর্থিক খাতে দুর্নীতি দমনের দায়িত্বে ছিলেন টিউলিপ সিদ্দিক। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধেই শেষে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

টিউলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ এবং লন্ডনে একটি ফ্ল্যাট উপহার নিয়েছেন তিনি।

অভিযোগ ওঠার পর টিউলিপকে বরখাস্ত করতে প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারকে আহ্বান জানান বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির নেতা কেমি ব্যাডেনক।

এর একদিন পরই টিউলিপকে পদ ছাড়ার জন্য অনুরোধ জানায় দুর্নীতিবিরোধী জোট ইউকে অ্যান্টি-করাপশন কোয়ালিশন। এই জোটে রয়েছে ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ও অক্সফামের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন।

এমা রেনল্ডস

টিউলিপ এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো তদন্তের আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর ইন্ডিপেনডেন্ট অ্যাডভাইজার অন মিনিস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা) লাউরি ম্যাগনাসের কাছে চিঠি লেখেন।

এরপর টিউলিপের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। স্বাধীন তদন্তের স্বার্থে গতকাল নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ান টিউলিপ। এমন পরিস্থিতিতে টিউলিপের জায়গায় এমা রেনল্ডসকে নিয়োগ দেন কিয়ার স্টারমার।

৪৭ বছর বয়সী এমা রেনল্ডস গত বছরের জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে ১৪ বছর বিরোধী দলে থাকার পর লেবার পার্টি ক্ষমতায় ফিরে আসে।

এমা রেনল্ডস বর্তমানে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের ওয়াইকম্ব নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন। এর আগে তিনি ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে মধ্য ইংল্যান্ডের বিভিন্ন আসন থেকে নির্বাচন করে আইনপ্রণেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

'ওপেন-ডোর' বাতিল করবে স্টারবাকস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের 'পাবলিক বাথরুম' হতে চায় না বিশ্বখ্যাত ক্যাফে চেইন স্টারবাকস। এজন্য 'ওপেন-ডোর' নীতি বাতিল করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ওপেন-ডোর নীতির মাধ্যমে কাউকে কোনো কিছু কেনা ছাড়াই নিজেদের ক্যাফেতে বসা কিংবা বাথরুম ব্যবহারের সুযোগ দিত স্টারবাকস। খবর: সিএনএন।

স্টারবাকসের ঘোষিত নতুন আচরণবিধি ক্যাফেটির নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ব্রায়ান নিকোলের একটি কৌশলের অংশ। তিনি গ্রাহকদের ফিরিয়ে আনতে চান এবং কমে যাওয়া বিক্রয় পুনরুদ্ধার করতে চান। পদক্ষেপটি উত্তর আমেরিকার সব স্টারবাকস শাখায় প্রযোজ্য হবে এবং স্টোরের দরজায় নোটিশ আকারে প্রদর্শিত হবে। নতুন নিয়মে ভিক্ষাবৃত্তি, বৈষম্যমূলক আচরণ, বাইরের মদ পান এবং ভ্যাপিংও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নতুন নীতিমালার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

এছাড়া স্টারবাকস তাদের ক্যাফেতে গ্রাহকদের ধরে রাখতে নতুন কিছু সুবিধা চালু করেছে। আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে ক্যাফেতে অর্ডার করলে সব গ্রাহকই একবার ফ্রি হট বা আইসড কফি রিফিল পাবেন। এই কফি সিরামিক মগ বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য গ্লাসে পরিবেশন করা হবে। আগে এই সুবিধাটি শুধু স্টারবাকসের লয়্যালটি প্রোগ্রামের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শহর ও উপশহরে যথাযথ পাবলিক বাথরুমের অভাব রয়েছে। এই অভাব পূরণে স্টারবাকস, ম্যাকডোনাল্ডসসহ অন্যান্য চেইন ভূমিকা রেখেছে। ওপেন-ডোর নীতির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেকোনো ব্যক্তিকে ভেতরে প্রবেশ এবং বাথরুম ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে। স্টারবাকসের এই ওপেন-ডোর নীতি তাদের ব্র্যান্ডকে বাসা এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে 'তৃতীয় আরেকটি স্থান' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। এর মাধ্যমে তারা বিপুল গ্রাহক বাড়াতেও সক্ষম হয়েছে।

তবে এই নীতি কর্মচারী ও গ্রাহকদের জন্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে।ওপেন-ডোর নীতিটি ২০১৮ সালে কোম্পানিটির ইতিহাসে অন্যতম বড় একটি পাবলিক রিলেশন বিপর্যয়ের পর চালু হয়েছিল। সেবার যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার একটি স্টারবাকস শাখায় দুই কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বাথরুম ব্যবহার করতে চাইলে জানানো হয়, এটি শুধু পণ্য কিনে এমন গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত। ঘটনাটি ক্যামেরায় ধরা পড়লে তা স্টারবাকসের জন্য বড় বিপর্যয়ে ডেকে আনে।

২০৪ জন সাংবাদিক নিহত গাজার সংঘাতে

নিউজ ডেস্ক

গাজার সংঘাতে মোহাম্মদ আল-তালমাস নামে আরও এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তিনি ১৩ জানুয়ারি সোমবার গুরুতর আহত অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন। গাজা সিটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা বর্ষণে আহত হন তিনি।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজার বিভিন্ন স্থানে হামলার ঘটনায় ২০৪ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

আল-তালমাস বার্তা সংস্থা সাফার সাংবাদিক ছিলেন। তিনি গাজা সিটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট, ফেডারেশন অব আরব জার্নালিস্ট এবং বিশ্বের সব দেশের সব সাংবাদিক সংস্থাকে গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি সাংবাদিক এবং মিডিয়া কর্মীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের হামলা ও হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।

এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা বেশ এগিয়েছে। কাতারের আমিরের সঙ্গে বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে হামাসের একটি প্রতিনিধি দল জানিয়েছে, গাজা যুদ্ধবিরতির আলোচনা ভালোভাবে এগিয়ে চলছে। তবে একদিকে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে অপরদিকে গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে দখলদার বাহিনী।

বেশ কিছু মেডিক্যাল সূত্র

দাবানল মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে এলএ মেয়র ও ফায়ার চিফ

এইচ বি রিতা

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস জানান, ফায়ার চিফ ক্রিস্টিন ক্রাউলির প্রকাশ্য সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। তবে, দাবানল মোকাবিলায় তারা দুজন একসাথে কাজ করছেন এবং শহরের প্রতিক্রিয়ার যেকোনো ত্রুটি ভবিষ্যতে বিশ্লেষণ করা হবে বলে জানিয়েছেন।

শনিবার (জানুয়ারি ১১) এক সংবাদ সম্মেলনে মেয়র এসব কথা বলেন। এসময় ফায়ার চিফ ক্রাউলিও উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র বাস বলেন, 'আমি একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই, ফায়ার চিফ এবং আমি এই দাবানল নেভানো এবং জীবন বাঁচানোর ওপরই মনোযোগ দিচ্ছি। আমাদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'তবে এখন আমাদের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল অ্যাঞ্জেলেনোসদের এই সংকট থেকে বের করে আনা।'

বাস জানান, দাবানল নিয়ন্ত্রণে আসার পর শহরের জরুরি প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা করা হয়েছে এবং বিশেষ করে যা কাজ করা হয়নি তার একটি পূর্ণ হিসাব নেওয়া হবে। তখন পুনরুদ্ধারের কাজকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বাস শহরের বাসিন্দাদের ক্ষোভ এবং বিভ্রান্তি সম্পর্কে বাস অবগত, কারণ দাবানল ইতিমধ্যেই শহরের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন, 'সকল অ্যাঞ্জেলেনোসদের জন্য আমরা আহত। আমরা হতবাক।'

উল্লেখ, শুক্রবার ফায়ার চিফ ক্রিস্টিন ক্রাউলি অভিযোগ করেন যে শহরের বাজেট থেকে ১৭ মিলিয়ন ডলার কাটছাঁট করা হয়েছে, যা তার দপ্তরের দাবানল মোকাবিলার সামর্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এরপর একটি সূত্র সিএনএনকে জানায় যে মেয়র বাস এবং ক্রাউলির মধ্যে শুক্রবার বিকেলে একটি বৈঠক হয়েছিল। তবে মেয়রের অফিস একটি প্রতিবেদনের দাবি অস্বীকার করেছে, যেখানে বলা হয়েছিল যে মেয়র ফায়ার চিফকে বরখাস্ত করেছেন।

ট্রাম্পের হুমকির জবাবে মার্কিন পণ্যে শুল্ক বসাবে কানাডা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শুল্ক আরোপের বিষয়ে ট্রাম্পের হুমকির বিপরীতে এবার কানাডাও মার্কিন পণ্য শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশটি ১৫০ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলারের মার্কিন আমদানি পণ্যের উপর পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য। এতে বলা হয়, কানাডা সরকার মার্কিন পণ্যের বিশদ তালিকা প্রস্তুত করেছে। তবে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে জনসাধারণের পরামর্শ নেবে।

এ বিষয়ে দেশটির এক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে তারা ট্রাম্পের কাছে একটি রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছাতে চাচ্ছে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়, বিভিন্ন আসবাবপত্র, সিরামিক ও স্টিল পণ্য, কমলার রস এবং পোষা প্রাণীর খাবার।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে আরো একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা

মিশিগান

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান প্রবাসী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সনাতনীরা হ্যামট্রাম্যাকে 'রাধাকৃষ্ণ টেম্পল' নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গত মঙ্গলবার ৭ জানুয়ারি মিশিগান রাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরের কনান্ট স্ট্রিটে তিন লাখ ৩৫ হাজার ডলারে এ মন্দির কেনা হয়েছে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সদস্য হচ্ছেন ৮৬ জন। সদস্যরা ১ লাখ ডলার অনুদান দেন। ডাক্তার নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ ৪০ হাজার ডলার অনুদান দেন এবং বিনা সুদে ১ লাখ ৯৫ হাজার ডলার ঋণও দিয়েছেন।

হ্যামট্রাম্যাক শহরের বাসিন্দা অমূল্য চৌধুরীসহ আরো কয়েকজনের প্রচেষ্টায় তিন মাস আগে এ মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। তারা স্থানীয় সনাতনীদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করেন এবং নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের সাহায্যে এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

কিছু সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ শেষে মন্দিরটি উদ্বোধন করা হবে।

অমূল্য চৌধুরী জানান, মন্দির কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত ১০৮ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নেয়া হবে। ইতিমধ্যে ৮৬ জন সদস্য তাদের নাম নিবন্ধন ও অনুদান দিয়েছেন। মন্দির পরিচালনার জন্য কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, উপদেষ্টা পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

মিশিগানের বৃহত্তর ডেট্রয়েটে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ৫ শতাধিক সনাতনী পরিবারের দুই সহাস্রাধিক সদস্য রয়েছেন। তারা এ পর্যন্ত ৫টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আরো দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াধীন।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

ট্রাম্প শুল্ক বসালে মার্কিন পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক বসাবে কানাডা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কানাডার পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর জবাবে মার্কিন পণ্যের ওপর প্রতিশোধমূলক পাল্টা শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করছে কানাডা।

কানাডা সরকারের সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাল্টাপাল্টি শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। এতে সারা বিশ্বেই পণ্যের দাম বেড়ে যাবে।

কানাডার সূত্রটি সিএনএনকে জানিয়েছে, কানাডা মূলত ট্রাম্পকে একটি রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাচ্ছে। তাই তারা শুল্ক আরোপের জন্য এমন সব পণ্যের তালিকা তৈরি করেছে যেগুলোর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে।

কানাডার তালিকায় বার্বন, জ্যাক ড্যানিয়েলসের মতো অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়র সঙ্গে বিভিন্ন আসবাবপত্র, সিরামিক ও স্টিল পণ্য, কমলার রস ও পোষা প্রাণীর খাবারও রয়েছে বলে জানা গেছে।

কানাডার কয়েকজন কর্মকর্তা বলেছেন, কানাডায় বিপুল পরিমাণ জ্বালানি রপ্তানি করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হলে জ্বালানির ওপরেও কানাডা সরকার শুল্ক আরোপ করতে পারে।

গত শুক্রবার কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানি জোলি বলেন, 'আমাদের (শুল্কযুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথা আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।'

কানাডার পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করলে এর পরিণতি কী হবে তা ট্রাম্প ও তার উপদেষ্টাদের জানা উচিত বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।

এদিকে বিজনেস কাউন্সিল অব কানাডার সিইও গোল্ডি হাইডার বলেছেন, কানাডার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্ক নিয়ে মতামত দিতে বলা হয়েছে।

চুক্তির শর্ত 'চূড়ান্ত', গাজায় যুদ্ধবিরতি শিগগিরই!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের মুক্তির জন্য ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে একটি চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত করা হচ্ছে। এই মধ্যস্ততার বিষয়ে খোঁজ রাখছেন এমন একজন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিবিসির এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদন বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, একটি চুক্তি 'সম্পূর্ণ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে' এবং তাঁর প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে জরুরিভাবে কাজ করছে।

একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, আলোচনা 'উন্নত পর্যায়ে' রয়েছে, 'ঘণ্টা, দিন বা তারও বেশি সময়ের' আগেই চুক্তি সম্ভব।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রোববার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এবং সোমবার কাতারের শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানির সঙ্গে কথা বলেছেন- যিনি আলোচনার মধ্যস্থতা করছেন।

ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, সোমবার একই ভবনে হামাস এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তারা পরোক্ষ আলোচনা করেছেন। চুক্তির কিছু সম্ভাব্য বিবরণ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'বিস্তারিত প্রযুক্তিগত আলোচনায় যথেষ্ট সময় লেগেছে।'

উভয় পক্ষই একমত হয়েছে, চুক্তির প্রথম দিনেই হামাস তিনজন জিম্মিকে মুক্তি দেবে, এর পর ইসরায়েল জনবহুল এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করবে। সাত দিন পর, হামাস আরও চারজন জিম্মিকে মুক্তি দেবে এবং ইসরায়েল দক্ষিণের বাস্তুচ্যুত মানুষকে উত্তরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেবে, তবে তা কেবল উপকূলীয় সড়ক দিয়ে পায়ে হেঁটে।

গাড়ি, পশু-টানা গাড়ি এবং ট্রাকগুলোকে সালাহ আল-দিন রোড সংলগ্ন একটি পথ দিয়ে অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হবে, যা কাতার-মিশরীয় প্রযুক্তিগত সুরক্ষা দল দ্বারা পরিচালিত একটি এক্স-রে মেশিন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

চুক্তিতে ইসরায়েলি বাহিনীকে ফিলাডেলফি করিডোরে থাকার এবং প্রথম পর্যায়ে পূর্ব ও উত্তর সীমান্তে ৮০০ মিটার বাফার জোন বজায় রাখার বিধান রয়েছে, যা ৪২ দিন স্থায়ী হবে।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ইসরায়েল এক হাজার ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দিতেও সম্মত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১৯০ জন ১৫ বছর বা তার বেশি সাজা ভোগ করছেন। বিনিময়ে হামাস ৩৪ জন জিম্মিকে মুক্তি দেবে। যুদ্ধবিরতির ১৬তম দিনে চুক্তির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হবে।

একজন ইসরায়েলি-আমেরিকান জিম্মির বাবা বিবিসির নিউজআওয়ারকে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করতে চান যে, ইসরায়েল একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে।

চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে নজর রাখা হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলেছেন, এই সপ্তাহে, বাইডেনের মেয়াদ শেষের সপ্তাহে একটি চুক্তি করা যেতে পারে। বাইডেনের মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে কথা বলার কথা ছিল।

নিউইয়র্ক সিটিকে পরিবারের জন্য সেরা জায়গা করে গড়ে তোলা লক্ষ্য

মেয়র এরিক অ্যাডামস্

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ নিউইয়র্কবাসীর সঙ্গে শহরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বলেছেন। এ সময় নিউইয়র্ক সিটিকে পরিবার গড়ার জন্য সেরা জায়গা করার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

সোমবার (১৩ জানুয়ারি) কমিউনিটি অপ:এড-এ এরিক অ্যাডামস্ উল্লেখ করেন, তিন বছর আগে, যখন তিনি দায়িত্ব নেন, তখন কোভিড, অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা শহরটিকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছিল এবং অনেক পরিবার শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, শহরটি শুধু আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না, বরং আগের চেয়ে উন্নত হবে।

অ্যাডামস্ মেয়রের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে শহরের রাস্তায় হাজার হাজার নতুন অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ২০ হাজার অবৈধ অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধে ৪৮৫ মিলিয়ন ডলারের অ্যাকশন প্ল্যান চালু করা হয়েছে, যার ফলে হত্যাকাণ্ড এবং বন্দুক সহিংসতার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ট্যাক্স ছাড়ে পরিবর্তন ঘটেছে। নাগরিকদের জন্য গত তিন বছরে ৩০ বিলিয়ন ডলার ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং ট্যাক্স ছাড়ে শত শত মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছে।

নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে, শহরে সর্বাধিক চাকরি এবং ছোট ব্যবসা চালু হয়েছে। শহরের ১ লাখ ৫০ হাজার যুবসমাজকে আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনের আওতায় আনা হয়েছে। সংখ্যালঘু-ও-মহিলাদের মালিকানাধীন ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য ডেলিভারি অব্যাহত রাখা সহ চুক্তিতে $৬.৪ বিলিয়ন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দুই বছর ধরে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের ক্ষেত্রে রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলফলক স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, পাবলিক হাউজিংয়ের জন্য বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং একটি যুগান্তকারী জোনিং প্রস্তাব পাস করা হয়েছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'শহরটিকে আরও নিরাপদ করতে, আমরা আমাদের সাবওয়েতে শত শত নতুন অফিসার যুক্ত করছি এবং স্মার্ট, আপস্ট্রিম বিনিয়োগ করছি যা প্রথমে অপরাধ প্রতিরোধ করে। এই বছর আমরা $১৬৩ মিলিয়ন ব্যয়ে পাঁচটি সফল কর্মসূচির সম্প্রসারণ শুরু করব, যা তরুণদের চাকরি, কলেজ এবং পরামর্শের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে। আমাদের বিশ্বাস, যদি আমরা শিক্ষায় বিনিয়োগ না করি, তবে কারাগারে বিনিয়োগ করতে হবে। তাই এই কর্মসূচিগুলোর পরিসর বাড়িয়ে ৮ হাজার তরুণ নিউইয়র্কারের কাছে পৌঁছানো হবে। আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, আমাদের রাস্তাঘাট এবং সাবওয়েতে মানুষকে অবহেলায় পড়ে থাকতে দেওয়ার দিন শেষ। আমরা ইতোমধ্যে ৮ হাজার মানুষকে সাবওয়ে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে এসেছি এবং যারা নিজের যত্ন নিতে পারে না, তাদের সহায়তা করার দায়িত্ব নিয়েছি। তবে আমাদের আরও দূর যেতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'গত সপ্তাহে আমি এই কাজে আরও গতি আনতে এবং নিউইয়র্ক সিটির রাস্তায় গৃহহীনতা মোকাবিলার জন্য $৬৫০ মিলিয়ন বিনিয়োগ করা হবে বলে ঘোষণা করেছি। এর আওতায় রাস্তায় বসবাসরত মানুষের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা ও বিশেষায়িত সেবা প্রদানে ৯০০ নতুন 'সেফ হ্যাভেন বেড' যোগ করা হবে; গুরুতর মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন এমন গৃহহীনদের যত্ন নেওয়ার জন্য একটি নতুন কেন্দ্র চালু করা হবে; এবং আশ্রয়ের জন্য আবেদন করা ভবিষ্যৎ অভিভাবকদের স্থায়ী আবাসন নিশ্চিত করতে একটি নতুন প্রোগ্রাম চালু করা হবে। কারণ, আমাদের শহরের আশ্রয় ব্যবস্থায় আর কোনো শিশুর জন্ম হওয়া উচিত নয়।'

মেয়র উল্লেখ করেন, নিউইয়র্কবাসী উচ্চ ব্যয়ের কারণে উদ্বিগ্ন। তাই পরিবারগুলোর আর্থিক সংকট কাটাতে একটি নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'City of Yes for Families' প্রকল্পের মাধ্যমে পারিবারিক আকারের বাড়ি এবং মাল্টি-জেনারেশনাল পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা পরিবার-বান্ধব পাড়া গড়ে তুলতে সিটি এজেন্সি ও কাউন্সিলের সঙ্গে কাজ করব। এখানে বড় পরিবারের জন্য বাড়ি এবং বহু প্রজন্মের সদস্যদের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি, স্কুল, লাইব্রেরি, মুদি দোকান এবং খেলার মাঠের কাছাকাছি আরও বাড়ি তৈরি হবে। পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বাড়াতে আমরা একটি সাহসী প্রস্তাব এনেছি, যা ১৫০ শতাংশ বা তার কম আয়ের কাজ করা পরিবারগুলোর সিটি ইনকাম ট্যাক্স মওকুফ করবে।

শামীম ওসমান-নানকসহ পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

৪৫০ কোটি টাকা পাচার

ঢাকা ডেস্ক

শামীম ওসমান

নানক

৪৫০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের পরিবারের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) দুদকের উপপরিচালক জালাল উদ্দিন আহাম্মদ বাদী হয়ে কমিশনের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ে মামলাগুলো দায়ের করেন। দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

প্রথম মামলায় জাহাঙ্গীর কবির নানক, তাঁর স্ত্রী ও রাতুল টেলিকমের চেয়ারম্যান সৈয়দা আরজুমান বানু, তাঁর মেয়ে রাতুল টেলিকমের পরিচালক এস আমরিন রাখিকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে আসামিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২(ক)(২) ধারা লঙ্ঘন করে ২৫৯ কোটি ৬২ লাখ ৫ হাজার ১৫৮ টাকা বা ৩ কোটি ৩২ লাখ ৮৪ হাজার ৬৮১ মার্কিন ডলার পাচার করেন। দেশের স্বার্থে আনার যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে না এনে অপরাধ করেছেন।

অপর মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কে টেলিকমিউনিকেশন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান সালমা ওসমান, প্রতিষ্ঠানটির এমডি তানভীর আহমেদকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে জানা যায়, তাঁদের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৫৮ মার্কিন ডলার বা ১৯৩ কোটি ৯১ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ টাকা পাচার ও আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা বিটিআরসির আইজিডব্লিউ লাইসেন্সধারী অপারেটর হিসেবে ৯১ কোটি ৫০ লাখ ৯২ হাজার ৮৬৫ টাকা আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল মিনিটের মূল্য বাবদ অর্জিত ১৯৩ কোটি ৯১ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ টাকা মূল্যের ২ কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৫৮ মার্কিন ডলার (বৈদেশিক মুদ্রা) পাচার করেন।

দুদক বলছে, এই টাকা দেশে আনার যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে না এনে মানি লন্ডারিং অপরাধ করেন।

জানা যায়, বিগত দিনে শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে দুদকের দুটি মামলাসহ ১৭টি মামলা হয়েছিল। যার মধ্যে কয়েকটি মামলা হাইকোর্ট কর্তৃক স্থগিত রয়েছে। বেশ কিছু মামলা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে। কয়েকটিতে তিনি খালাস পেয়েছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির বিগত দিনের

শেষ পৃষ্ঠার পর

অব ট্রাস্টির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি অল্প দিন হল। বিদায়ী কমিটির কাছ থেকে কি পেলাম এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি এর সবকিছু বোর্ড অব ট্রাস্টিকে অবহিত করা।'

মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দিন দেওয়ান ছাড়াও কার্যকরী পরিষদের অন্য সদস্যরা অনুষ্ঠান উপস্থিত সবাইকে অবহিত করেন বিদায়ী কমিটির (২০২৩-২০২৪) নানা কর্মকান্ডে গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নানা গড়মিল পাওয়া গেছে। বিশেষ করে বিদায় কমিটির কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের সময় অনেক কিছু সঠিকভাবে বুঝে পাননি বলে তারা সবাইকে অবহিত করেন। একই সাথে নানা অসঙ্গতির কথাও জানান উপস্থিত সবাইকে। কবর ও ব্যাংক খাতে লেনদনে অনেক গরমিল রয়েছে বলেও সভাকে অবহিত করেন তারা। এ সময় উল্লেখ করেন গত ১৬ ই ডিসেম্বর নতুন নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে বিদায়ী কোষাধক্ষ্য নওশাদ হোসেন তার দেয়া বক্তব্যে সবাইকে অবহিত করেন ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ডলার সংগঠনের ফান্ডে রেখে যাচ্ছেন। তবে নতুন কোষাধক্ষের কাছে ব্যাংক ট্রান্সফার ও হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া সময় টাকার পরিমাণে ব্যাপক গরমিল পাওয়া যায়। বিশেষ করে গঠনতন্ত্রের তোয়াক্কা না করে বিদায়ী কমিটির কর্মকর্তারা অভিষেকের দিন ১৬ ডিসেম্বর ২ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার ব্যয় করে ৩৬০টি কবর কিনেন; যা এখনো পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী নয়।

এ সময় তারা বলেন, 'সোসাইটির বিগত দিনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমান কমিটি যে গড়মিল পেয়েছে তা তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে বিদায় কমিটি কাছ থেকে জানতে হবে।'

পরবর্তী বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যরা এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন। এ সময় তারা বলেন 'সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বড় ধরনের কোন অর্থ খরচ করতে হলে অবশ্যই বোর্ড অব ট্রাস্টির মতামত এবং অনুমতি নিতে হয়। কবর ক্রয়ের বিষয়ে সে ধরনের কোন কিছুই বিগত কমিটি করেনি। সোসাইটিকে জবাবদিহিতামূলক সংগঠন করতে হলে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।'

পরবর্তী সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়; যে কমিটি আগামী ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে বিদায়ী কমিটির কাছ থেকে এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য জানতে চাইবে একই সাথে পরবর্তী করণীয় ঠিক করবে।

কমিটির সদস্যরা হলেন মো. আক্তার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, আবুল কালাম ভুঁইয়া, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, রিজু মোহাম্মদ, আতাউর রহমান সেলিম, মোহাম্মদ আলী।বাংলাদেশ সোসাইটির বিগত দিনের অনিয়ম তদন্তে কমিটি গঠন

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র: বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি ও বোর্ড অব ট্রাস্টির যৌথ সভা রোববার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে নিউইয়র্কে সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচলনায় সভায় ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য মো. আক্তার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মো. এমদাদুল হক কামাল, আব্দুল হাসিম হাসনু, ওয়াসি চৌধুরী, মো. শাহজাহান সিরাজী ও মো. আতরাউল আলম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানী, কার্যকরি সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

সভায় কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী।

সভায় কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের বোর্ড অব ট্রাস্টির উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন মোহাম্মদ আলী। বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন আতাউর রহমান সেলিম। এ সময় তারা একে অন্যের সাথে পরিচিত হন এবং সবাই সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে আতাউর রহমান সেলিম বলেন, 'আজকের এই যৌথ সভার মূল উদ্দেশ্য হল নতুন নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সাথে বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি অল্প দিন হল। বিদায়ী কমিটির কাছ থেকে কি পেলাম এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি এর সবকিছু বোর্ড অব ট্রাস্টিকে অবহিত করা।'

মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দিন দেওয়ান ছাড়াও কার্যকরী পরিষদের অন্য সদস্যরা অনুষ্ঠান উপস্থিত সবাইকে অবহিত করেন বিদায়ী কমিটির (২০২৩-২০২৪) নানা কর্মকান্ডে গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নানা গড়মিল পাওয়া গেছে। বিশেষ করে বিদায় কমিটির কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের সময় অনেক কিছু সঠিকভাবে বুঝে পাননি বলে তারা সবাইকে অবহিত করেন। একই সাথে নানা অসঙ্গতির কথাও জানান উপস্থিত সবাইকে। কবর ও ব্যাংক খাতে লেনদনে অনেক গরমিল রয়েছে বলেও সভাকে অবহিত করেন তারা। এ সময় উল্লেখ করেন গত ১৬ ই ডিসেম্বর নতুন নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে বিদায়ী কোষাধক্ষ্য নওশাদ হোসেন তার দেয়া বক্তব্যে সবাইকে অবহিত করেন ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ডলার সংগঠনের ফান্ডে রেখে যাচ্ছেন। তবে নতুন কোষাধক্ষের কাছে ব্যাংক ট্রান্সফার ও হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া সময় টাকার পরিমাণে ব্যাপক গরমিল পাওয়া যায়। বিশেষ করে গঠনতন্ত্রের তোয়াক্কা না করে বিদায়ী কমিটির কর্মকর্তারা অভিষেকের দিন ১৬ ডিসেম্বর ২ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার ব্যয় করে ৩৬০টি কবর কিনেন; যা এখনো পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী নয়।

এ সময় তারা বলেন, 'সোসাইটির বিগত দিনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমান কমিটি যে গড়মিল পেয়েছে তা তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে বিদায় কমিটি কাছ থেকে জানতে হবে।'

পরবর্তী বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যরা এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন। এ সময় তারা বলেন 'সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বড় ধরনের কোন অর্থ খরচ করতে হলে অবশ্যই বোর্ড অব ট্রাস্টির মতামত এবং অনুমতি নিতে হয়। কবর ক্রয়ের বিষয়ে সে ধরনের কোন কিছুই বিগত কমিটি করেনি। সোসাইটিকে জবাবদিহিতামূলক সংগঠন করতে হলে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।'

পরবর্তী সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়; যে কমিটি আগামী ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে বিদায়ী কমিটির কাছ থেকে এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য জানতে চাইবে একই সাথে পরবর্তী করণীয় ঠিক করবে।

কমিটির সদস্যরা হলেন মো. আক্তার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, আবুল কালাম ভুঁইয়া, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, রিজু মোহাম্মদ, আতাউর রহমান সেলিম, মোহাম্মদ আলী।

গ্লোবাল জালালাবাদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানুষের চাহিদা সামনে রেখে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন সিলেট কমিটি কাজ করবে।'

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন সিলেট বিভাগীয় কমিটির অভিষেক ও প্রবাসী নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সৌহার্দ্য-২০২৫-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসোসিয়েশনের সিলেট বিভাগীয় শাখার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এম আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে রোববার (১২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সিলেট নগরীর দরগাহ গেইটস্থ গ্রান্ড মোস্তফা হোটেল আবাবিল কনফারেন্স হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক হেলাল নির্ঝর ও কবি মামুন সুলতানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ মঈনুস সুলতান, চ্যানেল এসের (ইউকে) চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, যুক্তরাজ্য প্রবাসী আলাউদ্দিন আহমেদ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আজিজুর রহমান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. কাপ্তান হোসেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. আব্দুল মুনিম জাহেদী (ক্যারল), সহ সভাপতি অলি উদ্দিন শামীম, এসোসিয়েশনের স্পেন শাখার প্রেসিডেন্ট আমিন আলী রফিক, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির রহমান, অস্ট্রেলিয়া শাখার প্রেসিডেন্ট রাসেল আহমদ, মালয়েশিয়া শাখার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জাকারিয়া, পর্তুগাল শাখার প্রতিনিধি মো. শহীদুজ্জামান চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া। স্বাগত বক্তব্য দেন এসোসিয়েশনের সিলেট বিভাগীয় কমিটির অভিষেক ও প্রবাসী নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সৌহার্দ্য-২০২৫'-এর আহ্বায়ক বদরুল ইসলাম চৌধুরী বদর। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আব্দুল মুকিত আজাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এসোসিয়েশনের সিলেট বিভাগীয় শাখার সাধারণ সম্পাদক বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রিপন আহমদের সঞ্চালনায় অভিনয় শিল্পী ছিলেন বেলাল আহমদ মুরাদ ও আব্দুল মুকিত অপি। গান করেন ফকির মাহমুদা, সুপ্রিয়া দে, সায়েম আহমদ, রিপন দে, সন্তোষ দাস ও অনুপ সরকার।

অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের সিলেট বিভাগীয় কমিটির নেতৃবৃন্দকে বরণ করা হয় এবং প্রবাসী নেতৃবৃন্দকে সম্মাননা স্মারক দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে মঈনুস সুলতান বলেন, 'আমি ১৬টি দেশে কাজ করেছি। একটি সংগঠন গঠন করতে হলে অনেক পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন। আমি নিজেও কয়েকটি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম, কোনো কোনো সময়

নেতৃত্বও দিতে হয়েছে। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সমাজসেবামূলক কাজ সম্পর্কে আমার জানা আছে। আশা করবো, এই সংগঠনের একটি অংশ হিসেবে সিলেট বিভাগীয় কমিটি কাজ করবে।'

আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি বলেন, 'গ্রামে-গঞ্জে কিংবা দেশীয় অনেক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সিলেটিদের দাবি-দাওয়া আদায়ে সেই ধরনের কোনো সংগঠন ছিল না। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা গ্লোবালি কাজ করছি। এ সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে।'

এম আতাউর রহমান পীর বলেন, 'যেই লক্ষ্যে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই লক্ষ্যকেই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে সিলেট বিভাগীয় কমিটি। এছাড়া সিলেটের যাবতীয় সমস্যা সমাধানেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া চেষ্টা করবে।'

বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছাড়াও তার শৈশবকালের বন্ধু, এই এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি, সিনিয়র-জুনিয়র অনেকের সঙ্গেই সারাদিন সময় কাটিয়েছেন। এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত প্রোগ্রাম। সেখানে থাকা দুটি পুকুরে বসে সারাদিন সময় কাটিয়েছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, এখানে সঙ্গীত বিদ্যালয় রয়েছে একটি। আর এটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেখানকার শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশনা করেছেন এবং তাদের অনুরোধেই বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ইনকাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম জানান, কোন জরিমানা ছাড়াই ২০২৪ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ছয় মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই শোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে, নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

তিনি সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে জানান, এ ট্যাক্স সিজনে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ১৪০ মিলিয়ন ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যুদ্ধবিরতির পরও গাজায় হামলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

হামাসের কর্মকর্তা ইজ্জাত আল-রিশেক বলেছেন, কাতারের রাজধানী দোহায় যে চুক্তি হয়েছে তাতে গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, বাস্তুচ্যুত লোকদের তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়া এবং যুদ্ধের স্থায়ী সমাপ্তিসহ ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর সমস্ত শর্তই পূরণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে "জিম্মি ও তাদের পরিবারের দুঃখকষ্টের" অবসানে চুক্তি "এগিয়ে নিতে সহায়তা" করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, গাজায় এখন পর্যন্ত ৪৬ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকা জুড়ে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও ১০ হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছেন। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

ইসরায়েল ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। এছাড়া গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গত বছরের নভেম্বরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত।

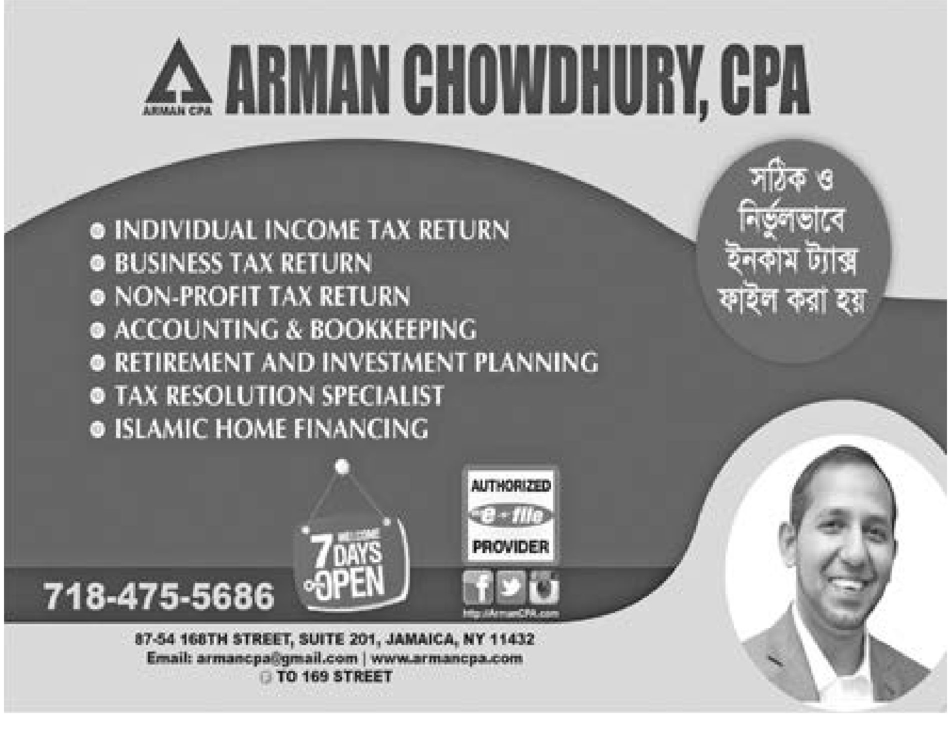

ছাগল-কাণ্ডের মতিউর স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার, রিমান্ডে

ঢাকা অফিস

মতিউর রহমান

‘উচ্চবংশীয় ছাগল-কাণ্ডে’ আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমান ও তাঁর প্রথম স্ত্রী লায়লা কানিজ লাকিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে তাঁদের রাজধানীর বসুন্ধরার একটি বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারের সময় একটি শটগান ও ২৪টি গুলি উদ্ধার করা হয়।

বিকেলে আদালতে হাজির করে অস্ত্র মামলায় মতিউরকে তিন দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। লায়লা কানিজকে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়। এ মামলায় তাঁকে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদনের শুনানি হবে ১৯ জানুয়ারি।

একাধিক মামলা থাকা মতিউর ও তাঁর প্রথম স্ত্রী সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান লায়লা কানিজকে সকালে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। গ্রেপ্তারের সময় শটগান-গুলি উদ্ধারের ঘটনায় ভাটারা থানায় করা মামলায় মতিউরকে বিকেলে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তারের আদালতে হাজির করা হয়। ওই মামলায় তাঁকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে বলেন, এটি লাইসেন্স করা অস্ত্র হলেও লাইসেন্স নবায়ন করা হয়নি। তিনি ২৫টি গুলি নিলেও একটিও গুলি নেই। এ জন্য তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।

রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন ঢাকার মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী। আদালতের অনুমতি নিয়ে মতিউর বলেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। বিগত সরকার ছাগল-কাণ্ডের ঘটনা সাজিয়ে তাঁকে নাস্তানাবুদ করেছে।

শটগানটি নিজে কিনেছেন। এটি লাইসেন্স করা, তবে নবায়ন করা হয়নি। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে একটি গুলি করে তা নষ্ট করেছেন। তিনি সবকিছু বলেছেন, তাই রিমান্ডে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পরে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে মতিউর ও তাঁর পরিবারের সম্পদ ক্রোক এবং অবরুদ্ধের নির্দেশ দেন ঢাকার আদালত। বিপুল পরিমাণ সম্পদ ক্রোক এবং ১৯টি কোম্পানিতে ৩ কোটি ৭৮ লাখ ৪৬ হাজার ৫১৭টি শেয়ার অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন আদালত।

লায়লা কানিজকে দুদকের করা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের অর্জনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেনের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং রিমান্ড আবেদনের শুনানির জন্য ১৯ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন। দুদকের পিপি মীর আহমেদ আলী সালাম বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।

অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে মতিউর, তাঁর প্রথম স্ত্রী লায়লা কানিজ, ছেলে তৌফিকুর রহমান ও মেয়ে ফারজানা রহমানের বিরুদ্ধে ৬ জানুয়ারি পৃথক তিনটি মামলা করে দুদক। গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর মতিউর ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী শাম্মী আখতার শিবলীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করে দুদক।

গত ঈদুল আজহায় ১৫ লাখ টাকায় ‘উচ্চবংশীয়’ ছাগল কেনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হন মুশফিকুর রহমান ওরফে ইফাত নামের এক যুবক। এই ছাগল-কাণ্ডের জেরেই আলোচনায় আসেন ইফাতের বাবা এনবিআরের সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমান। তখন মতিউর রহমান ও তাঁর পরিবারের নামে-বেনামে রিসোর্ট, শুটিং স্পট, বাংলো বাড়ি, জমিসহ বিপুল সম্পদের তথ্য সামনে আসে। একপর্যায়ে মতিউরকে এনবিআর থেকে সরিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে যুক্ত করা হয়। সরিয়ে দেওয়া হয় রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকে

সীমান্তে আর কোনো লাশ দেখতে চাই না: সারজিস

ঢাকা ডেস্ক

সীমান্ত হত্যা বন্ধের দাবি জানিয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘আমরা সীমান্তে আর কোনো লাশ দেখতে চাই না। বাংলাদেশের যত নাগরিককে ওই সীমান্তে লাশ করা হয়েছে, তার বিচার আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে করতে হবে।’

কুড়িগ্রাম শহরের কলেজ মোড়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ‘মার্চ ফর ফেলানী’ কর্মসূচির শুরুতে সারজিস আলম এ কথা বলেন। সীমান্তে সব হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং সীমান্ত হত্যা বন্ধের দাবিতে এ কর্মসূচি যৌথভাবে পালন করছে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুড়িগ্রাম জেলা শাখা। কুড়িগ্রাম শহর থেকে যাত্রা করে জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার রামখানা ইউনিয়নের দীঘিরপাড় এলাকায় সমাবেশে মিলিত হয় পদযাত্রাটি। এরপর সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার কুড়িগ্রামের কিশোরী ফেলানীর বাড়িতে যান নেতারা।

সারজিস আলম বলেন, ‘আজকের পর থেকে আমাদের কোনো ভাই কিংবা বোন যদি কাঁটাতারে ঝুলে থাকে, তাহলে আমাদের পরবর্তী মার্চ ওই কাঁটাতারের দিকে হবে। আর সেটা হলে আমাদের লক্ষ্য কাঁটাতার ভেদ করে যত দূর চোখ যায়, তত দূর যাবে।’

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
OLD CLUB MAN
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ
নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

বাংলাদেশের নির্বাচন শাঁখের করাত এবং সাধু সাবধান

কাকন রেজা

শেখ হাসিনাকে ভারত যখন আশ্রয় দেয়, তখনই বলেছিলাম, ভারত শেখ হাসিনাকে ছাড়তে চাইবে না। কারণ শেখ হাসিনা তাদের কাছে এখন শাঁখের করাত। বরং রাখলে করাত যতটুকু কাটবে তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা সম্ভব। কিন্তু ছেড়ে দিলে শেখ হাসিনার প্রগলভতা ভারতকে ভয়াবহ বিপদে ফেলতে পারে। যেমন, 'ভারতকে যা দিয়েছি সারাজীবন মনে রাখতে হবে'- এই কথাটুকুই ভারতকে ভয়াবহ প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ-ভারতসহ সারাবিশ্বের রাজনীতি সচেতন মানুষের কাছে। সুতরাং ভারত চাইবে তাকে কব্জায় রেখে বাংলাদেশ সরকারের সাথে নেগোশিয়েশন করতে। অন্যার্থে বলতে পারেন, দর কষাকষি করতে।

দর কষাকষির ক্ষেত্রে বলতে চাই, ভারত উপলব্ধি করতে পারছে, হাসিনা যুগ শেষ হয়েছে। তাদের রিয়েলিটি মেনে নিতে হবে। সেই মেনে নেয়ার ক্ষেত্র থেকেই ভারত সম্ভবত চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষের দলগুলোর সাথে যোগাযোগ বাড়াতে। জামায়াতের সাথে যোগাযোগ তারই ইঙ্গিত। ভারত সম্ভবত ইউনুস সরকারের সাথে বড় কোনো নেগোশিয়শনের ব্যর্থ হয়েছে। সাতাশ দেশের রাষ্ট্রদূতকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে দিয়েই বোঝা গেছে তার অনেকটা। সাতাশ দেশের রাষ্ট্রদূতকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ভিসা প্রসেসিং বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ থেকে করতে হবে, ভারত থেকে নয়। সীমান্তের কথা বলতে গেলে, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা ভারতের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শুরু করেছে। চাপাইনবাবগঞ্জ, লালমনিরহাট, নওগাঁ সীমান্ত যার প্রমাণ। কলকাতা বন্দর ব্যবহার না করে মালদ্বীপের বন্দর ব্যবহার করাও তার একটি। আরো অনেক বিষয় রয়েছে যাতে সুবিধা করতে পারছে না ভারত। বিশেষ করে ড. ইউনুসের বৈশ্বিক প্রভাবের কাছে পিঁছু হঠতে হচ্ছে ভারতকে এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রেও। এমনকি সরকারের মধ্যে থাকা ভারতের প্রতি সংবেদনশীল অংশও সহজে বাগে আনতে পারছে না ড. ইউনুসকে। মূলত ড. ইউনুস এখন ভারতে প্রধানতম অস্বস্তির কারণ। যেমন কারণ ছিলেন স্বাধীনচেতা বেগম খালেদা জিয়া। প্রণব মুখার্জির সাথে দেখা করতে যাননি বলে তাকে ভুগতে হয়েছে, কিন্তু তারপরও তিনি মাথা নোয়াননি।

সব হিসেবেই ভারতের পক্ষে ড. ইউনুসকে মেনে নেয়া অনেকটাই অসম্ভব। যদিও তারা প্রকাশ্যে কিছু বলছে না, কিন্তু তাদের সমূহ ভাষা সে কথাই বলছে। সম্ভবত সেজন্যেই বাংলাদেশের নির্বাচনকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে দিল্লির সাউথ ব্লক। তারই ধারাবাহিকতায় ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে নির্বাচিত সরকার এলে'। গত ১৩ জানুয়ারি দিল্লিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বার্ষিক প্রেস কনফারেন্সে এ কথা বলেছেন তিনি। কেউ হয়তো বলবেন, এটা তো সেনাবাহিনী প্রধানের কথা। তাদের বলছি, ভারত সরকার জানে, কখন কার মুখ থেকে কী বলাতে হবে। এটা নিয়ে আলগা কেচ্ছা বানানোর কিছু নেই। সেনাবাহিনীর প্রধানের কথায় এটা পরিষ্কার, ড. ইউনুসের সরকার থাকাকালীন ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে না।

অনেকে চিন্তা করেন ভারত শেখ হাসিনাকে প্রতিস্থাপন করতে চাইছে। এই ধারণাও সম্ভবত ঠিক নয়। কারণ ভারত জানে, শেখ হাসিনার রাজনীতি এখন মৃত। শেখ হাসিনাকে দিয়ে আওয়ামী লীগতে এত দ্রুত পুনর্জীবিত করা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব হয়নি ৭৫ পরবর্তী সময়ে। একুশ বছর লেগেছে আওয়ামী লীগকে ঘুরে দাঁড়াতে। ৭৫ এর সাথে ২০২৪ এর ফারাক অনেকটাই। শেখ মুজিবের পরিবারকে যখন হত্যা করা হলো, তখন

> বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিগত দিনের মতন আবার নাক গলাতে শুরু করেছে ভারত। ভারত যা চায় তার উল্টো পথেই বাংলাদেশের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা, এটা মনে রাখতে হবে। ভারতের চাওয়ার পথে হাঁটলে সেটা হবে শাঁখের করাতে মতন, নিশ্চিত কাটা পড়তে হবে।

এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন অনেকেই, এখনো করেন। এই হত্যাজনিত আবেগের কারণেই আওয়ামী লীগের তৃতীয়বারের মতন পুনর্জন্ম হয়েছিলো। তিন প্রজন্মই মূলত শেষ কথা, এরপরে চতুর্থ প্রজন্ম বলে কিছু নেই। এটা আমি বলি না, গুণী মানুষেরা বলেন। প্রথম জন্ম ৪৭ পরবর্তী, দ্বিতীয় ৭১ পরবর্তী, তৃতীয় হলো ৯০ পরবর্তী। ২৪ পরবর্তী হয় চতুর্থ প্রজন্ম। সুতরাং এটা নিয়ে খুব একটা আশার কিছু নেই, ভারত বিলম্বে হলেও তা বুঝতে পেরেছে। তাই তারা চেষ্টা করছে অন্যভাবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিকদলগুলো মধ্যে বিভিন্ন লবির কথা প্রচলিত রয়েছে। যে ভারত বিরোধীতার কারণে আজকে বিএনপি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দল তারমধ্যেও ভারতীয় লবি রয়েছে, এমনটাই জনশ্রুতি। অন্যান্য দলেও রয়েছে। খোদ জামায়াতও এখন প্রশ্নবিদ্ধ। বিএনপিও ভারতপন্থার অভিযোগ এনেছে জামায়াতসহ কোনো-কোনো দলের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, 'দলগুলো একটি দেশের ফাঁদে পা দিয়েছে', এমনটা বলে। কিছুদিন পূর্বে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য থেকেই এসব পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের মানুষ মূলত ভারতবিরোধী। আর সেই বিরোধীতার সঙ্গত কারণও রয়েছে। রয়েছে ভারতের বদৌলতে মানুষের ভোটাধিকার হরণের ইতিহাস। এরও আগে বাংলাদেশকে স্যাটেলাইট রাষ্ট্রে পরিণত করার হীন প্রচেষ্টা। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান দেশের মানুষের পালস বুঝেই বিএনপির রাজনীতি শুরু করেছিলেন। ফলে দলটি মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলো দ্রুত। বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের পার্থক্য হলো বিএনপি কর্মী ও সমর্থক নির্ভর দল। আর আওয়ামী লীগ নেতা নির্ভর সংগঠন। জিয়াউর রহমান বিএনপিকে ভারতবিরোধী থিমেই টিউনড করেন। বর্তমান সরকার যেমন ভারতের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, তেমনি কিংবা তারো বেশি বলতেন জিয়াউর রহমান। সেই কথা বলার ধারাবাহিকতাই ছিলো এবার জুলাই অভ্যুত্থানের মূল থিম। 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা'- এই স্লোগানের তাৎপর্য বুঝেই ভারত এখন আওয়ামী লীগের বিকল্প খুঁজতে লেগেছে।

চিন্তা করে দেখুন, ১৩ জানুয়ারি ভারতের সেনাপ্রধান নির্বাচিত সরকারের কথা বললেন। প্রকারান্তরে যার অর্থ হলো নির্বাচন দিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে চাপ দেয়া। এর পরদিনই প্রধান দল বিএনপির পক্ষ থেকে 'জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব', এমন কথা এলো। ভারতের সেনাপ্রধানের বক্তব্য শুনেই বুঝেছিলাম, বাংলাদেশে এই বক্তব্যের পর থেকে নির্বাচনের দাবি দলগুলো পক্ষ থেকে জোরালো হয়ে উঠবে। আমার ধারণা মিথ্যা ছিলো না, তা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ভারতের পক্ষ থেকে দ্রুত নির্বাচনের দাবির অর্থ হলো, অপ্রস্তুত অবস্থায় সরকারকে এবং দলগুলোকে নির্বাচনে মাঠে নামিয়ে দেয়া। নির্বাচনে নামিয়ে দিয়ে বিএনপির প্রতিপক্ষ হবে জামায়াত ও ইসলামী দলগুলো। স্বভাবতই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত। নির্বাচন ও সৃষ্ট সংঘাতের ডামাডোলে ঢাকা পড়ে যাবে ফ্যাসিস্ট রেজিমের কীর্তিকলাপ। গুম-খুন-মামলা-হামলা-লুটপাট-পাচার এগুলো সব হাপিশ হয়ে যাবে গণমাধ্যম থেকে। এখনি যেমন, বিএনপির কে কী করে ধরা খেলো সাথে গরু চুরির ভুরিভোজ নিয়ে কেচ্ছা বানাতে ব্যস্ত গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ। অথচ হাজার-লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে দেশটার অর্থনীতিকে ফোকলা বানিয়ে দেয়া নিয়ে কোনো প্রকৃত কাহিনী নেই। বন্ধুজন মুক্তাদির রশিদ রোমিও, জুলকারনাইন সায়ের খান এবং মুবাশ্বার হাসানসহ হাতেগোনা কয়েকজন বাদে কারো কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও নেই এ নিয়ে। 'টাইমস' এসে প্রতিবেদন করে যায়, কিন্তু বাংলাদেশের কেউ গণভবনে পড়ে থাকা বিলের কপি, সোনার কলম, হীরা যাচাইয়ের কাগজপত্র চোখে দেখেন না। তাদের চোখ সব এড়িয়ে বিএনপির চাঁদাবাজিতে গিয়ে ঠেকে। কী অদ্ভুত অবস্থা!

এই অদ্ভুত অবস্থার মধ্যেই নির্বাচন চাইছে দলগুলো। আর বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিগত দিনের মতন আবার নাক গলাতে শুরু করেছে ভারত। ভারত যা চায় তার উল্টো পথেই বাংলাদেশের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা, এটা মনে রাখতে হবে। ভারতের চাওয়ার পথে হাঁটলে সেটা হবে শাঁখের করাতে মতন, নিশ্চিত কাটা পড়তে হবে। সুতরাং ভারতপন্থীদের ভাষাতেই বলি, 'সাধু সাবধান'।

হেলসিংকি, সুখী মানুষের দেশে

রোমেনা লেইস

রবি ঠাকুর বলেছেন, "পৃথিবীকে বুঝতে হলে, তোমাকে সীমানা ছাড়াতে হবে।" আমরা ইউএস সিটিজেন এই কারণে ভিসাবিহীন বহুদেশ ঘুরতে পারছি। নইলে পাখির ডানায় যে শক্তি মানুষের তা নেই। সীমানা ছাড়াতে মানুষকে বহু কাগুজে ধাক্কা পেরুতে হয়।

রাতে জাহাজে ঘুম ভালোই হলো। সকাল পৌঁনে আটটায় হেলসিংকি উপকূলের কয়েকটি দ্বীপ চোখে পড়ল। সেদিন ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর। কয়েকবার ভেবেছি, আমরা কি নিউজিল্যান্ড চলে এলাম? কী সুন্দর দৃশ্য! ছোট ছোট দ্বীপমালা। জোনাকীর মতো ঝিকিমিকি আলোর খেলা। ধীরে ধীরে খুব কাছে চলে এল ফিনল্যান্ডের বিখ্যাত দ্বীপমালা সুওমেনলিন ও সেখানকার দুর্গ। একটু পর হেলসিংকি ক্যাথেড্রাল। রাতের পোশাক বদলে দ্রুত তৈরি হয়ে জাহাজের ছাদে গিয়ে দ্বীপগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করলাম।

সুওমেনলিনার সুরক্ষিত দ্বীপগুলো হেলসিংকির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত।হেলসিংকি বন্দরে জাহাজ নোঙর করলো প্রায় নয়টায়। ভাইকিং লাইন সিনডারেলা জাহাজে করে এসে পৌঁছালাম হেলসিংকি হারবারে।

মূল হেলসিংকিসহ এস্পু, ভান্টা এবং কাউনিয়েন এবং আশেপাশের কমিউটর শহরগুলো নিয়ে একত্রে বৃহত্তর হেলসিংকি মহানগর অঞ্চল গড়ে উঠেছে, যার জনসংখ্যা ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি। এটি ফিনল্যান্ডের একমাত্র মহানগর হিসাবে বিবেচিত। এটি বিশ্বের দশতম মিলিয়ন লোকের পাশাপাশি একটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য। রাষ্ট্রের উত্তরের রাজধানী হিসাবে বিশ্বের বৃহত্তম মেট্রো অঞ্চল। স্টকহোম এবং অসলোর পর হেলসিংকি নর্ডিক দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম নগরাঞ্চল। ফিনিশ এবং সুইডিশ দুটো ভাষাই শহরটির দাপ্তরিক ভাষা। জীবনযাত্রার মানের বিচারে হেলসিংকি বিশ্বের অন্যতম উচ্চমানের শহর। ব্রিটিশ ম্যাগাজিন মনোকল তার বাসযোগ্য শহরগুলোর সূচকে হেলসিংকিকে বিশ্বের সর্বাধিক বাসযোগ্য শহর হিসাবে স্থান দিয়েছে। ফিনল্যান্ড হল ইউরোপের সবচেয়ে ভারী বনভূমি। বনভূমি ২৩ মিলিয়ন হেক্টর বা ৭৪.২ শতাংশ জমিজুড়ে। গড়পড়তা ইউরোপের অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় ফিনল্যান্ডে মাথাপিছু ষোলগুণ বেশি বনভূমি আছে। ডাকনাম স্টাডি (শহরবাসী দ্বারা) হেসা (দেশবাসী দ্বারা), বাল্টিকের কন্যা, বাল্টিক সাগরের মুক্তো।

হেলসিঙ্কিতে একটি টেকসই নকশা এবং শহুরে বাসস্থান যেখানে কাঠকে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। হাজার হ্রদের দেশ নামে পরিচিত সবুজ অরণ্যে ঘেরা ইউরোপের সবচেয়ে উত্তরের দেশ ফিনল্যান্ড। হেলসিংকি এ দেশের সর্ববৃহৎ শহর ও রাজধানী। ফিনরা এই কারণে নিজেদের দেশকে 'সুওমি' বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। সুওমি অর্থ হ্রদ। ফিনদের মতে সুওমি মানেই ফিনল্যান্ড। ১৯৪২ সাল থেকে এরা দিনের আলো ধরে রাখবার তাগিদে ডে-লাইট সেভিং টাইম ব্যবহার করে চলেছে। মাঝে কেবল ১৯৮০ সালের দিকে এই ব্যবস্থা বন্ধ ছিল। গ্রীষ্মকালে সারারাত এরা সূর্যালোক পায়। এই সময় সারাদিন এরা সাঁতার কেটে, ক্যাম্পিং করে, হাইকিং করে কাটায়।

বেড়াতে যাবার জন্য ফিনল্যান্ড হতে পারে পরম আরাধ্য এক স্বর্গদ্বীপ। হ্যাঁ, দ্বীপই তো। দক্ষিণে ফিনল্যান্ড উপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে বসনিয়া উপসাগর। দুইদিকের পানির মাঝেই সদা হাস্যোজ্জ্বল ফিনল্যান্ড। এর উত্তর দিকে নরওয়ে, পূর্বে রাশিয়া, উত্তর-পশ্চিমে সুইডেন। দেশটির সীমারেখাই বলে দেয় দেশটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্য এক ভূমি। ফিনল্যান্ড টানা কয়েকবছর ধরে সুখী মানুষের দেশের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে। হবে না-ই বা কেন? যে রাষ্ট্রের জনগণের জীবনমান যত ভালো, সে রাষ্ট্র তত সুখী। সানা মারিন, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। ফিনল্যান্ড ফিনদেরকে অনেক আগে থেকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছে। শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল জীবনসংশ্লিষ্ট অধিকারের সুরক্ষার নিশ্চয়তা তো আছেই, আছে জবাবদিহিতামূলক আইন ব্যবস্থা। হেলসিংকিতে কার পার্ক করে বের হয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল হেলসিংকি পার্লামেন্ট হল। আমরা হেলসিংকি পার্লামেন্টের সামনে ছবি তুলে হেঁটে হেঁটে হেলসিংকি লাইব্রেরির সামনে আসলাম। জাফিরের ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শেষ হবে দুপুর দেড়টার দিকে। তার আগে আমরা এদিকে ঘুরব।

প্রথমেই হেঁটে হেঁটে চলে আসলাম লাইব্রেরির চত্বরে। ছবি তুললাম। ৫ ডিসেম্বরে ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ২০১৮ সালে এই লাইব্রেরির উদ্বোধন হয়েছিল। যার নাম ওডি। ওডি হল এমন একটি আকর্ষণীয় ভবন যার কাচ এবং ইস্পাত কাঠামো এবং কাঠের সম্মুখভাগ রয়েছে।এটির নকশা ঐতিহ্যগত এবং সমসাময়িক স্বাদের সংমিশ্রণ। অপূর্ব সুন্দর স্থাপত্যশৈলী।মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। লাইব্রেরীর তৃতীয় তলায় বইয়ের স্বর্গরাজ্য। ভবনটি সার্বজনীন, সবার জন্য উন্মুক্ত ও নিরাপদ। ফ্রী প্রবেশাধিকার।

হেলসিংকি.ইনফো পেজে সার্চ করে কম্পিউটার থেকে জেনে নেওয়া যেতে পারে ম্যাপ ও উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহের তথ্য। সান্তাফে নামক রেস্টুরেন্টে দুপুরের মজাদার খাবার খেয়ে আমরা হেলসিংকি শহর হেঁটে হেঁটে দেখলাম। হেলসিংকি ক্যাথেড্রাল শহরের সর্বাধিক ভবনগুলোর মধ্যে একটি। হেলসিংকি ক্যাথেড্রাল হল একটি আইকনিক ল্যান্ডমার্ক, যা শহরের আকাশরেখায় আধিপত্য বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাথেড্রালটি ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল এবং এটি তার নিওক্লাসিক্যাল স্থাপত্যের জন্য পরিচিত। ক্যাথেড্রালের অভ্যন্তরটি ঘুরে দেখতে পারেন, যা অত্যাশ্চর্য ফ্রেস্কো এবং ভাস্কর্য দিয়ে সজ্জিত।

মার্কেট স্কয়ার খাবারদাবারের জন্য হেলসিংকির একটি অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। এটি একটি প্রাণবন্ত বাজার যা তাজা পণ্য থেকে স্যুভেনির পর্যন্ত সবকিছু বিক্রি করে। এছাড়াও আপনি এখানকার খাবারের স্টল এবং রেস্তোরাঁয় ঐতিহ্যবাহী ফিনিশ খাবার উপভোগ করতে পারেন। পাবলিক বাথ ফিনিশ সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আপনার হেলসিংকি ট্রিপে এটি অন্যতম একটি অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। এ শহরে অনেক পাবলিক বাথ আছে। এছাড়া অনেক হোটেলেও ব্যক্তিগত "Sauna" খুঁজে পেতে পারেন। যা কি না বাষ্প বা স্টিম বাথের ব্যবস্থা।

স্যুভেনির কিনলাম। ছোট ছোট বোট ছেড়ে যাচ্ছিল কাছাকাছি দ্বীপগুলোর উদ্দেশ্যে। পরে আমরা গাড়িতে করে ঘণ্টাখানিক দূরে পরভোতে যাব ঠিক হলো। তানিয়া হেঁটে পার্কিং এরিয়ায় গেল গাড়ি আনতে। আর আমরা পার্কে বসে রইলাম।

পোর্ভো ফিনল্যান্ডের একটি শহর। এটি দেশের দক্ষিণ উপকূলে, ফিনল্যান্ড উপসাগরে অবস্থিত। পোর্ভো উসিমা অঞ্চলের পূর্ব অংশে অবস্থিত। পোর্ভোর জনসংখ্যা আনুমানিক ৫২ হাজার। যেখানে উপ-অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। এটি ফিনল্যান্ডের ১৯তম জনবহুল পৌরসভা এবং দেশের ১৫ তম জনবহুল নগর এলাকা। একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য, যা ১৮ এবং ১৯ শতাব্দীর ভবন এবং ১৫ শতকের পোর্ভো ক্যাথেড্রালের জন্য পরিচিত। শহরটি তার রঙিন কাঠের ঘর, খোয়া বিছানো রাস্তা এবং মধ্যযুগীয় ক্যাথিড্রালের জন্য পরিচিত। ওল্ড টাউন এবং পোরভোনজোকি নদী উপত্যকা একসাথে ফিনল্যান্ডের জাতীয় ল্যান্ডস্কেপগুলির মধ্যে একটি হিসাবে স্বীকৃত। পায়ে হেঁটে শহরটি ঘুরে দেখে সান্ধ্যকালীন চা পান করার জন্য একটা চমৎকার এদেশীয় ঐতিহ্যবাহী রেস্টুরেন্ট এ ঢুকলাম। কেক পেস্ট্রি আর চায়ের সাথে অপূর্ব বিকেলবেলা ছিলো উপভোগ্য।

চা পানের পর বের হয়ে দেখি লালচে আলো ছড়িয়ে বিকেলটা এক অপূর্ব সৌন্দর্য ধারন করেছে। রাতে তানিয়া আর সুজন আমাদের হোটেলে রেখে ওরা জাফিরের বাসায় রাতে থাকবে। মজার ব্যাপার আমাদের হোটেলের নাম ভাল হোটেল। আমরা রাতে ডিনার করলাম একসাথে। তারপর আমাদের হোটেলে দিয়ে ওরা চলে গেল জাফীরের বাসায়।

পরদিন ১৮ সেপ্টেম্বর। ভাল হোটেল হেলসিংকিতে ব্রেকফাস্ট এরিয়ায় গেলাম সকাল সাড়ে আটটায়। অনেক ভীড়।

অনেক পদের নাস্তা। ভালো লাগলো একটি সুন্দরী ফিনিশ মেয়ে এসে আমাকে বললো আমার ড্রেস আর ইয়ারিং ওর খুব ভালো লেগেছে। সে আমার সকাল সুন্দর করে দিল।

আজ আমাদের দুই সপ্তাহ ট্রিপের শেষ দিন।আজ বিকেল বেলা আমরা হেলসিংকি থেকে উড়াল দেব। ইউরোপের এই দেশটি কেন প্রতি বছর সেরা সুখী দেশ হয় দেখে গেলাম। বাবু আমাদের বড় মামার বড় ছেলে। ফিনিশ মেয়ে তানিয়া ওর বউ। দুই সপ্তাহে এমন মায়ার বাধনে জড়িয়ে পড়লাম বিদায় বেলায় আমার কান্না আসলো।

অরোরা বোরিয়ালিস, যাকে নর্দার্ন লাইটসও বলা হয়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি বহু রঙের উজ্জ্বল আলোক প্রদর্শনী যা সূর্যের বায়ুমণ্ডল থেকে চার্জযুক্ত ইলেকট্রনের সাথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্যাস কণার সংঘর্ষের কারণে ঘটে।

যা দেখলাম এই ট্রিপে।

সকালে হোটেল থেকে চেক আউটের পর তানিয়া আমাদের নিয়ে হেলসিংকির শপিং মলে নিয়ে গেল। কিছু কেনাকাটা করল। শপিং মলের ভেতরে একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাওয়ার পর এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে গেটে ঢুকা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। ওর চোখে দুই বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমাদেরও চোখ ভরে উঠল জলে।

দেশ-বিদেশ ঘোরা মানে নতুন মানুষের সাথে পরিচিতি; নতুন ভাষার সাথে পরিচিতি। অজানা দেশটিতে চলাফেরা করার তাগিদে অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রকৃতিগত ভাবে শিখে নিতে হয় সে দেশের ভাষা। এভাবে যত দেশ ঘোরা যায়, তত ভাষা সম্পর্কে জানা যায়।

"বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা শুধু নতুন জায়গা দেখি না, বরং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করি। আমরা নিজেকে নতুন করে চিনতে শিখি।" - পাওলো কোয়েলহো

ভ্রমণ মানে কখনও বিশাল পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বিশালতা উপলব্ধি করা, কখনও গভীর বনাঞ্চলে প্রকৃতির নির্জনতা খুঁজে পাওয়া। কখনও সমুদ্রের ঢেউয়ে বয়ে চলা, আবার কখনও শহরের কোলাহলযুক্ত পথে হাঁটা। তবে এবার অরোরা বোরিয়ালিস দেখা ছিলো শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। শ্বাসরুদ্ধকর সম্পূর্ণ নতুন এক দৃশ্য যা দেখতে পেয়ে আমাদের জীবন, আমাদের ভ্রমণ সার্থক। তাই ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের মনে নতুন স্মৃতি গেঁথে দেয়, যা সারাজীবন মনে থাকবে।

অস্তিত্বের সাথে বহমান নারীরা

মালিহা মাহবুব

যখন আয়নার দিকে তাকাই, নিজের অবয়ব দেখি। এ অবয়বে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যা পুরোপুরি আমার নয়। আমার নাকটি আমার মায়ের কাছ থেকে ধার করা, আমার চোখ আমার দাদি বা নানির প্রতিবিম্ব, এবং আমার কানের কাছে ছোট দাগটি আমার খালা বা ফুফুর মতোই। আমার প্রপিতামহী(গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার) প্রায় দুই দশক আমার জীবনের অংশ ছিলেন। যখনই আমি তাঁর দিকে তাকাতাম, মনে হতো যেন আমি নিজেরই একটি প্রতিফলন দেখছি। আমার মধ্যে আমার আগে আসা সমস্ত নারীদের যেন আমি ধারণ করি। এ সত্যটি বয়বৃদ্ধির সাথে যেন আরও শক্তিশালী হয়েছে। আমি যা করেছি, যেসব পথ অনুসরণ করেছি, তা আমার বিপ্লবী রক্তের উত্তরাধিকার বলেই মনে হয়।

ভালোবাসাই আমার পরিবারের নারীদের সংসার বা সন্তানদের সাথে ভালোবাসার একমাত্র বন্ধন ছিল, তা বলা যাবে না। ঐতিহ্য ও কর্তব্যের বন্ধনটাই বড় ভূমিকা রেখেছে । তলিয়ে দেখেছি, আমার পূর্বপুরুষদের জীবনে সম্পদ নয়, পছন্দই প্রাধান্য পেয়েছে সবসময়। আমি আমার শরীরে যে নাকটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। প্রজন্মান্তরের এ উত্তরাধিকার কখনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার হলে প্রবেশ করেনি। আমার প্রপিতামহী এবং তার বোনদের কাছ থেকে পাওয়া মুখটি কখনও শত শত মানুষের সামনে কথা বলার জন্যও ব্যবহৃত হয়নি। আজকের অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমি আমার মায়ের মতো অবিচ্ছেদ্য হাতগুলো দেখি। কর্মের এ হাত এখন এমন একটি ভবিষ্যৎ তৈরির স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়, যে স্বপ্ন আমার পূর্বসূরিরা কখনও স্পর্শ করার সুযোগ পাননি।

আমি আমার অস্তিত্বের এসব নারীদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছি যখন বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার শুশুয়া গ্রামে আমার প্রকল্পের কাজ করছিলাম। যে শুশুয়া গ্রামে আমার প্রপিতামহীর অন্তিম দেহ শুয়ে আছে। শুশুয়া গ্রামটি সর্বদা আমার পরিবারের ইতিহাসের প্রতিধ্বনিতে ভরা একটি জায়গা। আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এ গ্রামটিতে আমার অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'শুশুভিল' এর মাধ্যমে একটি জীবন্ত ইতিহাসকে বাস্তবে নিয়ে আসা সম্ভব হবে, তা আমি কখনও আশা করিনি। গ্রামের নারীদের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কাজ করার সময় আমার মনে হয়েছে, পূর্বসূরী সব অস্তিত্বের নারীরা যেন আমার সাথে গ্রামের পথ ধরে হাঁটছেন। মনে হচ্ছিল, আমি যে মাটিতে দাঁড়িয়েছি- আমার দাদি, নানি একসময় এ পথেই হেঁটেছিলেন। তাঁদের সংগ্রাম, তাঁদের অধ্যবসায়, এখনও যেন পরিবেশ ও প্রতিবেশে বিরাজমান। আমি যেন আমার পরিবারের সমস্ত পূর্বসূরী নারীর উপস্থিতি হৃদয়ে অনুভব করেছি। এ বিমূর্ত অনুভব প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে যেন পথ দেখাচ্ছিল।

আমার পূর্বসূরী নারীদের জীবন ছিল সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে আবৃত। ছিল—পছন্দের অভাব, কর্তব্যের বোঝা। আমার অনুভবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবী ভাবনায় কাজ করছিল- শেষ পর্যন্ত আমি আমার পূর্বসূরী নারীদের ঋণ কিছুটা হলেও যেন ফিরিয়ে দিতে পারছি। যে গ্রামে তাদের গল্পগুলো বসবাস করেছে এবং যে জনপদে তাদের জীবনগল্পের যবনিকা ঘটেছে , সেখানে আমি একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে পেরেছি।

আমি কেবল প্রান্তিক নারীদের জন্য সুযোগ ও শিক্ষার সংস্থানই করছিলাম না ; আমি পূর্বসূরি নারীদের উত্তরাধিকারকে বর্তমানে মূর্ত করতে যেন সক্ষম হচ্ছিলাম। উত্তরাধিকারের এ সম্মানকে ধারণ করে আমি প্রান্তিক নারীদের এগিয়ে থাকাকে প্রাধান্য দিচ্ছিলাম, যেসব নারীরা আজও লড়াই করছেন আমার মতো স্বাধীনতা ও সুযোগ ছাড়াই।

আমার পূর্বসূরিদের প্রতিটি ত্যাগ, প্রতিটি সিদ্ধান্তই আজকে আমাকে আমার অবস্থানে নিয়ে এসেছে। তাদের নিঃশব্দ বিপ্লব—বেঁচে থাকার ছোট ছোট কাজ, ভালোবাসা, সহনশীলতা—এসবই আমার আজকের পদযাত্রার প্রতিটি ধাপ বলে মনে করি। যে আশীর্বাদ তাঁরা রেখে গেছেন, যে শক্তি, সহমর্মিতা তাঁরা দিয়ে গেছেন , তা আজকে আমার সমস্ত অস্তিত্বে বহমান বলে মনে করি। তাদের ত্যাগ ছাড়া, তাদের জ্ঞান এবং তাদের নিঃশব্দ সাহসিকতা ছাড়া, আমি আজকের এ অবস্থানে থাকতাম না। আমার প্রপিতামহী, আমার দাদি, নানি, আমার মা—আমার আগে আসা সমস্ত নারী—আমার আজকের অবস্থানের ছায়া হয়ে আছেন। তাঁরা জীবনের বোঝা বহন করেছিলেন যাতে আমি আমার সময়ের পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারি। শুধু শুশুয়া গ্রামেই নয়, যখন যেখানে প্রবেশ করি, যে সিদ্ধান্ত নেই- সর্বত্রই আমি আমার পূর্বসূরী নারীদের অস্তিত্ব অনুভব করি। তাদের শক্তি, তাদের সংগ্রাম, তাদের উদ্যম —সবই যেন আমার মধ্যে নিত্য বাস করে।

আমি সুসুয়া গ্রামে দাঁড়িয়ে প্রান্তিক নারীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কাজ করি, তখন মনে হয় আমি একা এমন কাজ করছি না। আমি একটি সমৃদ্ধ গল্পের ধারাবাহিকতার মধ্যে আছি বলেই অনুধাবন করি। আমি সেসব নারীদের উত্তরাধিকার, যারা খুবই অল্প স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে ছিলেন এবং ভালোবাসা ছড়িয়ে গেছেন। এসব নারীরাই আমার মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেন। আমি আমার কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি প্রচেষ্টায়, প্রতিটি আবেগের মাধ্যমে তাদের সম্মান করি। তাদের যা সাধ্যে ছিল না, তা এখন আমি করতে পারি এবং তাদের ইতিহাসের পূর্ণ ঋণের বোজা নিয়ে আমি তা করতে চেষ্টা করি। আমার পূর্বসূরী অল্প স্বাধীনতার অসীম সাহসী মায়াবী মহীয়সী নারীরাই আমাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। আমি আমার অস্তিত্বের সর্বপর্যায়ে তাদের সর্বদা ধারণ করি। তাদের জীবনই যেন আমার তন্ত্রীতে সদা বহমান, সদা জাগ্রত।

> আমার পূর্বসূরী নারীদের জীবন ছিল সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে আবৃত। ছিল—পছন্দের অভাব, কর্তব্যের বোঝা। আমার অনুভবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবী ভাবনায় কাজ করছিল-শেষ পর্যন্ত আমি আমার পূর্বসূরী নারীদের ঋণ কিছুটা হলেও যেন ফিরিয়ে দিতে পারছি।

মালিহা মাহবুব যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং আইন ও জননীতিতে দ্বৈত মেজর নিয়ে অধ্যয়ন করছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এ তরুণী।

বল্টুর ভাস্কর্য দেখা

সিকদার মনজিলুর রহমান

গ্রামের একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুল। উপজেলা সদর থেকে খবর এসেছে আগামী রোববার উপজেলা শিক্ষা অফিসার স্কুল পরিদর্শনে আসবেন। শিক্ষা অফিসার আসার খবর পাওয়ার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ সব শিক্ষকই ব্যস্ত সময় কাটাতে লাগলেন। স্কুলের ক্লাসরুম, বারান্দা, শৌচাগার সব ঝকঝকে পরিষ্কারের কাজে। গাছ থেকে একটি ঝরা পাতা উড়ে এসে বারান্দায় পড়লে প্রধান শিক্ষক কাউকে কিছু না বলে নিজেই ঝট করে পাতাটা তুলে ফেলছেন। দুই সপ্তাহ আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের বলে দেওয়া হয়েছে, সেদিন যেন সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মার্জিত পোশাক পরে স্কুলে হাজির হয়। প্রায় প্রতিদিনই তা আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। কারণ ওই দিন উপজেলা শিক্ষা অফিসার আসবেন স্কুল পরিদর্শনে।

এবার সব চেয়ে বেশি সতর্ক হলেন। গতমাসে শিক্ষা অফিসার যখন এসেছিলেন ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতির নাম। জবাবে সকলেই রাষ্ট্রপতির নাম না বলে বলেছিল প্রধানমন্ত্রীর নাম। আর বলবেই না কেন? অবশ্য এটা ছাত্র-ছাত্রীদেরই বা ভুল কোথায়? আজকাল রেডিও, টিভি সংবাদপত্রে সবখানেই প্রধানমন্ত্রী। কোমলমতি এই শিক্ষার্থীরা কি খেয়াল রাখতে পারে কে রাষ্ট্রপতি আর কে প্রধানমন্ত্রী? সে শিক্ষা অফিসার বদলী হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। নতুন শিক্ষা অফিসারের এই প্রথম পরিদর্শন। এবারেও ছাত্র-ছাত্রীরা যদি একই ভুল করে তাই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকার প্রধানের গুরত্বপূর্ণ সকলেরই নাম ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের ঠোঁটস্থ করানো হয়েছে। যাতে জিজ্ঞেস করার আগেই সঠিক জবাব দিতে পারে।

রোববার যথারীতি উপজেলা শিক্ষা অফিসার স্কুলে এসে পৌঁছলেন। প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে সব শিক্ষকের মধ্যেই একটা নীরব আতঙ্ক। নতুন শিক্ষা অফিসার কাকে কি জিজ্ঞেস করেন? যদি সঠিক জাবাব দিতে না পারে?

স্কুলের শিক্ষকদের সাথে নিয়ে তিনি পদচারী করতে করতে পঞ্চম শ্রেণির রুমে গিয়ে ঢুকলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্বরে মেহমান উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অভিবাদন জানিয়ে সকলে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি হাত নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করে সকলকে বসতে বললেন।

নিজের পরিচয় দিয়ে নাতিদীর্ঘ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখলেন শিক্ষা অফিসার। ছাত্র-ছাত্রীরা গভীর মনযোগ সহকারে সে বক্তব্য শুনল। এরপর তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যায়ক্রমে এক একজনের পরিচয় নিলেন।

পরিচয় পর্ব শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন , একই বস্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন নাম ধারণ করে এমন একটি বস্তুর উদাহরণ দিতে পার ?

ক্লাসের মেধাবী ছাত্র রাকিব উঠে জবাব দিল হ্যাঁ, আমি পারব, স্যার। পানি।

পানি স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন নাম ধারণ করে। যেমন, সাধারণত এটি যখন নদী, খালে বা বিলে থাকে, তখন একে আমরা পানিই বলি। এই পানি যখন রেফ্রিজাটারে রাখা হয় তখন জমে আইস বা বরফ হয়। যখন ফুটিয়ে রান্নার কাজে ব্যবহার হয় পানি তখন ফুটে উপরের দিকে উড়ে যায় তখন এর নাম হয় জলীয় বাস্প। সেই বাস্প যখন আকাশ থেকে কিউব আকারে নিচে পড়ে তখন আমরা তাকে বলি শিলা। ছাত্রের জবাবে শিক্ষা অফিসার খুশি হয়ে বললেন ধন্যবাদ। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন আর কেউ ?

এবারের ক্লাসের দুষ্ট ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। যার নাম বল্টু। দুষ্টটা উঠে দাঁড়াতেই শিক্ষা অফিসারের সাথে থাকা প্রধান শিক্ষকের তো কাঁপুনি শুরু হয়েছে। এই দুষ্ট আবার কি বলে! ছোড়াটা বাঁকা ছাড়া সোজা কথা কখনও বলে না।

শিক্ষা অফিসার অনুমতি দিলেন।

বল্টু উঠে দাঁড়াতেই প্রধান শিক্ষকের চোখে চোখ পড়াতেই তিনি কটমট করে তাকালেন । কিছু বলতে পারলেন না।

বল্টু উঠে দাঁড়িয়েই বলতে শুরু করল, এই সামান্য উদাহরণ দিতে রান্নাঘর পর্যন্ত যেতে হয় নাকি? কে কখন রান্না করবে আর বাস্প উড়িয়ে প্রমাণ দেখাবে? এসব প্রামাণ তো আমার হাতের মুঠোয় এখনই দেখাতে পারি।

তার কথায় প্রধান শিক্ষক রেগে গিয়ে বললেন তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে দেখাও তো ?

দেখাব স্যার?

দেখাও, উপজেলা শিক্ষা অফিসার বললেন।

আচ্ছা বলে বল্টু তার মাথার চুল স্পর্শ করে বলল, এটা চুল। মাথায় গজালে এটার নাম চুল। চোখের উপর গজালে ভ্রু, ঠোঁটের উপর গজালে গোফ, মুখমন্ডলে গজালে দাঁড়ি। বুকে গজালে লোম।

এবার প্রধান শিক্ষক চিৎকার দিয়ে তাকে থামিয়ে বললেন, আর নিচে নামিস না রে পাগলা, নিচে নামিস না।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার তার দুষ্টামিতে ভরা জবাবে বেজাড় না হয়ে বরং খুশি হয়েই দু'হাতে তালি দিয়ে বললেন দুষ্ট হলেও উদাহরণটা চমৎকার।

তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার?

বল্টু।

বল্টু না নাট?

না স্যার, বল্টু। আমার মূল নাম বদিউজ্জামান। দাদু আদর করে ডাকতেন বল্টু। দাদুর দেওয়া নামটি পাড়া প্রতিবেশী সবাই ঐ নামেই ডাকে। দাদুর দেওয়া নাম বলে কথা! আমিও আর আপত্তি করি না।

আচ্ছা, আচ্ছা। ইদানিং বাংলাদেশে একটি বিষয় নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে, মূর্তি বনাম ভাস্কর্য। এক শ্রেণির মানুষ বলছে মুর্তি আর ভাস্কর্য এক। আর কিছু শ্রেণির মানুষ বলছে এক নয়। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী, বল্টু?

স্যার, যে লাউ সেই কদু।

এ সময় প্রধান শিক্ষক ধমকের সাথে বললেন, বল্টু।

বল্টু বিনয়ের সাথে বলল, স্যরি স্যার।

জ্বী, স্যার। মূর্তি এবং ভাস্কর্য একই জিনিস। পার্থক্য এতটুকুই মূর্তিকে পূজা করা হয়, ভাস্কর্যকে পূজা করা হয় না। তাও আজকাল করা হয়। মূর্তি তৈরি করা হয় কাদামাটি দিয়ে। কোন নিদিষ্ট সময় তৈরি করে তাকে পূজা করা হয় এবং পূজা শেষে জলাঞ্জলি দেওয়া হয় বা জলে ফেলে দেওয়া হয়। স্থায়ীও অনেক মূর্তি আছে। যেমন, লক্ষ্মী, কালী, স্বরসতি প্রভৃতি। এদেরকে সকাল-সন্ধ্যা ফুল দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজা করে। বিশ্বাস না হ্য আমাদের ক্লাসের দীপালিকে জিজ্ঞেস করেন। তাদের বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা লক্ষ্মী পূজা করা হয় বলে সে ক্লাসে বসা দীপালির নজর কাড়ল।

এ সময় দীপালি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জ্বী, স্যার। আমাদের বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা লক্ষ্মী পূজা করা হয়। আগে করতেন ঠাকুরমা। তিনি মারা যাওয়ায় এখন করেন আমার মা।

ভাস্কর্য কাঠ, পাথর বা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করে রাখা হয় রাস্তার মোড়ে মোড়ে। ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে সব সম্প্রদায়ের মানুষই পূজা করে। ভাস্কর্যগুলো যেহেতু রাস্তার মোড়ে বা বাইরে রাখা হয় কিছুদিন পরে দেখা যায় সেখানে কাক পক্ষী এসে বিশ্রাম করে এবং মলও ত্যাগ করে। আমার নানা বাড়ি যেতে পথে একটি বন্ধভূমি পড়ে।

এ সময় প্রধান শিক্ষক বললেন, বন্ধভূমি নয় বধ্যভূমি।

জ্বী স্যার, বধ্যভূমি। দেশ স্বাধীনের যুদ্ধের সময় ঐ স্থানে পাকসেনা আর রাজাকারেরা মিলে হিন্দু, মুসলমান অনেক মানুষ হত্যা করে। সেই স্থানে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক ভাস্কর্য কে বা কারা যেন তৈরি করেছিল? সে সব ভাস্কর্যের এখন কেউ যত্ন নেয় না। পাখির মলে সে সব ভাস্কর্যের চেহারাই আর চেনা যায় না।

আচ্ছা বল্টু, ভাস্কর্য সব সম্প্রদায়ের মানুষ পূজা করে কিভাবে? জিজ্ঞেস করলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ।

আমার মামা খুলনা শহরে থাকেন। সেখানে কোর্টে ওকালতি করেন। পাশাপাশি তিনি একজন সাংবাদিকও। গত মার্চে খুলনায় মামার বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। মামা বলল, বল্টু আমার সাথে প্রেসক্লাবে যাবি? আমাদের প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান আছে। বেশ মজা হবে সেখানে।

অনুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলমান সকলে একত্রিত হয়ে প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাল। এই ভাস্কর্যে ফুল দেওয়া আর লক্ষ্মীর পায়ে ফুল দেওয়ার তফাৎ কি স্যার? লক্ষ্মীর পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। আর ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে পূজা করল সব সম্প্রদায়ের মানুষ। তাহলে ব্যপারটা কি দাঁড়াল? মূর্তি পূজা করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। আর ভাস্কর্য পূজা করে সব সম্প্রদায়ের মানুষ।

বল্টুর কথা শুনে উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাজ্জব বনে গেলেন।

তিনি ইশারায় বল্টুকে কাছে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, বেঁচে থাকরে বাপ, বেঁচে থাক।

দুর্বল

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

কাওরান বাজার থেকে রিকশা নিলাম। প্রথমে টিপটিপ বৃষ্টি। তারপর তেছরা ছুরির ফলার মতো। বাপস! প্লাস্টিকে মানে না।

-ও ভাই রিকশাঅলা। দেইখা চালাইও।

ডানে বায়ে মিনিবাস প্রাইভেটকার টেম্পুগুলো বেক্কলের মতো পানি ছিটিয়ে সা সা ক'রে চ'লে যাচ্ছে। হুডের ফাঁকফোকর দিয়ে পানির ফোটারা যে যেমন পারছে ইচ্ছেমত ভিতরে ঢুকে পড়ছে। ডানে বায়ে একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বসার এতটুকু জো নেই। ভাগ্যিস রিকশাঅলার কাছে মাঝারি সাইজের পলিথিনটা ছিল। এমন বৃষ্টি অনেকদিন হয়নি। যা গরম পড়েছিলো বাবা! হার্টফেল করার মত অবস্থা! চটের ব্যাগের ভিতরে নুন আটা ডাল শাক-সব্জি যাবতীয় লেপটে আছে। ঠিক এমন প্রতিকূলতার মধ্যেই ভেতরের চঞ্চল মনটা দোলা দিয়ে ওঠে, 'এমন দিনে তারে বলা যায়...!' ভেতর থেকে সদ্য কেনা অসহায় মুরগীটা দুর্বল গলায় কোঁকিয়ে ওঠে। যাহ্ শা ...! দম আটকে না মরলেই হয়। বাজারে মুরগীর যা দাম! শুনলেই পিলে চমকে ওঠে। সেই কবে মুরগী দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম! মনেই নেই। শ্বশুরবাড়ি গেলেও এখন আর মুরগীর রান কপালে জোটে না। গিন্নী আবার পোয়াতি। তাঁকে না হয়, না ই খাওয়ালাম। কিন্তু মাসুম বাচ্চাদের তো লাগে। তাই মুরগী। ও মুরগী! আর একটু ধৈর্য্য ধর ভাই!

মুরগীটা মনে হয় খুবই দুর্বল। কিংবা চুনাপায়খানা ক'রে ক'রে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন চটের ব্যাগের ভিতরে ঘাপটি মেরে ঝিমুচ্ছে।

সামনে রিকশাঅলার শুষ্কং-কাষ্ঠং প্রবীণ দেহটি প্যাডেলের উপর ভর দিয়ে ওঠানামা করছে। ভিজে এখন জবজবে। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায়, তাকে দেখে সাংঘাতিক মায়া হল!

-ও ভাই রিক্সাঅলা। বাড়ি কোথায়? বরিশাল?

-না সা'ব। ধামরাই। সাভারের ধামরাই।

-বউ পোলাপান?

-বউ নাই। পোলাপান আছে। চাইড্ডা।

খুবই ব্যক্তিগত আলাপ। বললাম, আমার দু'জন। বউ আছে। আবার পোয়াতি ...।

প্রচন্ড পানির ছোপ। সবদিক থেকেই। ভিজেই যাচ্ছি। রিকশাঅলার মুখে রা নেই।

-শুনেছেন?

-হোনতাছি। কইয়া যান।

-আমার বউ আছে। পোয়াতি। আবার বাচ্চা হইব। আচ্ছা আপনি মাথায় একটা গামছা পেঁচিয়েছেন খামোকাই। ওটাতো ভিজে ঢোল হয়ে আছে। ক্ষতি করবে তো। বুঝেছেন? ঠাণ্ডা লাগবে। জ্বর হবে।

দেখে মায়া হল। ইচ্ছে হল আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করি।

বাসার কাছে এসে রিকশা থামল। চটের ব্যাগটা নামাতে বেশ কষ্ট অনুভব করলাম। বাপস! ওজন তো কম না!

-একটু হেল্প করেন তো ভাই।

রিকশাঅলা একটানে ব্যাগটা সিঁড়ির গোঁড়ায় নামিয়ে দিল। পকেট থেকে টাকা বের করলাম। সর্বসাকুল্যে নির্ধারিত ভাড়ার ভাংতি মিলে গেল। মনে মনে ভাবলাম, ভালোই হল। তা না হলে, রিকশাঅলা তো। মুখ বাঁকা করে অনুনয়ের সুরে বলবে, সা'ব ভাংতি নাই।

সে দাঁড়িয়ে। টস টস করে বৃষ্টির পানি মাথা থেকে চোখ, মুখ, বুক বেয়ে নিচের দিকে গড়াচ্ছে। মোটা গোঁফের আগায় বৃষ্টির ফোঁটা জ'মে চিকচিক করছে।

-সা'ব। আর দুইডা টেকা ধইরা দেন।

বিকৃত হাসি তার মুখজোড়া। করুণার চাহনি। দেখে তেমন ভালো লাগলো না। মায়া মায়া ভাবটা মন থেকে ততক্ষণে কোথায় উবে গেল আমার।

বজ্জাতের হাড়ি! একটু জমিয়ে আলাপ করলাম। আর সেই সুযোগে তারে আরও দুইডা টেকা দেন মেহেরবানি কইরা! শা...! বললাম, কই! রিকশা ভাড়া করার সময় তো বলনি যে, নামবার পরে দুইডা টেকা দইরা দিয়েন । যাও। ভাংতি নাই!

বাজারের ব্যাগটা হেচকা টানে তুলে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালাম। উপরে চার তলায় উঠতে হবে। জিনিশটা বড্ড ভারি মনে হচ্ছে। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, রিকশাঅলা কেটে পড়েছে ততক্ষণে। মনে হচ্ছে, সেই আমার চেয়ে খুব সহজে ব্যাগটা সিঁড়ির গোঁড়ায় নামিয়ে দিয়েছিল। আরও দুটো টাকা ধরিয়ে দিয়ে চারতলায় উঠিয়ে দাও বললেই হতো! সেও খুশি হয়ে কাজটা ক'রে দিতো!

আমি কি ওর চেয়ে বেশি দুর্বল নই? রিকশাঅলাকে দুটো টাকা বেশি ধরিয়ে দিতে পারলাম না। টাকাটা পেলে বেচারা একটা পলিথিন কিনতে সাহস করতো। অন্ততঃ নিজের মাথাটা বাঁচাবার জন্য। আমার সন্তান সম্ভবা স্ত্রী আমার চে' বেশি দুর্বল এখন। ও আর একটি সন্তানের জন্ম দেবে। এখন ওর পুষ্টিকর খাবার অনেক দরকার। আরও মুরগী খাওয়ানো জরুরী। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হলো, বাজারের ব্যাগটা ক্রমশঃ ভারি হয়ে আসছে। ব্যাগের মধ্যে গলা বের আছে মুরগিটার। দুর্বল মুরগিটা এতক্ষণে বেঁচে আছে তো?

তুষার ফুল

পলি শাহীনা

বাইরে প্রবল তুষার ঝড় বইছে। বাতাসের তীব্র শোঁ শোঁ শব্দে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। শীতটা এবার বেশ জেঁকে বসেছে। আপাদমস্তক ভারি কম্বলে মুড়িয়ে ঘুমের ভান ধরে পড়ে থাকি। ঘুম আর আসে না। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্যন্ত, তেমনি আমার মতো খোপবন্দী মানুষের দৌড় এই সময়টায় হাতের মোবাইল ফোন পর্যন্ত। আদতে, এই গৃহবন্দী জীবনে অন্য কোনো উপায়ও তো নেই। রাত প্রায় শেষের দিকে। কার্নিশে জোড়া চড়ুই খুনসুটি করছে। ওদের খুনসুটি দেখে পাশ হতে কবুতরও বাক বাকুম বাক, ডেকে উঠে। বোধ করি, পাখিদের আনন্দ আমার মস্তিষ্কে দোল খেয়ে অক্সিটোসিন উৎপন্ন করে। পদ্মানদীর মাঝি-র কপিলার মতো ওদের ডেকে বলি, আমারে নিবি তোদের লগে! কুবের যেমন ময়নাদ্বীপে কপিলাকে নেয় নি, ওরাও আমাকে নেয় না! থলথলে কম্বলের বুকের ওমে লেপ্টে থাকা জড়োসড়ো আমি মোবাইল হাতে নিয়ে ফেসবুকে ঢুকে দেখি নিউজফিড ডুবে আছে হলুদ-বাসন্তী রঙে। দিনপঞ্জিকা না দেখেও বুঝলাম আজ পহেলা ফাল্গুন, ঋতুরাজ বসন্ত এসে গেছে। নিউজফিড স্ক্রল করে বন্ধুদের একের পর এক ছবি দেখছি, ছবির গল্প পড়ছি, আর বুকের গহীনে একটা অদ্ভুত শূন্যতা বোধ করছি। এমন দিনে কীসের তরে যে এভাবে প্রাণ পুড়ছে, কী জানি।

বরফের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লেও বাইরের পৃথিবী ততক্ষণে ফর্সা হয়ে গেছে। ভোরের অমল আলো জানালার শার্সি ঠেলে ঘরে আসে। 'বসন্ত এসে গেছে' লগ্নজিতার কণ্ঠে প্রিয় গানটি বারবার শুনছি আর ভাবছি, এই ইট কাঠের শহরে বসন্ত আসবে কবে! এই গানটি যখন শুনি তখন আমার কোনো কাজ কিংবা অকাজ কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। ধোঁয়া ওড়া কফি হাতে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। বাতাসের শরীরজুড়ে কোনো এক চেনা ঘ্রাণ, চেনা দৃশ্য আমায় তাড়িত করছে। মায়ের হাতের তেলের পিঠার সুঘ্রাণ বাতাসের শরীর সাঁতরে এসে আমাকে জাপ্টে ধরেছে। স্বর্গীয় একটা সুখানুভব আমাকে ডেকে নিয়ে যায় দিগন্তের দিকে। অবিরত তুষার ফুল ঝরছে। জানালার বাইরে দু'হাত বাড়িয়ে নীরবে তুষার ফুলদের আদরে আদরে ছুঁয়ে দিই। তুষার ফুলও আমাকে ছুঁয়ে যায় সোহাগে। তুষার ফুল আর আমি, আমরা একে অন্যের দিকে অপলক চেয়ে থাকি। মুহূর্তেই থইহারা হয়ে পড়ি। আমার চোখে তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার আলো খেলছে। তুষারের রসালো স্পর্শে চিত্তচঞ্চল হয়ে ওঠে। অন্যরকম একটা ভালোলাগায় বুঁদ হয়ে থাকি।

ঠান্ডা হাওয়া জোরেসোরে ঘাই মারতে বুকের ভেতর শিস দেয়া পাখিটার ডাক থেমে যায়। বরফাচ্ছাদিত এ শহরে কোকিল ডাকে নি, ফুল ফোটে নি, আমের মুকুলও আসে নি। তুষারের ফাঁদে আটকে পড়া এই শহরে বসন্তের তাল- ছন্দ, কিছুই নেই। মনের জানালা খুলে আনমনে তুষার ফুলে প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে মুগ্ধতায় ডুবে আমি বসন্ত উদযাপন করি। জীবন যখন যেমন, না পাওয়া সমস্ত হাহাকার ভুলে হন্যে হয়ে আমি আনন্দের উৎস খুঁজি। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে চোখ বুঁজে দক্ষিণা উদাস হাওয়ায় ভেসে ভেসে সর্ষে ক্ষেতের আইল ধরে আমি চলে যাই, ছোটবেলার খেলার সাথী সুবর্ণাদের আম বাগানে। উবু হয়ে আমের মুকুলের মৌ মৌ সৌরভ নিই দুই সখি প্রাণভরে। গলা ছেড়ে একসঙ্গে দুই সই গাইতে থাকি, '...ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে...।'

নাটকের প্রাণপুরুষ নাট্যাচার্য ড. সেলিম আল দীন

জি. বি. এম রুবেল আহম্মেদ

বাংলা নাটকের প্রাণপুরুষ ড. সেলিম আল দীনের প্রয়াণ দিবস ১৪ জানুয়ারি। ২০০৮ সালে তিনি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরলোকগমন করেন। রেখে যান তাঁর যত অবিনশ্বর সৃষ্টিসম্ভার। ঔপনিবেশিক সাহিত্যধারার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাংলা নাটককে আবহমান বাংলার গতিধারায় ফিরিয়ে এনেছিলেন নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন। বাংলা নাটকে বিষয়, আঙ্গিক ও ভাষা নিয়ে গবেষণা করে নাটকে তাঁর নিজস্ব প্রতিফলন তুলে ধরেন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলা নাটকের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অন্যতম। তিনি সর্বদা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শিকড় সন্ধানে মগ্ন ছিলেন।

এই প্রাণপুরুষ ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট সীমান্তবর্তী ফেনী জেলার অন্তর্গত সমুদ্রবর্তী সোনাগাজী উপজেলার সেনেরখিলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মফিজ উদ্দিন আহমেদ ও মাতা ফিরোজা খাতুন। বাবা-মার তৃতীয় সন্তান ছিলেন সেলিম আল দীন। তিনি ১৯৬৪ সালে এসএসসি ও ১৯৬৬ সালে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যয়ন শুরু করেন। স্নাতক শেষ করে সেখান থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। পরে শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেন। ১৯৭৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর থেকে সৃজনশীল ভাবনায় শুরু করেন ভিন্নমাত্রিক রচনা সম্ভার। একইসাথে বাংলা নাটক নিয়ে একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির জন্য কাজ শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে তার উদ্যোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর লেখালেখির হাতেখড়ি। বাল্যকালের স্বপ্ন ছিল কবি হওয়ার। বেশ কিছু কবিতা লেখার পর মুনির চৌধুরীর সান্নিধ্যে নাটক চর্চা ও নাট্যকারদের জীবন নিয়ে গবেষনা শুরু করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন সময়ে প্রথম নাটক লেখা শুরু করেন। সর্বপ্রথম তাঁর লেখা দৈনিক পাকিস্তান (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা) পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে প্রথম প্রবন্ধ ‘নিগ্রো সাহিত্য’ প্রকাশিত হয়।

সেলিম আল দীনের লেখা নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ‘চাকা’, ‘জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন’, ‘মুনতাসির ফ্যান্টাসি’, ‘শকুন্তলা’, ‘কীত্তনখোলা’, ‘কেরামতমঙ্গল’, ‘মহুয়া’, ‘দেওয়ানা মদিনা’, ‘নিমজ্জন’, ‘পুত্র’, ‘হরগজ’, ‘বনপাংশুল’, ‘প্রাচ্য’, ‘ধাবমান’, ‘যৈবতী কন্যার মন’, ‘হরগজ’, ‘হাতহদাই’। ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে তার গবেষনাধর্মী নির্দেশনা দু’টি — ‘মহুয়া’ এ ‘দেওয়ানা মদিনা’। তাঁর রচিত জনপ্রিয় দু’টি নাটক— ‘চাকা’ ও ‘কীত্তনখোলা’ অবলম্বনে দেশ এবং বিদেশে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও ‘রক্তের আঙুরলতা’, ‘অশ্রুত গান্ধার’, ‘গ্রন্থিকগণ কহে’, ‘ভাঙনের শব্দ শুনি’, ‘অনৃত রাত্রি’, ‘ছায়াশিকারী’, ‘রঙের মানুষ’, ‘নকশীপাড়ের মানুষেরা’, ‘প্রত্ননারী’, ‘হীরাফুল’ প্রভৃতি অসংখ্য জনপ্রিয় টেলিভিশন নাটকের রচয়িতা সেলিম আল দীন। তাঁর রচিত বহু নাটক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মঞ্চে মঞ্চায়িত হয়ে থাকে।

> আধুনিক বাংলা নাটককে সেলিম আল দীন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। নতুন নাট্যধারায় নাট্যকর্মীদের একত্রিত করার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, গ্রামসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিচরণ করেছেন। বিভিন্ন পেশাজীবিদের নিয়ে থিয়েটার আন্দোলনের ডাক দেন।

বাঙালি জাতিসত্তার নাট্যচেতনার শেকড় অনুসন্ধান করতে গিয়েই নাট্যকার, নাট্যগবেষক এবং নাটকের অধ্যাপক সেলিম আল দীন আমৃত্যু বাংলা নাটকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। মাত্র ঊনষাট বছরের জীবনেই তিনি বাংলা নাটকের নিজস্বতা আবিষ্কার করেন এবং তা ইউরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের সঙ্গে মিশিয়ে অভিনব বাংলা নাট্যনিরীক্ষা করেন। মানবজীবনে নাট্য রচনা ও গবেষনা নিয়ে অর্জন করেছেন অনেক খ্যাতি ও পদক। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পদক হলো— ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৬

সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ২০০৭ সালে একুশে পদক। তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘চাকা’র চলচ্চিত্ররূপ আন্তর্জাতিকভাবে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে। দেশের বাইরেও তার রচিত নাটক ‘হরগজ’ সুইডিশ ভাষায় অনূদিত এবং ভারতের নাট্যদল রঙ্গকর্মী কর্তৃক হিন্দি ভাষায় মঞ্চস্থ হয়েছে। বেঁচে থাকাকালীন তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্যও ছিলেন। তাঁর রচিত নাটক ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যে জায়গা পেয়েছে।

আখ্যান বা বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে লেখা উপাখ্যানগুলোয় তিনি কাব্য, উপন্যাস, চিত্রকর্ম প্রভৃতি শিল্পধারা এক মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যে। মধ্যযুগের বাংলা নাট্যরীতি নিয়ে গবেষনা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। আধুনিক বাংলা নাটককে তিনি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। নতুন নাট্যধারায় নাট্যকর্মীদের একত্রিত করার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, গ্রামসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিচরণ করেছেন। বিভিন্ন পেশাজীবিদের নিয়ে থিয়েটার আন্দোলনের ডাক দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি এ দেশের নাট্যশিল্পকে বিশ্ব নাট্যধারার সঙ্গে তালমিলিয়ে ১৯৮১-৮২ সালে দেশব্যাপী গড়ে তোলেন ‘বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার’। তাঁর সহচর হিসেবে পাশে থাকেন একঝাঁক নাট্যযোদ্ধা। গ্রাম থিয়েটার গড়ে তোলার আগে তিনি ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নাট্য জগতে চলার পথে বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে কাছে পান নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুকে। একসাথে গড়ে তুলেছেন থিয়েটার আন্দেলন। মহান মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত হয়ে থিয়েটার ভাবনা প্রান্তিক অঞ্চলে পৌঁছে দেন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় গড়ে উঠে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের বন্ধু সংগঠন বিভিন্ন থিয়েটার। তাঁর লালিত স্বপ্ন ছিল দেশের এসব থিয়েটার ভাবনা। পাশাপাশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণকেন্দ্রিক অ্যাথনিক থিয়েটারেরও তিনি উদ্ভাবন করেন। তিনি এক নবতর শিল্পরীতি প্রবর্তন করেন, যার নাম ‘দ্বৈতাদ্বৈতরীতি শিল্পতত্ত্ব’। বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে লেখা তার নাটকগুলোতে নিচুতলার মানুষের সামাজিক নৃতাত্ত্বিক পটে তাদের বহুস্তরিক বাস্তবতা ও ভাবনাগুলো উঠে আসে।

রবীন্দ্রোত্তরকালের বাংলা নাটকের প্রাণপুরুষ সেলিম আল দীন বাঙালির কাছে এক অবিস্মৃত নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। তার সৃষ্টিশীলতার কিরণচ্ছটা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে পুরো ইউরোপ মহাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

শেক্সপিয়র, গ্যয়থে, ইবসেন, বার্নাড'শ, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য প্রতিভার কাতারে সেলিম আল দীনও হয়ে উঠেন এক অভিযাত্রিক। শেকড় সন্ধানী বাংলা নাটক ও মঞ্চ নিয়ে নিয়ে তিনি আমৃত্যু নিজেকে বিলিয়ে গেছেন। তাই তো বাংলা নাটকের দর্শক ও পাঠককে তিনি সৃষ্টি করেছেন নতুন আঙ্গিকে।

যতদিন বাংলায় মঞ্চ থাকবে, ততদিন নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনকে মানুষ স্মরণে রাখবে। তিনি বাংলা নাট্যজগতের গৌড়জন ও প্রবর্তক। নাটকজগৎ, থিয়েটারকর্মী ও দর্শকদের হৃদয়ে আজও জায়গা করে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন ড. সেলিম আল দীন।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH
Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

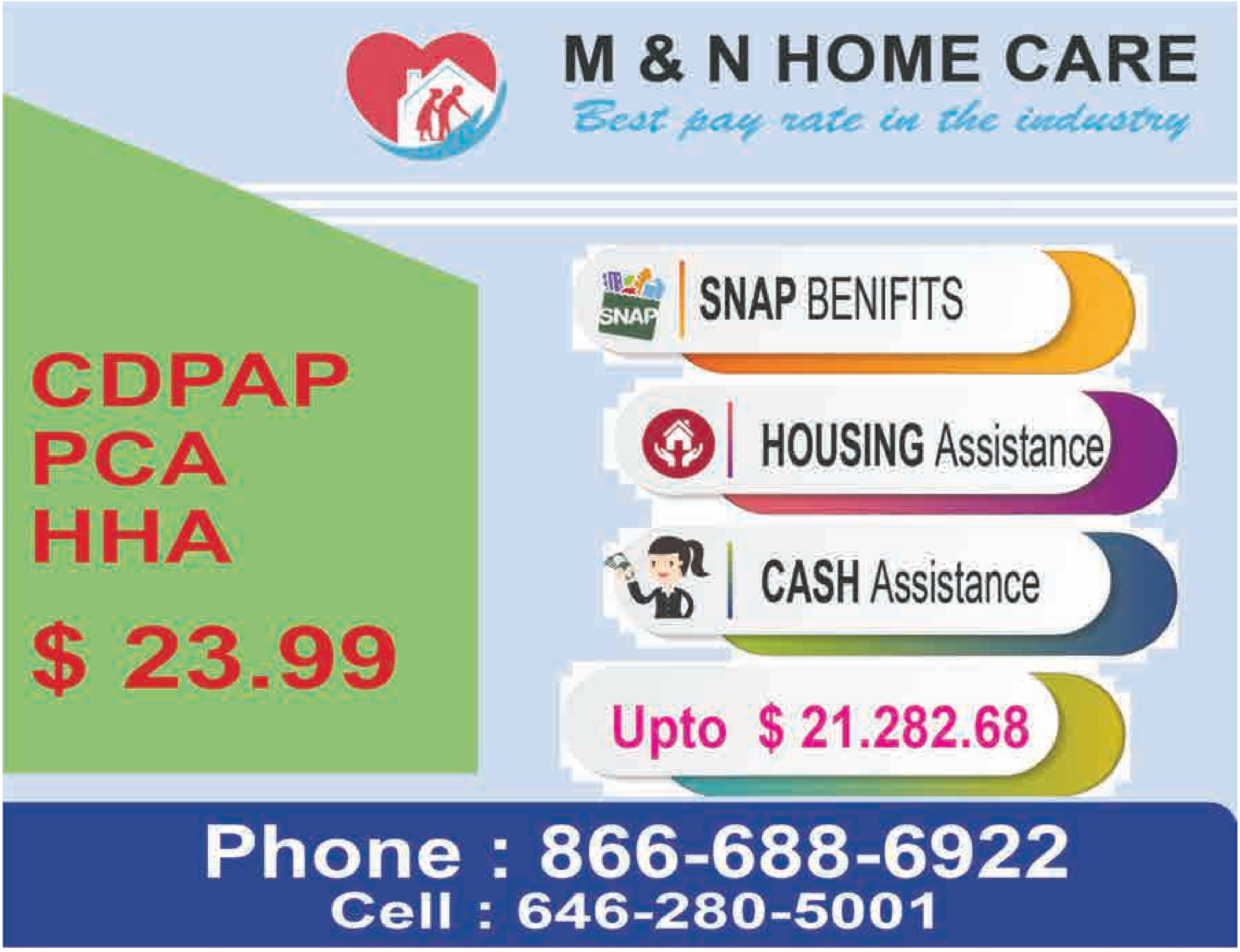
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
16 January 2025, Thursday, Issue 409
বৃহস্পতিবার, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫, ২ মাঘ ১৪৩১, ১৬ রজব ১৪৪৬

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন সিলেট বিভাগীয় কমিটির অভিষেক

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন সিলেট বিভাগ কমিটির অভিষেক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম বলেছেন, 'প্রবাসীরা আমাদের সম্পদ। তারা ভবিষ্যতে মা ও মাটির টানে দেশে আসবেন। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের একটি শক্তিশালী অবস্থান আছে। এ অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে দেশের জন্য ভালো গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, ব্যবসায়ী ও প্রকৌশলী তৈরি করা উচিত। এছাড়া, এ সংগঠনের মাধ্যমে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ও বয়স্কদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। আমি আশা রাখি, এ অঞ্চলের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মাতলেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক

দীর্ঘদিন পর স্কুলের সহপাঠীদের কাছে পেয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি পুরোনো বন্ধুদের কাছে পেয়ে স্মরণ করেন ফেলে আসা দিনের কথা। শৈশবের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। নিজেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান বাল্যবন্ধুদের।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের পল্লীবিদ্যুৎ এলাকায় হাওলাদার হিমাগার লিমিটেড প্রাঙ্গণে শৈশবের বন্ধুদের আয়োজনে মিলনমেলায় যোগ দেন মির্জা ফখরুল।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুলের ছোট ভাই ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সল আমিন। মির্জা ফয়সল আমিন বলেন, এই অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

মোহাম্মদ হাসেম

যুক্তরাষ্ট্রে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন শুরু ২৭ জানুয়ারী

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ২৭ জানুয়ারী থেকে এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন শুরু হচ্ছে। কোন জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল করা যাবে। এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ও স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ গত বছরের চেয়ে বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসের (আইআরএস) বরাতে এসব তথ্য জানা গেছে।

নিউইয়র্কের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বাংলাদেশ সোসাইটির বিগত দিনের অনিয়ম তদন্তে কমিটি গঠন

নিউইয়র্ক

১২ জানুয়ারি সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি ও বোর্ড অব ট্রাস্টির যৌথ সভা রোববার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে নিউইয়র্কে সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচালনায় সভায় ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য মো. আক্তার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মো. এমদাদুল হক কামাল, আব্দুল হাসিম হাসনু, ওয়াসি চৌধুরী, মো. শাহজাহান সিরাজী ও মো. আতরাউল আলম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানী, কার্যকরি সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

সভায় কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী।

সভায় কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের বোর্ড অব ট্রাস্টির উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন মোহাম্মদ আলী। বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন আতাউর রহমান সেলিম। এ সময় তারা একে অন্যের সাথে পরিচিত হন এবং সবাই সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে আতাউর রহমান সেলিম বলেন, 'আজকের এই যৌথ সভার মূল উদ্দেশ্য হল নতুন নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সাথে বোর্ড

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

যুদ্ধবিরতির পরও গাজায় হামলা, নিহত অন্তত ৩০

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে দীর্ঘ ১৫ মাস ধরে চলা সংঘাতের অবসানে হামাস ও দখলদার ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজি হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতার। অবশ্য এরপরও গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা থেমে নেই।

যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার পর থেকে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে চালানো ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৩০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, দীর্ঘ ১৫ মাস যুদ্ধের পর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে বলে মধ্যস্থতাকারীরা নিশ্চিত করার পর গাজার ফিলিস্তিনিরা আনন্দ উদযাপন করছেন। আগামী রোববার (১৯ জানুয়ারি) থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতে চলেছে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরও ইসরায়েলি বাহিনী অবশ্য গাজা উপত্যকা জুড়ে তাদের হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং চুক্তির কথা ঘোষণার পর থেকে এই ভূখণ্ডে অন্তত ৩০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com